

বিশেষ রিপোর্ট পেজ ২৬-৪৭

খণ্ড ৭, সংখ্যা ০৭

১-১৫ অক্টোবর, ২০২৬

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

Follow Us @NISPIBIndia

ভারতের ভিশন হল

বিশ্বের মিশন

‘মানবতাই প্রথম, মানবকেন্দ্রিক উন্নয়ন’-এর চেতনার প্রতিরূপ হিসেবে এবং বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে, ভারত ১৮তম ব্রিকস শিখর সম্মেলন (২০২৬)-এর একটি সুস্পষ্ট বার্তা দিয়েছে: প্রকৃত ও সার্বিক উন্নয়ন সেটাই, যা প্রত্যেক মানুষের কাছে পৌঁছয়...



‘শৌর্য এবং নৈপুণ্যের এক প্রতীক’

ভারতীয় বিমান বাহিনী

ভারতীয় বিমান বাহিনী প্রত্যেক নাগরিককে গর্বিত করে। জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হোক অথবা দুর্যোগের সময়ে জীবন রক্ষা, আমাদের সাহসী বাহিনী সর্বদা অসীম সাহস ও নিষ্ঠার সঙ্গে এগিয়ে যায়। এছাড়াও, এই বাহিনী ধারাবাহিকভাবে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে তার শক্তি এবং যেকোনো সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকার মাধ্যমে। প্রত্যেক নাগরিক ভারতীয় বিমান বাহিনীর বীরত্ব, দায়বদ্ধতা এবং নিষ্ঠার জন্য গর্ববোধ করে, যে বাহিনী অনুসরণযোগ্য সেবা ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে আমাদের আকাশের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে...





“ভারতীয় বিমান বাহিনী শৌর্য, শৃঙ্খলা এবং নৈপুণ্যের প্রতীক। সবচেয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও আমাদের আকাশসীমা রক্ষায় এটি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়ে এর অবদান সত্যিই প্রশংসনীয়। এর দায়বদ্ধতা, পেশাদারি উৎকর্ষ এবং অদম্য সাহস প্রত্যেক ভারতীয়কে গর্বিত করে তোলে - *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*



নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

খণ্ড ৭, সংখ্যা ০৭ | অক্টোবর ১-১৫, ২০২৬

প্রধান সম্পাদক
ধীরেন্দ্র ওঝা
প্রধান মহানির্দেশক,
প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো,
নতুন দিল্লি

মুখ্য উপদেষ্টা সম্পাদক
সন্তোষ কুমার

বরিষ্ঠ সহকারী উপদেষ্টা সম্পাদক
পবন কুমার

সহকারী উপদেষ্টা সম্পাদক
অখিলেশ কুমার
চন্দন কুমার চৌধারি

ভাষা সম্পাদক
সুমিত কুমার (ইংরেজি)
রজনীশ মিশ্র (ইংরেজি)
নাদিম আহমেদ (উর্দু)

সিনিয়র ডিজাইনার
ফুলচাঁদ তিওয়ারি

ডিজাইনার
সত্যম সিং
অনিল কুমার



১৩টি ভাষায় নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পড়তে গেলে ক্লিক করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের পুরনো সংস্করণগুলি পড়তে ক্লিক করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in.archive.aspx

‘নিউ ইন্ডিয়া সমাচার’-এর নিয়মিত আপডেট পেতে অনুসরণ করুন
@NISPIBIndia

ভিতরের পৃষ্ঠায়

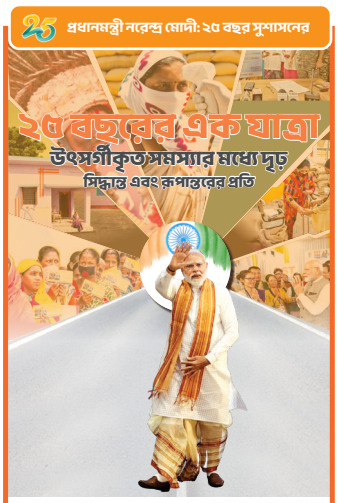
ব্রিকস ২০২৬

ভারতের নেতৃত্বে মানবিকতার এক আলোকবর্তিকা



প্রচ্ছদ কাহিনি

শুরু থেকেই ভারত ব্রিকস-এর অবিচ্ছেদ্য অংশ, এবং আজ পৃথিবীর প্রতি দুইজনের মধ্যে একজন ব্রিকস রাষ্ট্রে বাস করে। নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে অনুষ্ঠিত ১৮তম ব্রিকস শিখর সম্মেলন এই যাত্রার দুই দশক পূর্তি উদযাপন করেছে। ‘নতুন দিল্লি ঘোষণাপত্র’-এর সঙ্গে ভারত ব্রিকসকে একটি নতুন, আরও কার্যকর এবং মানবকেন্দ্রিক অভিমুখে চালিত করেছে... |৬-২৫



তিনি দেশকে দিক নির্দেশ করে যাচ্ছেন – প্রথমে গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এবং এখন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১২ বছর ধরে – তাঁর সুশাসনের মডেলের মাধ্যমে। ২০০১-এর ৭ই অক্টোবরে গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ থেকে তাঁর নিরলস সেবা ও নিষ্ঠার ২৫ বছরের যাত্রার পূর্তি উপলক্ষে এখানে একটি বিশেষ প্রতিবেদন... |২৬-৪৭

ইউপিআই... একটি সভ্যতার গল্প
প্রধানমন্ত্রী মোদী ‘গ্লোবাল ফিনটেক ফেস্ট ২০২৬’-এর উদ্বোধন করলেন |৪৮-৪৯

পণ্য পরিবহন করিডোর: নতুন ভারতের জীবনরেখা;
প্রধানমন্ত্রী মোদী গুজরাতকে উপহার দিলেন ৩৫,০০০ কোটি টাকার প্রকল্প |৫০-৫১

প্রকৃত শক্তি... জ্ঞান নিয়ে আসে সচেতনতা এবং সচেতনতা নিয়ে আসে পরিবর্তন।
প্রধানমন্ত্রী মোদী শিক্ষকদের সঙ্গে একটি পথনির্দেশক নীতি ভাগ করে নিলেন |৫২-৫৩

রেল সংযোগের সম্প্রসারণ; ইপিএফও-র মজুরি সীমা এখন ২৫,০০০ টাকা।
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত |৫৪-৫৫

মহাকাশ অনুসন্ধানের মন্ত্র হলো সহযোগিতা...
আন্তর্জাতিক মহাকাশ সম্মেলনে ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী |৫৬

২০২৯ সালের মধ্যে ‘মাদক-মুক্ত ভারত’ বাস্তবায়িত করার সংকল্প
২০২৯ সালের মধ্যে ভারত ‘মাদকমুক্ত’ হবে-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ |৫৭

ভারতের প্রাচীন প্রজ্ঞা এবং ফ্রান্সের আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সম্মিলন
প্রধানমন্ত্রী মোদী প্যারিসে স্বামীনারায়ণ মন্দিরের উদ্বোধন করলেন |৫৮-৫৯

ব্যক্তিত্ব: তিরুপ্পুর কুমারন
যে ব্যক্তি জাতীয় পতাকাকে মাটিতে পড়তে দেননি |৬০

এসআরসিসি শতবর্ষ উদযাপন

১৪০ কোটি ভারতীয় একসঙ্গে...
ভারতকে একটি উন্নত ও আত্মনির্ভর দেশে পরিণত করবে।



দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রী রাম কলেজ অফ কমার্সের ১০০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে ভাষণে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন যে, ১৪০ কোটি ভারতীয় একসঙ্গে ভারতকে একটি উন্নত ও আত্মনির্ভর দেশে রূপান্তর করবে... |৪-৫

প্রকাশক : সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশনের পক্ষে কাঞ্চন প্রসাদ, মহানির্দেশক
যোগাযোগের ঠিকানা : রুম নং-১০৭৭, সূচনা ভবন, সিজিও কমপ্লেক্স, নতুন দিল্লি-১১০০০৩
ই-মেল: response-nis@pib.gov.in, আরএনআই নং: DELENG/2020/78811

সম্পাদকের দপ্তর থেকে...

ভারতের নেতৃত্বে ব্রিকসের এক নতুন অধ্যায়

উষ্ণ অভিনন্দন,

ব্রিকসের বিংশতিতম বার্ষিকীর সঙ্গে ভারতের চতুর্থ সভাপতিত্ব একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত ছিল। ব্রিকস প্রধান উদীয়মান অর্থনীতিগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক নীতি সমন্বয়ের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এখানে বিশ্বের এগারোটি উদীয়মান অর্থনীতি বিশ্বব্যাপী শাসন সম্পর্কিত বিষয়ে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে। এটি গ্লোবাল সাউথের স্বার্থ এগিয়ে নেওয়ার এক কার্যকর মাধ্যমও হয়ে উঠেছে।

'সহনশীলতা, উদ্ভাবন, সহযোগিতা ও স্থায়িত্বের জন্য নির্মাণ' এই মূলভাবকে কেন্দ্র করে আয়োজিত এই শীর্ষ সম্মেলনে ভারত বিশ্বমঞ্চে উন্নয়নশীল দেশগুলির অগ্রাধিকারগুলিকে অক্লান্তভাবে তুলে ধরেছে। জটিল ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি সত্ত্বেও, ভারত একটি ভারসাম্যপূর্ণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক, উন্নয়নমুখী এবং জনকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে সদস্যদের মধ্যে ঐকমত্য তৈরিতে সফল হয়েছে।

ভারত এই প্ল্যাটফর্মের পরিধি রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বাইরে সাধারণ নাগরিক, কৃষক, উদ্যোক্তা, মহিলা এবং যুবকদের অন্তর্ভুক্ত করে প্রসারিত করেছে। ভারত যে 'জনকেন্দ্রিক' এবং 'মানবতা-প্রথম' দৃষ্টিভঙ্গিকে নিছক স্লোগান থেকে একটি বাস্তব কর্মপদ্ধতিতে রূপান্তরিত করেছে, দেশের ৩০টিরও বেশি শহরে অনুষ্ঠিত ৪০০টিরও বেশি সভা সেই সত্যের সাক্ষ্য বহন করে।

২০২৬ সালের ১২-১৩ সেপ্টেম্বর নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত অষ্টাদশ ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন এই যাত্রার চূড়ান্ত পর্যায় চিহ্নিত করেছে। বিশ্বব্যাপী শাসন সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'সুবিধার পিরামিড'-কে 'অংশীদারিত্বের মঞ্চে' রূপান্তরিত করার আহ্বান জানিয়েছেন। সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত নতুন দিল্লি ঘোষণাপত্রে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা, রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার এবং গ্লোবাল সাউথের কণ্ঠস্বর শক্তিশালী করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। ভারতের সভাপতিত্ব কেবল একটি কূটনৈতিক ব্যবস্থা নয়, বরং এক বহুমেরু বিশ্বের দিকে একটি বাস্তব পদক্ষেপ, এবং এটিই আমাদের বর্তমান সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনী।

এটি এক উল্লেখযোগ্য কাকতালীয় ঘটনা যে, ভারতের ব্রিকস সভাপতিত্ব—যার মাধ্যমে সারা বিশ্বে মানবতার বার্তা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে - তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশাসকজীবনের ২৫ বছর পূর্তির সঙ্গে মিলে গেছে। ভারতীয় শাসনব্যবস্থা ও জনপ্রশাসনের ক্রমবিকাশমান প্রেক্ষাপটে তাঁর এই ২৫ বছরের যাত্রাপথকে অনুসরণ করে, এই সংখ্যাটিতে তাঁর জনজীবনের একটি যুগান্তকারী অধ্যায়ের উপর আলোকপাত করে একটি বিশেষ প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়েছে।

'ব্যক্তিত্ব' বিভাগে তুলে ধরা হয়েছে তিরুপুর কুমারনকে—যিনি জাতীয় পতাকার মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে শহীদ হয়েছিলেন। এতে গত ১৫ দিনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তসমূহ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য অংশও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ভিতরের পাতায় অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে বিমান বাহিনী দিবস (৮ই অক্টোবর পালিত) উপলক্ষে বিশেষ প্রতিবেদন এবং পেছনের মলাটে রয়েছে ড. এ.পি.জে. আবদুল কালামের জন্মবার্ষিকীতে (১৫ই অক্টোবর) এক কৃতজ্ঞ জাতির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

আমাদের আপনার পরামর্শ পাঠাতে থাকুন।

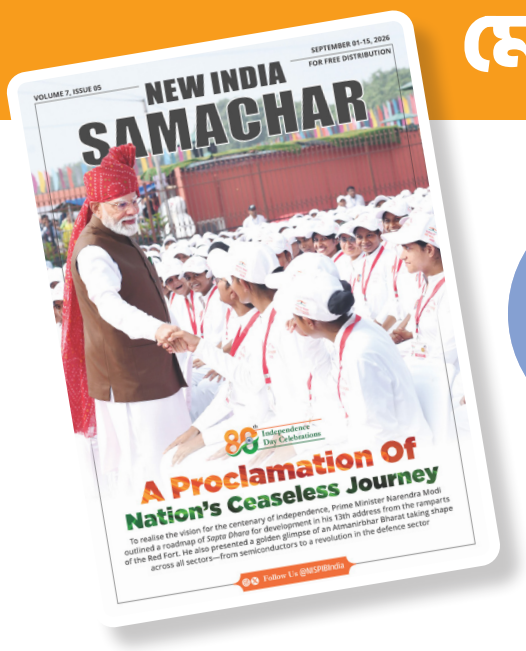


(ধীরেন্দ্র ওঝা)

হিন্দি, ইংরেজি এবং আরও ১১টি ভাষায় এই ম্যাগাজিনটি পড়ুন বা ডাউনলোড করুন।

https://newindiasamachar.pib.gov.in/

মেইল বক্স





শিক্ষার্থীদের জন্য একটি মূল্যবান ম্যাগাজিন

আমি নিয়মিত ইমেইলের মাধ্যমে ‘নিউ ইন্ডিয়া সমাচার’ পত্রিকাটি পেয়ে থাকি। সরকারি উদ্যোগ, প্রকল্প এবং সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে জানার এটি একটি মূল্যবান মাধ্যম। শিক্ষার্থী, গবেষক এবং সাধারণ মানুষ—সকলের জন্যই এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

nikhil4249@gmail.com

উন্নয়ন ও রূপান্তরমূলক উদ্যোগ সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি

আমি নিউ ইন্ডিয়া সমাচার-এর সমগ্র সম্পাদকীয় দলকে আন্তরিকভাবে সাধুবাদ জানাই। এটি একটি অত্যন্ত তথ্যবহুল ও উপকারী প্রকাশনা। একজন নিয়মিত পাঠক হিসেবে, আমি এই পত্রিকাটিকে ভারতজুড়ে ঘটে চলা গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন ও রূপান্তরমূলক কাজ সম্পর্কিত তথ্যের একটি মূল্যবান উৎস হিসেবে পাই।

michaelbks@gmail.com

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি ও লেখার জন্য সহায়ক

আমি কর্ণাটকের বাগলকোট জেলার একজন ছাত্র ও লেখক। আমি আমার পড়াশোনা, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি এবং লেখালেখির কাজের জন্য নিয়মিত ‘নিউ ইন্ডিয়া সমাচার’ পড়ি। এটি প্রচুর তথ্যে পরিপূর্ণ একটি চমৎকার পত্রিকা।

rahimanpoetry@gmail.com

তথ্যের ভান্ডার

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার একটি চমৎকার পত্রিকা; আমি এর প্রতিটি সংখ্যা পড়ি। আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিদেশ সফর এবং বিদেশনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে আগ্রহী। আমি এটি অনলাইনে পড়ি এবং এটিকে তথ্যের এক সমৃদ্ধ উৎস বলে মনে করি।

ashishprabhatmishra@gmail.com

ভারতের উন্নয়ন, প্রকল্পসমূহ এবং পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটের একটি নির্দেশিকা

আমি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। এই সময়ে আমি ‘নিউ ইন্ডিয়া সমাচার’-এর সন্ধান পাই। আমি উপলব্ধি করলাম যে এটি কেবল একটি পত্রিকা নয়, ভারতের উন্নয়ন, সরকারি প্রকল্প এবং এর পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটের এক পথপ্রদর্শক। পাঠকদের জন্য এটি জ্ঞানের এক ভান্ডার।

সুনীল কুমার বোহরা
bohramadawas@gmail.com

যোগাযোগের ঠিকানা: কক্ষ নং-১০৭৭, সূচনা ভবন, সিজিও কমপ্লেক্স, নতুন দিল্লি-১১০০০৩
ই-মেইল: response-nis@pib.gov.in



১৪০ কোটি ভারতীয় একসঙ্গে...

ভারতকে উন্নত ও আত্মনির্ভর রাষ্ট্রে পরিণত করবেন

ভারতের দ্রুত বিকাশ ও সুদৃঢ় অর্থনীতি তার দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতার প্রমাণ। বিশ্বব্যাপী অস্থিরতার মধ্যেও ৭.৮% বিকাশ হার অর্জন, ভারতের অর্থনৈতিক শক্তিকে তুলে ধরে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীরাম কলেজ অফ কমার্স (এসআরসিসি)-র শতবর্ষ পূর্তি উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, ১৪০ কোটি নাগরিক ভারতকে এক উন্নত ও আত্মনির্ভর রাষ্ট্রে পরিণত করবেন।

কোনও প্রতিষ্ঠান যখন শতবর্ষ পূর্ণ করে, তখন তা অগণিত সাফল্যের এক বিশাল ভাণ্ডার ও অনুপ্রেরণার উৎসে পরিণত হয়। গত এক শতকে শ্রী রাম কলেজ অফ কমার্সের ঐতিহাসিক সাফল্য দেশ ও শিক্ষামহল – উভয়ের কাছেই অত্যন্ত গর্বের। দরিয়াগঞ্জের সামান্য এক প্রতিষ্ঠান থেকে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হওয়ার এই যাত্রার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রজন্মের পর প্রজন্মকে তৈরি করেছে এই কলেজ। এই প্রতিষ্ঠানের সুনামের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আপনি যে এসআরসিসি-র ছাত্র, ডিইউ-তে আজও একথা বলাটাই একটা গর্বের বিষয়।"

কলেজের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তনীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী উচ্চতায় পৌঁছেছেন।

প্রয়াত অরুণ জেটলি এবং সঞ্জীব সান্যালের মতো বিশিষ্ট প্রাক্তনীদের সঙ্গে কাজ করার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই কলেজের পড়ুয়ারা শিল্পী, রাজনীতিবিদ, বিচারক হিসেবে দেশের সেবা করেছেন।

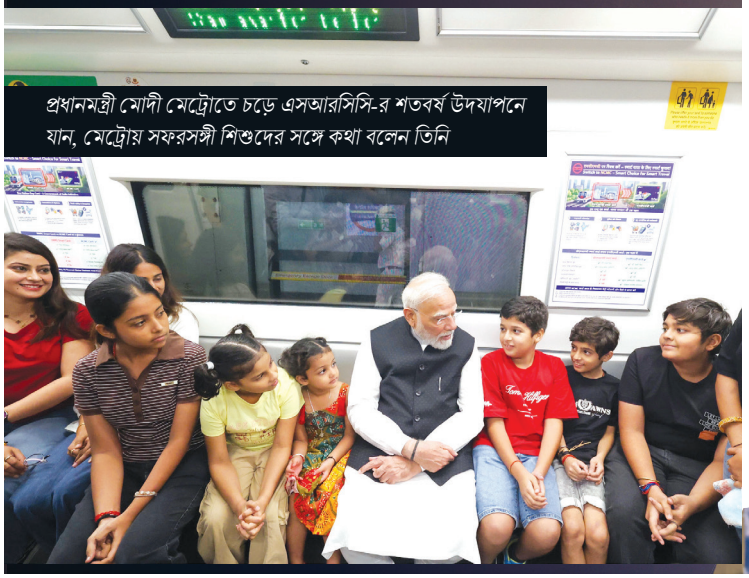
অতীতের চ্যালেঞ্জের সঙ্গে বর্তমান সাফল্যের তুলনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সন্ত্রাসবাদ পরাজিত হয়েছে। সশস্ত্র বাহিনী এখন শত্রুদের এলাকায় ঢুকে তাদের ওপর আঘাত হানছে। জম্মু কাশ্মীর থেকে শুরু করে উত্তর-পূর্বাঞ্চল – সর্বত্রই শান্তি পুনঃস্থাপিত হয়েছে। সারা বিশ্ব ভারতের নীতিগত গতিশীলতার এবং দ্রুততম বিকাশশীল বৃহৎ অর্থনীতি হিসেবে ভারতের ভূমিকার প্রশংসা করছে।

আমদানীকারক থেকে রপ্তানিকারক...

"মেক ইন ইন্ডিয়া"র সাফল্য দেশকে এক প্রধান আমদানীকারক থেকে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় রপ্তানিকারকে পরিণত করেছে। স্মার্টফোন রপ্তানির অঙ্ক ২.৫ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে, দেশীয় প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের রপ্তানি প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকার নতুন উচ্চতা স্পর্শ করেছে। ২০১৩-১৪ সালে যে প্রতিরক্ষা রপ্তানির অঙ্ক ছিল মাত্র ৬০০-৭০০ কোটি টাকা, তা আজ ৪০ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছে গেছে।

দৃঢ় ও অটল সংকল্প...

দেশের ১৪০ কোটি নাগরিক ও যুব সমাজের সম্ভাবনার প্রতি অটল আস্থা রেখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক সমৃদ্ধ, আত্মনির্ভর, উন্নত ভারতের রূপরেখা তুলে ধরেছেন। তিনি ভারতকে কৃষি রপ্তানির বিশ্বজনীন কেন্দ্রে পরিণত করার, নিজস্ব মহাকাশ স্টেশন স্থাপন করার এবং অলিম্পিক গেমস আয়োজনের উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য সামনে রেখেছেন। প্রধানমন্ত্রীর কথায় "এগুলি নিছক কথার কথা নয়, এ হল আমাদের দৃঢ় ও অটল সংকল্প।"



প্রধানমন্ত্রী মোদী মেট্রোতে চড়ে এসআরসিসি-র শতবর্ষ উদযাপনে যান, মেট্রোয় সফরসঙ্গী শিশুদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি

বিশ্বে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ভারতীয়রা...

একবিংশ শতকের যুবসমাজের উচ্চাকাঙ্খী মানসিকতার সুবাদে দেশের যুব সমাজ আজ স্টার্টআপ ও ইউনিকর্ণের মতো ক্ষেত্রগুলিতে বিশ্বের নেতৃত্ব দিচ্ছে। আগের প্রজন্মের তুলনায় এখনকার যুবসমাজের অনেক বড় স্বপ্ন দেখা উচিত। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, "আজ যখন ভারতীয়রা বিশ্বব্যাপী কর্পোরেট সংস্থাগুলির নেতৃত্বে রয়েছেন, তখন ভারতীয় কোম্পানিগুলিই বা বিশ্বের নেতৃত্ব দিতে পারবে না কেন? "

আমি স্থিরনিশ্চিত যে আমরা ১৪০ কোটি ভারতীয় মিলে আমাদের দেশকে উন্নত ও আত্মনির্ভর করে তুলব। আমি ছোটখাটো বা সহজ লক্ষ্য স্থির করার মানুষ নই। আমি দেশের জন্য উচ্চাকাঙ্খী লক্ষ্য স্থির করি এবং সর্বস্ব পণ করে তা অর্জনের চেষ্টা চালাই।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী



পশ্চিম এশিয়ার সংঘর্ষ এবং বিশ্ব জুড়ে বাণিজ্যিক অস্থিরতার মধ্যেও ভারতের অন্তর্নিহিত শক্তি প্রকাশ পাচ্ছে।

তথ্যের মাধ্যমে সমালোচকদের জবাব

সমালোচনার জবাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তথ্য দিয়ে দেখিয়েছেন যে, এপ্রিল ও জুনের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৯% বেড়েছে, যানবাহনের বিক্রি বেড়েছে ২০% –এরও বেশি। এর মধ্যে দুচাকার যানবাহনের বিক্রি ২০% এবং তিন চাকার যানবাহনের বিক্রি প্রায় ৩০% বেড়েছে।

প্রধানমন্ত্রী যুক্তি দিয়েছেন, ইস্পাত ও সিমেন্টের ব্যবহারে ৮% বৃদ্ধির অর্থ হল নির্মাণ, আবাসন ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের প্রসার। তিনি বলেন, ২০১৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত যেখানে জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল না, সেখানে বর্তমানে প্রায় ৬০ কোটি নাগরিক জনধন যোজনার মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার বৃত্তে এসেছেন। ●

প্রধানমন্ত্রী মোদীর সম্পূর্ণ কর্মসূচি দেখতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।

ব্রিকস ২০২৬

ভারতের নেতৃত্বে
মানবতার এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা



প্রধানমন্ত্রী মোদীর সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান দেখতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।

শুরু থেকেই ব্রিকসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে ভারত এবং আজ পৃথিবীর প্রতি দুইজনের মধ্যে একজন ব্রিকস দেশে বসবাস করেন। এই গোষ্ঠী বিশ্বের প্রায় ৫০ শতাংশ জনসংখ্যা, ৪০ শতাংশ জিডিপি এবং ২৫ শতাংশেরও বেশি বিশ্ব বাণিজ্যের প্রতিনিধিত্ব করে। গত দুই দশকে বিশ্ব অর্থনীতি যেখানে আড়াই গুণ বেড়েছে, সেখানে ব্রিকস দেশগুলির সম্মিলিত জিডিপি বেড়েছে সাড়ে চার গুণ। ২০২৬ সালের ১২-১৩ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে অনুষ্ঠিত ১৮তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন এই যাত্রার দুই দশক পূর্তি উদযাপন করেছে। ২০২৬ সালে চতুর্থবারের মতো সভাপতিত্ব গ্রহণ করে গ্রহণের পর ভারতের থিম ছিল: সহযোগিতা ও সুস্থায়িত্বের জন্য সহনশীলতা ও উদ্ভাবন। এই মন্ত্রটি গত ১২ বছর ধরে ভারতের অর্থনৈতিক নীতির ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য বাধার মধ্যে ভারত একটি অর্থনৈতিক সেতু এবং আস্থার প্রতীক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে; উপরন্তু 'নয়াদিল্লি ঘোষণা'র মাধ্যমে ভারত ব্রিকসকে একটি নতুন, আরও কার্যকর এবং মানব-কেন্দ্রিকতার দিকে চালিত করেছে।





আজ বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তার মধ্যে বৃদ্ধি এবং স্থিতিশীলতার নিশ্চয়তা দিচ্ছে এক 'নতুন ভারত'। এমন একটা সময়ে যখন বাণিজ্য বাধা বিশ্বব্যাপী চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, ভারত তখন অর্থনৈতিক সেতু তৈরি করছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ, জি-২০ বা অন্যান্য প্রভাবশালী গোষ্ঠী, যাই হোক না কেন, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সভাপতিত্ব করার সময় ভারত বিশ্বকে গঠন করছে এবং বসুধৈব কুটুম্বকম-এর চেতনার মাধ্যমে চালিত এক নতুন পথের রূপরেখা তৈরি করছে। এই প্রেক্ষাপটে ২০২৬ সালে ব্রিকসের সভাপতিত্ব গ্রহণ করে ভারত বিশ্বকে একটি স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে: যদি আমাদের ভবিষ্যৎ ভাগ করে নেওয়া হয়, তবে সেই ভবিষ্যৎ গঠনের অধিকারও ভাগ করে নিতে হবে। এটা ভারতের দূরদর্শিতারই ফল। ব্রিকস দেশগুলি এখন বিশ্বব্যাপী উদ্ভাবন এবং সমাধানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। নয়াদিল্লিতে ২০২৬ সালের ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন বিশ্বকে আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় একটি মানব-কেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রদান করেছে। জলবায়ু সঙ্কট হোক, বিশ্বব্যাপী সরবরাহ শৃঙ্খলে ব্যাঘাত হোক বা বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানগুলির ধীরগতির কার্যকলাপ হোক - এমন একটা সময়ে বিশ্ব যখন বহুমুখী চ্যালেঞ্জের সাথে লড়াই করছে, তখন ব্রিকসের মতো একটি প্ল্যাটফর্মের ভূমিকা আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। বিশ্বের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা এবং ৪০ শতাংশ বিশ্ব জিডিপির প্রতিনিধিত্বকারী এই গোষ্ঠী এখন আর নিছক অর্থনৈতিক আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; পরিবর্তে, বিশ্ব শাসন ব্যবস্থার

> **ভারত ব্রিকস মঞ্চের মাধ্যমে বন্ধুত্ব, অংশীদারিত্ব এবং সহযোগিতা বৃদ্ধি করেছে। আমরা নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছি যে, ব্রিকস সহযোগিতা শুধুমাত্র যেন সরকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে; আমরা চাই, আমাদের উদ্যোক্তা, কৃষক, গবেষক, মহিলা, যুব এবং সাধারণ নাগরিকরাও সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হয়ে উঠুক।**
>
> *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

সংস্কার থেকে শুরু করে প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং জলবায়ু পদক্ষেপ পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে শক্তিশালী এবং নির্ণায়ক উদ্যোগের নেতৃত্ব দিচ্ছে। ভারত ব্রিকসের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং এখনও পর্যন্ত চারবার - ২০১২, ২০১৬, ২০২১ এবং ২০২৬ সালে এর সভাপতিত্ব করেছে। প্রতিটি সভাপতিত্বের সময় ভারত এই মঞ্চকে একটি নতুন দিকে চালিত করেছে। ২০২৬ সালের সভাপতিত্বের জন্য ভারত চারটি স্তম্ভ স্থাপন করেছে: সহনশীলতা, উদ্ভাবন, সহযোগিতা এবং সু-স্থায়িত্ব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২৫ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত ১৭তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে এই দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত

ব্রিকস: অর্ধেক বিশ্ব, ক্ষমতার চল্লিশ শতাংশ

সদস্য দেশসমূহ	১১ (ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা, মিশর, ইথিওপিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি)
ব্রিকস সদস্য + অংশীদার দেশ (মোট গোষ্ঠী)	২১টি দেশ
বিশ্ব জনসংখ্যার অংশ	প্রায় ৫০%
বিশ্ব জিডিপিতে অংশীদারিত্ব	প্রায় ৪০%
বিশ্ব বাণিজ্যে অংশীদারিত্ব	প্রায় ২৫%
গত ২০ বছরে বিশ্ব জিডিপির বৃদ্ধি	প্রায় ২.৫ গুণ
একই সময়ে ব্রিকস দেশগুলির সম্মিলিত জিডিপি বৃদ্ধি	প্রায় ৪.৫ গুণ
ভারতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠক / অনুষ্ঠান	৪০০-এর বেশি
এই বৈঠকগুলির আয়োজনকারী ভারতীয় শহরগুলি	৩০-এর বেশি
ব্রিকস উইমেন বিজনেস অ্যালায়েন্স বৈঠকে (ভারত, ২০২৬) অংশগ্রহণকারী নারী ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ	প্রায় ২০০ জন

করেছিলেন; এই দৃষ্টিভঙ্গি মানব-কেন্দ্রিক এবং মানবতা-সর্বাগ্রের মধ্যে নিহিত রয়েছে। ভারত তার সভাপতিত্বের সময় এই দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যবহারিক কর্মসূচিতে রূপান্তরিত করেছে, যেখানে অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা শক্তিশালী করা থেকে শুরু করে ডিজিটাল গণ পরিকাঠামো এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো নতুন প্রযুক্তি ভাগ করে নেওয়ার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ভারতের সভাপতিত্বের জন্য ডিজাইন করা 'ব্রিকস ইন্ডিয়া ২০২৬' লোগোটি এই চেতনাকেই মূর্ত করে। এর পাপড়িগুলি সমস্ত ব্রিকস সদস্য দেশগুলির প্রাণবন্ত রঙে উজ্জ্বল, যা তাদের সম্মিলিত শক্তি এবং ঐক্যকে তুলে ধরে। কেন্দ্রে "নমস্তে" ভঙ্গিটি ভারতের উষ্ণতা, সম্মান এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার চিরন্তন চেতনাকে তুলে ধরছে। এই চাক্ষুষ পরিচয়ের পরিপূরক হল ব্রিকসের তিনটি মূল স্তম্ভ — রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা সহযোগিতা, অর্থনৈতিক ও আর্থিক অংশীদারিত্ব এবং মানুষে মানুষে পারস্পরিক আদান-প্রদান।



এগারোটি দেশ, একটি মঞ্চ... ব্রিকস কীভাবে গঠিত হয়েছিল

ব্রিকস হল, বিশ্বের ১১টি প্রধান উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল দেশ নিয়ে গঠিত একটি গোষ্ঠী। এর সদস্যদের মধ্যে রয়েছে - ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা, মিশর, ইথিওপিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। এই গোষ্ঠীটি আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক গুরুত্বসম্পন্ন সমসাময়িক বিষয়ে পরামর্শ এবং সহযোগিতার ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে।



২০০৬ সালে নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে অনুষ্ঠিত প্রথম ব্রিকস পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে এই প্ল্যাটফর্মের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। তবে 'ব্রিক' এই সংক্ষিপ্ত নামটি এর আগে, ২০০১ সালে গোল্ডম্যান স্যাকস তাদের আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক গবেষণাপত্র 'The World Needs Better Economic BRICs' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রথম ব্যবহার করেছিল। অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এই গবেষণাপত্রে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত এবং চীন পরবর্তী পাঁচ দশকে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির মধ্যে স্থান পাবে। এই দেশগুলির ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক শক্তি এবং তিনটি মহাদেশ জুড়ে তাদের বিশাল ভৌগোলিক বিস্তার — তাদের উদীয়মান আন্তর্জাতিক গুরুত্বকে তুলে ধরেছিল। পরবর্তীকালে ব্রিক-এর ধারণাটি একটি আনুষ্ঠানিক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। ২০০৬ সালে প্রাথমিক গঠনের তিন বছর পর ২০০৯ সালে রাশিয়ার ইয়েকাটেরিনবার্গে প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২০১০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে সমঝোতা হয় এবং দক্ষিণ আফ্রিকার যোগদানের পর ২০১১ সালের সানিয়া শীর্ষ

> **এমন এক সময়ে যখন বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য বাধা বাড়ছে, তখন ভারত অর্থনৈতিক সেতু তৈরি করছে। ২০১৪ সাল থেকে প্রায় ৪০টি দেশের সাথে আমরা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছি। ব্রিকসের মধ্যে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি একই: বাধা কমানো এবং ব্যবসার সুযোগ প্রসারিত করা।**
>
> *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

সম্মেলনে এই গোষ্ঠীটি আনুষ্ঠানিকভাবে 'ব্রিকস' নামে পরিচিত হয়। গত তিন বছরে এই পরিবার দ্রুত প্রসারিত হয়েছে। মিশর, ইথিওপিয়া, ইরান, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে পূর্ণ সদস্য হয়েছে এবং ইন্দোনেশিয়া ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে এই তালিকায় যোগ দিয়েছে। সেই একই বছরে বেলারুশ, বলিভিয়া, কাজাখস্তান, কিউবা,

সময়- সারণী: কুড়ি বছরের যাত্রা ভারতের চারবার সভাপতিত্ব (২০০৬-২০২৬)

২০০৬	ব্রিক প্রতিষ্ঠা	নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে ব্রিক পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়
২০০৯	প্রথম শীর্ষ সম্মেলন	রাশিয়ার ইয়েকাটেরিনবার্গে অনুষ্ঠিত হয়
২০১১	ব্রিকস-এর জন্ম	দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্ভুক্তির সাথে 'BRIC' থেকে 'BRICS' হয় (সানিয়া শীর্ষ সম্মেলন)
২০১২	ভারতের প্রথম সভাপতিত্ব	চতুর্থ শীর্ষ সম্মেলন, নয়াদিল্লি – থিম: 'বৈশ্বিক স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির জন্য ব্রিকস অংশীদারিত্ব'; দিল্লি ঘোষণা গৃহীত হয়
২০১৬	ভারতের দ্বিতীয় সভাপতিত্ব	অষ্টম শীর্ষ সম্মেলন, গোয়া – থিম: 'সক্রিয়, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সম্মিলিত সমাধান'; গোয়া ঘোষণা এবং BIMSTEC প্রচার
২০২১	ভারতের তৃতীয় সভাপতিত্ব	ত্রয়োদশ শীর্ষ সম্মেলন, নয়াদিল্লি – থিম: 'BRICS@15: ধারাবাহিকতা, একীকরণ ও ঐকমত্যের জন্য অন্তঃ-ব্রিকস সহযোগিতা'; নয়াদিল্লি ঘোষণা
২০২৪	সম্প্রসারণের প্রথম পর্যায়	মিশর, ইথিওপিয়া, ইরান, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি পূর্ণ সদস্য হয়
২০২৫	সম্প্রসারণের দ্বিতীয় পর্যায়	ইন্দোনেশিয়া পূর্ণ সদস্য হয়; ১০টি দেশ অংশীদার দেশ হয়; রিও ডি জেনিরোতে ১৭তম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়
২০২৬	ভারতের চতুর্থ সভাপতিত্ব (ব্রিকস ২০তম বার্ষিকী)	১৮তম শীর্ষ সম্মেলন, নয়াদিল্লি – থিম: 'সহনশীলতা, উদ্ভাবন, সহযোগিতা ও সুস্থায়ী উন্নয়নের জন্য নির্মাণ'; নয়াদিল্লি ঘোষণা (১৪০ অনুচ্ছেদ) গৃহীত হয়
২০২৭	আসন্ন সভাপতিত্ব	চীনকে সভাপতিত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং তারা ১৯তম শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করবে

মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, থাইল্যান্ড, উগান্ডা, উজবেকিস্তান এবং ভিয়েতনাম অংশীদার দেশ হিসেবে ব্রিকস পরিবারে যোগ দিয়েছে। মূলত দুই দশক আগে যে গোষ্ঠীটি মাত্র চারটি দেশ নিয়ে শুরু হয়েছিল, আজ তা ২১টি দেশের এক বিশাল পরিবারে রূপান্তরিত হয়েছে। এই সম্প্রসারণ এই প্ল্যাটফর্মের বিশ্বাসযোগ্যতা, গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তার বার্তা দিচ্ছে।

ভারত: সংঘাতের মধ্যে সেতুবন্ধন

২০২৬ সালের শুরুতে বিশ্ব একাধিক ক্ষেত্রে উত্তেজনার মুখোমুখি হয়। একদিকে পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাত এবং ইউক্রেন-রাশিয়া অচলাবস্থা; অন্যদিকে, ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য বাধা এবং বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থা হ্রাস। এই প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সভ্যতা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের দেশগুলোকে একটি একক প্ল্যাটফর্মে একত্রিত করে ঐকমত্যে পৌঁছনো সহজ কাজ ছিল না। ভারত এই দায়িত্বটি প্রশংসনীয়ভাবে পালন করেছে। ১৮তম শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে তাঁর ভাষণে





প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন যে, ব্রিকস একটি "পরিণত হয়ে ওঠার" জায়গায় পৌঁছেছে; কুড়ি বছরে পা দেওয়া মানুষের জীবনে ঠিক যেমন পরিপক্কতা ও দায়িত্বশীলতার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে, তেমনি ব্রিকসও এখন এমন একটি পর্যায়ে প্রবেশ করেছে, যেখানে আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে দায়িত্ববোধ একীভূত হচ্ছে। তিনি বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলেন যে, ব্রিকসের শক্তি নিহিত রয়েছে তার অন্তর্ভুক্তির দর্শনে — কারও বিরুদ্ধে কাজ করার পরিবর্তে একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়া। সদস্য দেশগুলি ঐকমত্য ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার মাধ্যমে এগিয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই দৃষ্টিভঙ্গি নতুন দিল্লি ঘোষণায় স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ঘোষণায় সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থহীন ও কঠোর ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, ২০২৫ সালের এপ্রিলে জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে এবং "শূন্য সহনশীলতা" ও দ্বিচারিতার নীতির অবসানের আহ্বান জানানো হয়েছে, এর পাশাপাশি সংবেদনশীল বিষয়গুলির ক্ষেত্রেও ভারসাম্যপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

> **"আমরা একটি অভিন্ন ভবিষ্যৎ ভাগ করে নিই; তাই, সেই ভবিষ্যৎ গড়ার অধিকারও সকলের ভাগ করে নেওয়া উচিত — কণ্ঠস্বর তোলা থেকে প্রভাব ফেলা পর্যন্ত এবং বিশেষাধিকার থেকে অংশীদারিত্ব পর্যন্ত।**
>
> *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

গাজা, লেবানন, সিরিয়া এবং সুদানের মতো সংবেদনশীল বিষয়গুলির ক্ষেত্রে সকল সদস্য রাষ্ট্রের বিভিন্ন জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্মান জানানো হয়েছে। এতে বিভিন্ন স্বার্থের দেশগুলো যে একটি যৌথ ঘোষণায় একমত হতে পেরেছে, তা ভারতের কূটনৈতিক পরিপক্কতারই প্রমাণ। ২০২৫ সালে রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনেও একই মনোভাবের প্রতিধ্বনি করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছিলেন যে, আন্তর্জাতিক



ভারতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন

- ২০২৬: ১২-১৩ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে ১৮তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করে ভারত। থিম ছিল " সহনশীলতা, উদ্ভাবন, সহযোগিতা এবং সুস্থায়ী উন্নয়নের জন্য নির্মাণ"। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২৫ সালের রিও শীর্ষ সম্মেলনে "মানবতা সর্বাগ্রে" এবং জন-কেন্দ্রিক পদ্ধতির নীতির উপর ভিত্তি করে এই দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছিলেন। ২০২৬ সালে ব্রিকস প্রতিষ্ঠার ২০ বছর পূর্ণ হয়েছে।
- ঘোষণাপত্রে ১৪০টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রধান বিষয়গুলির মধ্যে ছিল, রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান, ব্রিকস গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট টাস্ক ফোর্স, ব্রিকস কানেক্ট, ব্রিকস গ্রেইন এক্সচেঞ্জ, জলবায়ু পরিবর্তন ও প্যারিস চুক্তি এবং নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক।

- ২০২১: ১৩তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন ১৩তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন ২০২১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়। এর থিম ছিল "BRICS @15: ধারাবাহিকতা, সুসংহতকরণ এবং সহযোগিতার জন্য ঐকমত্য"।
- ঘোষণাপত্রে বহুপক্ষীয় ব্যবস্থার সংস্কার, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা এবং সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। উন্নয়ন লক্ষ্য এবং জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ বৃদ্ধি। ভারত ব্রিকসের কার্যকরী ব্যবস্থাকে সুগঠিত করেছে এবং ডিজিটাল স্বাস্থ্য সম্মেলন ও প্রথম ব্রিকস জল মন্ত্রীদের বৈঠকের মতো নতুন প্ল্যাটফর্ম চালু করেছে।

- ২০১৬: অষ্টম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন: অষ্টম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন ২০১৬ সালের ১৫-১৬ অক্টোবর গোয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। এর বিষয়বস্তু ছিল "সাড়াদানকারী, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং যৌথ সমাধান"।
- গোয়া ঘোষণা এবং কর্ম পরিকল্পনায় নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের কার্যক্রম শুরু এবং নবীকরণযোগ্য শক্তি প্রকল্পের জন্য এর প্রথম ঋণ প্রদানকে স্বাগত জানানো হয়েছে। এতে উন্নয়নশীল দেশগুলির অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে।

- ২০১২: চতুর্থ ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন: চতুর্থ ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন ২০১২ সালের ২৯ মার্চ নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এর বিষয়বস্তু ছিল "আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির জন্য ব্রিকস অংশীদারিত্ব"।
- আলোচনায় বিশ্ব অর্থনীতিতে অসম পুনরুদ্ধার, দেশগুলির মধ্যে ঋণের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি এবং সুস্থায়ী উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

বিংশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলি একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য অপ্রতুল ছিল এবং একটি বহুমেরু ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বিশ্ব ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাদের সংস্কার প্রয়োজন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, সময়ের সাথে সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য ব্রিকসের সম্প্রসারণ এই গোষ্ঠীর সক্ষমতাকে তুলে ধরছে। এই চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে সভাপতিত্বের সময় ভারত বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি এবং জলবায়ুর মতো ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যার লক্ষ্য হল, আন্তর্জাতিক অস্থিরতার মধ্যে ব্রিকসকে সহযোগিতা ও আস্থার প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা।



প্রধানমন্ত্রী মোদীর সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান দেখতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।

নয়াদিল্লি ঘোষণা: পরিবর্তনের জন্য ১৪০-দফা নীল-নকশা

১৮তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত 'নয়াদিল্লি ঘোষণা', যার বিষয়বস্তু ছিল সহযোগিতা ও সুস্থায়িত্বের জন্য সুস্থিতিশীল এবং উদ্ভাবন গড়ে তোলা, এতে দুই দশকের ব্রিকস অভিজ্ঞতা এবং ভারতের সভাপতিত্বকালে অনুষ্ঠিত ৪০০টিরও বেশি বৈঠকের ফলাফলকে একসূত্রে গাঁথা হয়েছে। এটি আন্তর্জাতিক শাসন সংস্কার থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য, কৃষি, প্রযুক্তি, জলবায়ু এবং সংস্কৃতি পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে ১৪০-অনুচ্ছেদের একটি বিস্তৃত নথি। ঘোষণার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল, রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার সম্পর্কে সদস্য দেশগুলির ঐক্য। চীন ও রাশিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘে বৃহত্তর ভূমিকা পালনের জন্য ভারত ও ব্রাজিলের আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাদের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছে, যার মধ্যে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদও অন্তর্ভুক্ত। ঘোষণায় জোর দেওয়া হয়েছে যে, বিংশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি বর্তমান বাস্তবতা প্রতিফলিত করে না, তাই ফলে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (আইএমএফ), বিশ্ব ব্যাঙ্ক এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লুটিও)-র মতো সংস্থাগুলির জন্য জরুরি সংস্কার অপরিহার্য।

সন্ত্রাসবাদের বিষয়ে ঘোষণার অবস্থান ছিল দ্ব্যর্থহীন। সদস্য দেশগুলি ২০২৫ সালের এপ্রিলে পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার তীব্র

> **উদ্ভাবন স্তম্ভের অধীনে, ব্রিকস ইনকিউবেটর নেটওয়ার্ক আমাদের স্টার্টআপ এবং ইনকিউবেটরগুলিকে সংযুক্ত করবে। আমরা ব্রিকস এমএসএমই সহযোগিতা পোর্টালও চালু করেছি, যাতে ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলিকে জ্ঞান, অর্থ এবং নতুন বাজারের সাথে যুক্ত করা যায়।**
>
> *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

নিন্দা জানিয়ে সকল প্রকার সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে এবং জোর দিয়েছে যে, সন্ত্রাসবাদকে কোনও ধর্ম, জাতীয়তা বা সভ্যতার সাথে যুক্ত করা উচিত নয়। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কোনও দ্বিমুখী নীতি গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ঘোষণায় নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক (এনডিবি)-এর দ্বিতীয় 'সোনালী দশক'-এ প্রবেশকে স্বাগত জানানো হয়েছে এবং ২০২৬ সালের মে মাসে মস্কোতে অনুষ্ঠিত এর ১১তম বার্ষিক বৈঠকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতের সভাপতিত্বে ব্রিকস-এনডিবি নলেজ পোর্টালও চালু করা হয়েছিল:



ভারতের ব্রিকস সভাপতিত্বের মূল স্তম্ভসমূহ

সুস্থিতিশীলতা

- আন্তর্জাতিক অনিশ্চয়তা, সরবরাহ শৃঙ্খলে ব্যাঘাত, স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ এবং জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলায় অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিশীলতা জোরদার করা।

উদ্ভাবন

- কার্যকর পরিষেবা প্রদান এবং ভবিষ্যতের উপযোগী অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে ডিজিটাল পাবলিক পরিকাঠামো, ফিনটেক, এআই এবং জ্ঞান ভাগাভাগির মতো ক্ষেত্রে নতুন ও উদীয়মান প্রযুক্তি প্রয়োগ করা।

সহযোগিতা

- নীতি সমন্বয়, উন্নয়ন অর্থায়ন, বাণিজ্য সহজীকরণ, বৈশ্বিক প্রাতিষ্ঠানিক শাসনে সংস্কার এবং জন-কেন্দ্রিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ব্রিকস সদস্যদের মধ্যে বহুপক্ষীয় একাত্মতাকে আরও গভীর করা।

সুস্থায়ী উন্নয়ন

- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অগ্রাধিকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জলবায়ু কার্যক্রম, সবুজ অর্থায়ন, শক্তি রূপান্তর এবং সুস্থায়ী উন্নয়নের দিকে সম্মিলিত প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত করা।

ব্রিকস ইন্ডিয়া ২০২৬ লোগো

ব্রিকস ২০২৬ লোগোটি ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার এক সুন্দর মেলবন্ধন। ফুলের পাপড়ির রঙগুলি সমস্ত ব্রিকস সদস্য দেশগুলির প্রাণবন্ত রঙকে প্রতিফলিত করে, যা সম্মিলিত শক্তি এবং ঐক্যের প্রতীক। কেন্দ্রে "নমস্তে" ভঙ্গিটি ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য, উষ্ণতা, সম্মান এবং সহযোগিতার প্রতীক। তিনটি প্রধান স্তম্ভও চিত্রিত করা হয়েছে...

- রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা সহযোগিতা
- অর্থনৈতিক ও আর্থিক অংশীদারিত্ব
- সংস্কৃতি এবং জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা

এটি সদস্য দেশগুলির উন্নয়ন অভিজ্ঞতা এবং সর্বোত্তম অনুশীলনগুলিকে একত্রিত করে। ব্রিকস পেমেন্ট টাস্ক ফোর্সের প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যও চুক্তি হয়েছে, যার লক্ষ্য আন্তঃসীমান্ত পেমেন্টকে দ্রুততর, সস্তা এবং আরও নিরাপদ করা।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কিত ঘোষণায় এটিকে অর্থনৈতিক এবং সুস্থায়ী উন্নয়নের জন্য একটি বড় সুযোগ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং এর নিরাপত্তা, অন্তর্ভুক্তি এবং বিশ্বাসযোগ্যতা সুনিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।



BRICS INDIA 2026

৩০টি শহরে ৪০০টিরও বেশি বৈঠকে ব্রিকস আলোচনা

ভারতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের সময়, দেশের ৩০টি শহরে আগে অনুষ্ঠিত ৪০০টি বৈঠকে ব্রিকস সদস্য দেশ এবং সংস্থাগুলির যে সিদ্ধান্ত ও ঐকমত্য হয়েছিল, তা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা সহযোগিতা, অর্থনৈতিক ও আর্থিক সহযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক ও মানুষের মধ্যে আদান-প্রদান সহযোগিতার তিনটি প্রধান স্তম্ভ হিসেবে রয়ে গেছে।

ভারতের সভাপতিত্বকালে ব্রিকসের বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্রে ৫০টিরও বেশি ফলাফল অর্জিত হয়েছে। এই ফলাফলগুলির মধ্যে অনেকগুলি প্ল্যাটফর্ম, কাঠামো এবং নির্দেশিকা হিসেবে প্রণয়ন করা হয়েছে, যার লক্ষ্য হল, ব্রিকস তৃতীয় দশকে প্রবেশ করার সাথে সহযোগিতা এবং অংশীদারিত্বকে উৎসাহিত করা।

বৈঠকে যে ঐকমত্য হয়েছিল, তা ব্রিকস নতুন দিল্লি ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নতুন দিল্লি ঘোষণায় ১৪০টি পয়েন্ট রয়েছে; এর মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে উপস্থাপন করা হল।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান দেখতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।

ব্রিকস নতুন দিল্লি ঘোষণার প্রধান বিষয়সমূহ

- **রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার:** রাষ্ট্রসঙ্ঘের সংস্কার এবং নিরাপত্তা পরিষদে উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ভারত এবং ব্রাজিলের বৃহত্তর ভূমিকা পালনের আকাঙ্ক্ষার প্রতি চীন ও রাশিয়া তাদের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছে।
- **সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান:** ২২ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী হামলার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদ, সন্ত্রাসবাদী অর্থের জোগান এবং নিরাপদ আশ্রয়স্থল সহ সব ধরনের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে "জিরো টলারেন্স" নীতি নিশ্চিত করা হয়েছে।
- **কিম্বারলি প্রক্রিয়ায় ভারতের সভাপতিত্ব:** ২০২৬ সালে কিম্বারলি প্রক্রিয়ায় ভারতের সভাপতিত্বকে স্বাগত জানানো হয়েছে; ব্রিকস কাঠামোর মধ্যে আফ্রিকার হীরা উৎপাদনকারী দেশগুলির সাথে সহযোগিতার প্রতি সমর্থন।
- **গিফট সিটিতে ব্রিকস রিস্ক ল্যাব:** ভারতের প্রস্তাবের ভিত্তিতে গুজরাটের গিফট সিটি আইএফএসসি-তে একটি ব্রিকস রিস্ক ল্যাব স্থাপনের বিষয়ে আরও আলোচনার জন্য সমর্থন।
- **গুরুত্বপূর্ণ ধাতুসমূহ:** গুরুত্বপূর্ণ ধাতুসমূহের জন্য নির্ভরযোগ্য, বৈচিত্র্যময় এবং সুস্থিতিশীল সরবরাহ শৃঙ্খল এবং সম্পদ-সমৃদ্ধ দেশগুলিতে মূল্য সংযোজনের উপর জোর।
- ভারতের সভাপতিত্বে চালু হওয়া ব্রিকস-এনডিবি নলেজ পোর্টাল হল উন্নয়নের অভিজ্ঞতা, সর্বোত্তম অনুশীলন এবং নীতি উদ্ভাবনের জন্য একটি যৌথ প্ল্যাটফর্ম।
- **অগ্রগতি ও উন্নয়ন বিষয়ক ব্রিকস টাস্ক ফোর্স:** ভারতের উদ্যোগে অগ্রগতি ও উন্নয়ন টাস্ক ফোর্স গঠন: উন্নয়ন মডেল, ডিজিটাল রূপান্তর, এআই এবং উন্নয়নে অর্থের জোগানে সহযোগিতার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম।

সদস্য দেশগুলি ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে এআই ইমপ্যাক্ট সামিট সফলভাবে আয়োজনের জন্য ভারতকে অভিনন্দন জানিয়েছে। আন্তর্জাতিক শাসন ব্যবস্থা নিয়ে অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী মোদীর উপস্থাপিত তিনটি প্রস্তাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল। তিনি আন্তর্জাতিক শাসন কাঠামোকে একটি পিরামিডের সাথে



- অগ্রগতি ও উন্নয়ন বিষয়ক ব্রিকস টাস্ক ফোর্স: ভারতের উদ্যোগে 'অগ্রগতি ও উন্নয়ন টাস্ক ফোর্স' গঠন; উন্নয়ন মডেল, ডিজিটাল রূপান্তর, এআই এবং উন্নয়ন অর্থায়নে সহযোগিতার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম।
- ব্রিকস-এনডিবি নলেজ পোর্টাল: ভারতের সভাপতিত্বে ব্রিকস-এনডিবি নলেজ পোর্টাল চালু; উন্নয়নের অভিজ্ঞতা, সর্বোত্তম অনুশীলন এবং নীতি উদ্ভাবনের জন্য একটি যৌথ প্ল্যাটফর্ম।
- ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার: ব্রিকস দেশগুলির মধ্যে ডিপিআই সমাধানের জন্য একটি ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (ডিপিআই) ভাণ্ডার এবং পাইলট প্রকল্প চালু করার প্রস্তাব।
- এআই সহযোগিতা: অর্থনৈতিক ও সুস্থায়ী উন্নয়নের জন্য এআই-কে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে স্বীকৃতি; নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক, বিশ্বাসযোগ্য এবং সহজলভ্য এআই-এর জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উপর জোর। ভারতের এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬-কে স্বাগত।
- নিমহ্যান্স-এর সাথে মানসিক স্বাস্থ্য নেটওয়ার্ক: ব্রিকস সেন্টার অফ এক্সিলেন্স নেটওয়ার্কের সমন্বয়কারী হিসেবে নিমহ্যান্স-কে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সমর্থন, যা মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে গবেষণা ও নীতি সহযোগিতার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম।
- ব্রিকস এসএমই ফোরাম, আগ্রা: ভারতের সভাপতিত্বে আগ্রায় প্রথম ব্রিকস এসএমই ফোরামের আয়োজন; এমএসএমই-র অর্থ ও প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকার বাড়ানোর উপর জোর।
- সৌর ফটোভোল্টেইক সহযোগিতা: ব্রিকস সৌর ফটোভোল্টেইক সহযোগিতা রোডম্যাপ তৈরির জন্য সমর্থন; প্রযুক্তি, অর্থ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা।
- ব্রিকস শিল্প দক্ষতার জন্য ভারত কেন্দ্র: ব্রিকস শিল্প দক্ষতার জন্য ভারত কেন্দ্র (আইসিবিআইসি) প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত।
- ব্রিকস ইনকিউবেটর নেটওয়ার্ক: ব্রিকস ইনকিউবেটর নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা এবং ব্রিকস স্টার্টআপ ইনোভেশন ফান্ডের আরও বিবেচনাকে স্বাগত।
- কর সহযোগিতা: ভারতের সভাপতিত্বে ব্রিকস কর কর্তৃপক্ষের মধ্যে সহযোগিতার জন্য নতুন ওয়ার্কিং গ্রুপ; কর সহায়তা নেটওয়ার্ক এবং ট্যাক্স ক্রস-লার্নিং ল্যাবের উদ্যোগ।
- নারীদের ডিজিটাল সক্ষমতা বৃদ্ধি: ব্রিকস নারীদের ডিজিটাল সক্ষমতা বৃদ্ধির নির্দেশিকাকে স্বাগত; ভারতের উদ্যোগে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য সেরা অনুশীলনের একটি ডিজিটাল ভান্ডার।
- ঐতিহ্যবাহী এবং দেশীয় জ্ঞান: ভারতের উদ্যোগে ঐতিহ্যবাহী এবং দেশীয় জ্ঞান ব্যবস্থায় শিক্ষা-সংক্রান্ত সহযোগিতার জন্য নির্দেশক নীতিগুলিকে স্বাগত।
- শিক্ষা ও দক্ষতা: শিক্ষা, ডিজিটাল সাক্ষরতা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং কর্মশক্তির প্রস্তুতি জোরদার করার উপর গুরুত্ব; সহযোগিতার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্রিকস-টিসিএ-কে স্বীকৃতি দেওয়া।
- ব্রিকস কানেক্ট: সক্ষমতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং নতুন প্রযুক্তি/দক্ষতার জন্য ব্রিকস কানেক্ট গ্রহণ; দূরবর্তী কর্মসংস্থানের জন্য একটি আন্তর্জাতিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের উদ্যোগ।

তুলনা করেন, যেখানে শীর্ষে কেন্দ্রীভূত রয়েছে ক্ষমতা, আর একেবারে নীচে রয়েছে সিদ্ধান্তে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলি, কিন্তু রূপায়িত করার সক্ষমতা তাদের নেই। এই 'বিশেষ অধিকারের পিরামিড'কে 'অংশীদারিত্বের মঞ্চে' পরিণত করার জন্য তিনি তিনটি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে একটি ব্রিকস সংস্কার রোডম্যাপ প্রণয়নের প্রস্তাব দেন: প্রতিনিধিত্ব, দায়বদ্ধতা এবং বিধি-প্রণয়ন।



- **ব্রিকস রিমোট সেন্সিং স্যাটেলাইট কনস্টেলেশন:** রিমোট সেন্সিং স্যাটেলাইট কনস্টেলেশনের সাফল্যকে স্বাগত; ব্রিকস স্পেস কাউন্সিলের দিকে অগ্রগতি এবং নতুন মহাকাশ সংস্থাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা।
- **তথ্য প্রযুক্তি ও সাইবার অপরাধ:** একটি নিরাপদ, স্থিতিশীল এবং আন্তঃপরিচালনাযোগ্য আইসিটি পরিবেশের উপর জোর; সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসঙ্ঘের কনভেনশন বাস্তবায়নে সহযোগিতা।
- **সাইবার নিরাপত্তা ও ডিপফেক:** সাইবার অপরাধ, ভুল তথ্য, বিভ্রান্তিমূলক তথ্য, ঘৃণামূলক বক্তব্য এবং ডিপফেকের মতো ডিজিটাল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সহযোগিতা।
- **স্থানীয় মুদ্রায় লেনদেন:** ব্রিকস দেশগুলির মধ্যে আন্তঃসীমান্ত লেনদেনকে দ্রুত, কম খরচে, নিরাপদ এবং সহজলভ্য করার প্রচেষ্টা; স্থানীয় মুদ্রায় বাণিজ্য নিষ্পত্তি নিয়ে আলোচনা চলছে।
- **নিষ্পত্তি ও ডিপোজিটরি পরিকাঠামো:** নিষ্পত্তি ও ডিপোজিটরি সিস্টেমের উপর প্রযুক্তিগত কর্মশালার সূত্র ধরে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা।
- **এমএসএমই-র জন্য ইনভয়েস ডিসকাউন্টিং:** 'জয়পুর ঐকমত্য'-র অধীনে ব্রিকস-এর মধ্যে একটি ইনভয়েস ডিসকাউন্টিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উপর অধ্যয়ন; লক্ষ্য এমএসএমই-গুলিকে কার্যকরী মূলধন প্রদান।
- **বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খল:** ব্রিকস বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খলকে সুস্থিতিশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করার উপর জোর, একই সাথে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে উচ্চ-মূল্য ক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।
- **ব্রিকস শস্য বিনিময়:** একটি শস্য বাণিজ্য প্ল্যাটফর্ম/ব্রিকস শস্য বিনিময় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়ে আরও আলোচনা; অন্যান্য কৃষি পণ্য ও দ্রব্য অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সম্প্রসারণের সম্ভাবনা।
- **ব্রিকস এগ্রিন:** কৃষি উপকরণ, জেনেটিক সম্পদ এবং তথ্যের জন্য ব্রিকস এগ্রিন প্রতিষ্ঠার চুক্তি; বীজ ব্যবস্থায় কৃষকদের অধিকার বিষয়ক বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্মকে স্বাগত।
- **জ্বালানি নিরাপত্তা:** জ্বালানি নিরাপত্তা, স্থিতিশীল জ্বালানি বাজার এবং সুস্থিতিশীল জ্বালানি পরিকাঠামোর উপর জোর; ব্রিকস যুব জ্বালানি শীর্ষ সম্মেলনকে স্বাগত।
- **স্মার্ট গ্রিড এবং জ্বালানি সঞ্চয়:** স্মার্ট গ্রিড এবং জ্বালানি সঞ্চয় সম্পর্কিত ব্রিকস নির্দেশক নীতিগুলিকে স্বাগত, স্মার্ট গ্রিড এবং জ্বালানি সঞ্চয়ের জন্য একটি ডিজিটাল সেন্টার অফ এক্সিলেন্সের উদ্যোগ।
- **জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্যারিস চুক্তি:** প্যারিস চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন, অভিযোজন, ক্ষয়ক্ষতি এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য জলবায়ু অর্থায়নের উপর জোর।

জোটের মধ্যে ধারাবাহিকতা সুনিশ্চিত করতে তিনি একটি 'ব্রিকস ধারাবাহিকতা ও বাস্তবায়ন ব্যবস্থা'র প্রস্তাব দেন, যা সভাপতিত্বের বার্ষিক পরিবর্তন সত্ত্বেও সিদ্ধান্তগুলির নজরদারি ও কার্যকর করার ক্ষেত্রে যে কোনও বাধা প্রতিরোধ করতে পারবে। উপরন্তু, সামুদ্রিক কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তিনি 'নাবিকদের জন্য জরুরি সহায়তা নেটওয়ার্ক' প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দেন। ঘোষণাপত্রের সমাপ্তিতে সদস্য দেশগুলি নয়াদিল্লিতে সফল অনুষ্ঠানের জন্য ভারত সরকার ও জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং ২০২৭ সালে ১৯তম শীর্ষ সম্মেলনের সভাপতিত্ব ও আয়োজনের জন্য চীনকে তাদের পূর্ণ সমর্থন জানায়।



- **ব্রিকস কার্বন মার্কেটস পার্টনারশিপ:** ব্রিকস কার্বন মার্কেটস পার্টনারশিপের মাধ্যমে কার্বন বাজার সম্পর্কিত সহযোগিতা, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার জন্য সহায়তা।
- **আন্তর্জাতিক বিগ ক্যাটস অ্যালায়েন্স:** আন্তর্জাতিক বিগ ক্যাটস অ্যালায়েন্স গঠনে ভারতের উদ্যোগের উল্লেখ এবং 'বড় বিড়াল' সংরক্ষণে ব্রিকস দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতার আহ্বান।
- **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা:** দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সহযোগিতা; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দেশিকা, আগাম সতর্কতা ডেটা একীকরণ এবং জলবায়ু-সহনশীল শহুরে পরিকাঠামোর জন্য স্বেচ্ছামূলক নীতিগুলিকে স্বাগত।
- **সুস্থায়ী পরিবহন:** সুস্থায়ী বিমান জ্বালানি, পরিবহন ডি-কার্বনাইজেশন এবং একটি ব্রিকস আরবান মবিলিটি হাব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে স্বাগত; একটি লজিস্টিক সাপ্লাই-চেইন সহযোগিতা কাঠামো অন্তর্ভুক্ত করা।
- **নগরায়ন ফোরাম:** নয়াদিল্লিতে ব্রিকস নগরায়ন ফোরাম ও মন্ত্রী পর্যায়ের ঘোষণাকে স্বাগত; ব্রিকস আরবান রিসার্চ অ্যান্ড নলেজ নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা।
- **স্বাস্থ্য ও যক্ষ্মা:** সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে সহযোগিতা; যক্ষ্মা গবেষণা, প্রযুক্তি ভাগাভাগি এবং সুসংহত আগাম সতর্কতা ব্যবস্থার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট উপ-কর্মীগোষ্ঠী গঠন।
- **নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক:** এনডিবি-র ভূমিকা শক্তিশালী করা, স্থানীয় মুদ্রায় অর্থায়ন বৃদ্ধি, তহবিলের উৎসের বৈচিত্র্যকরণ এবং গ্লোবাল সাউথে পরিকাঠামো বিনিয়োগ বৃদ্ধির উপর জোর।
- **ভারতের সভাপতিত্ব এবং চীনের প্রতি সমর্থন:** ব্রিকস ভারতের ২০২৬ সালের সভাপতিত্বের প্রশংসা করেছে এবং নয়াদিল্লি শীর্ষ সম্মেলন আয়োজনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। ২০২৭ সালে ব্রিকস-এর সভাপতিত্ব এবং চীনে ১৯তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন আয়োজনের জন্য চীনকে পূর্ণ সমর্থন জানানো হয়েছে।

তিরিশটি শহর, চারশো বৈঠক: নয় মাস নিবিড় আলোচনা

১ জানুয়ারি, ২০২৬-এ সভাপতিত্ব গ্রহণের পর ভারত পুরো বছরের জন্য একটি সূক্ষ্মভাবে পরিকল্পিত ক্যালেন্ডার অনুযায়ী কাজ শুরু করে। উদ্দেশ্য ছিল, ব্রিকস সহযোগিতাকে কেবল দুই দিনের মধ্যে শীর্ষ সম্মেলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে প্রতিটি মন্ত্রক, ক্ষেত্র ও সমাজের প্রতিটি স্তরে ছড়িয়ে দেওয়া। এক বছরের পরিক্রমায় মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক থেকে শুরু করে কর্মশালা, ফোরাম এবং সম্মেলন, দেশের তিরিশটি শহর জুড়ে চারশোরও বেশি বৈঠক ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।



শীর্ষ সম্মেলনের আগের সপ্তাহগুলিতে অনুষ্ঠিত মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকগুলি এই সভাপতিত্বের দিকনির্দেশ নির্ধারণ করে। চেন্নাইয়ে ১৪তম ব্রিকস বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন (এসটিআই) মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে 'চেন্নাই ঘোষণা' অনুমোদিত হয়, যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, কোয়ান্টাম প্রযুক্তি এবং জৈবপ্রযুক্তির মতো ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি একটি ব্রিকস বিজ্ঞান ও গবেষণা ভাণ্ডার তৈরি করে। ৭ আগস্ট ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত শিক্ষামন্ত্রীদের ১৩তম বৈঠকে শিক্ষায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নৈতিক ব্যবহার সংক্রান্ত একটি চুক্তিতে পৌঁছনো হয়, সেইসঙ্গে প্রাথমিক শৈশব শিক্ষা এবং মৌলিক সাক্ষরতার উন্নতির প্রচেষ্টাও করা হয়। ১৮ আগস্ট নয়াদিল্লিতে পরিবেশ মন্ত্রীদের ১২তম বৈঠকে ভারত চারটি মূল অগ্রাধিকারের কথা তুলে ধরা হয়: সুস্থায়ী জীবনধারা, বনায়ন, বৃত্তাকার অর্থনীতি এবং জলবায়ু অভিযোজন। ২১ আগস্ট জয়পুরে পর্যটন মন্ত্রীদের বৈঠকে 'জয়পুর ঘোষণা' গৃহীত হয়, যেখানে পর্যটনে প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সুস্থায়ী পর্যটনের প্রচারের উপর জোর দেওয়া হয়। ২২ আগস্ট বিশাখাপত্তনমে যুব মন্ত্রীদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে প্রতিনিধিরা 'এক পেড় মা কে নাম' অভিযানের অধীনে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতেও অংশ নেন।

২৩ জুলাই চণ্ডীগড়ে অনুষ্ঠিত ব্রিকস স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের ১৬তম বৈঠকটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল; এতে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা, যক্ষ্মা নির্মূল এবং অতিমারীর জন্য আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা নিয়ে চুক্তি হয়। সেইসঙ্গে নিমহ্যান্স-এর সমন্বয়ে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক একটি নতুন নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার

> **"প্রযুক্তি এবং গুরুত্বপূর্ণ ধাতুগুলিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার আমাদের সম্মিলিত অগ্রগতিতি বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। সেই কারণেই আমরা প্রযুক্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তির উপর জোর দিয়েছি।**
>
> *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

সিদ্ধান্ত। ইন্দোরে অনুষ্ঠিত কৃষিমন্ত্রীদের বৈঠকে কৃষক-কেন্দ্রিক 'BRICS AGRIN' (কৃষি-উপকরণ, জেনেটিক সম্পদ এবং তথ্য নেটওয়ার্ক) প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ঐকমত্য হয়। কোচিতে মহিলা মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক, ভোপালে সংস্কৃতি মন্ত্রীদের বৈঠক (যেখানে 'ভোপাল ঘোষণা' গৃহীত হয়), নাগপুরে পরিবহন মন্ত্রীদের বৈঠক এবং আগ্রায় প্রথম ব্রিকস ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (এসএমই) ফোরামে সম্মিলিতভাবে ভারতের সভাপতিত্বের ব্যাপক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রকৃতি তুলে ধরা হয়।

১১ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ব্রিকস বিজনেস ফোরাম ছিল এখন পর্যন্ত এই ধরনের বৃহত্তম ফোরাম। সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী উল্লেখ করেন যে, গত বিশ বছরে যেখানে বিশ্বব্যাপী জিডিপি প্রায় আড়াই গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে,

আমরা বিশ্বাস করি যে, ব্রিকসের মধ্যে তৈরি সমাধানগুলির সুবিধা কেবল এই জোটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়; গ্লোবাল সাউথের চাহিদা মেটাতে সেগুলিকে মানানসই এবং সহজলভ্য করা উচিত।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

সেখানে ব্রিকস দেশগুলির সম্মিলিত জিডিপি বেড়েছে সাড়ে চার গুণ; এর অর্থ হল, ব্রিকস ব্লকের অর্থনৈতিক শক্তি বিশ্বের বাকি অংশের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতের ইকোসিস্টেমের কথা তুলে ধরে — যার মধ্যে রয়েছে ২,০০,০০০-এরও বেশি স্টার্টআপ, ১২০-রও বেশি ইউনিকর্ন, ইউপিআই-এর মতো ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং ২০১৪ সাল থেকে প্রায় ৪০টি দেশের সাথে স্বাক্ষরিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি — তিনি ব্রিকস বিজনেস কাউন্সিলকে বাণিজ্য বাধার উপর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করতে, ১০০টি স্টার্টআপকে অন্যান্য বাজারে সম্প্রসারণে সহায়তা করতে এবং ১,০০০টি নতুন বিজনেস-টু-বিজনেস অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে আহ্বান জানান।

শীর্ষ সম্মেলন থেকে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক: প্রধানমন্ত্রী মোদীর অতি সক্রিয় কূটনীতি

শীর্ষ সম্মেলনের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী মোদী অসংখ্য দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের মাধ্যমে বিশ্ব নেতাদের সাথে আরও ভালো সমন্বয় গড়ে তোলেন, যা ভারতের সভাপতিত্বকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। ১২ সেপ্টেম্বর চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং-এর সাথে বৈঠকে, উভয় নেতাই ২০২৫ সালের আগস্টে তিয়ানজিন বৈঠকের পর থেকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে অগ্রগতিকে স্বাগত জানান। সীমান্ত এলাকায় শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্রমাগত উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করে প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন যে, উভয় পক্ষেরই "পারস্পরিক শ্রদ্ধা, পারস্পরিক সংবেদনশীলতা এবং পারস্পরিক স্বার্থ" এই তিনটি নীতির মাধ্যমে চালিত হওয়া উচিত।"

১৩ সেপ্টেম্বর, প্রধানমন্ত্রী কাজাখস্তানের প্রেসিডেন্ট কাসিম-জোমার্ট তোকায়েভের সাথে সাক্ষাৎ করে রাজনীতি, বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা, জ্বালানি এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজগুলির মতো ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা পর্যালোচনা করেন। একই দিনে, উগান্ডার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেসিকা রোজ ইপেল আলুপোর সাথে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী উগান্ডার "ভিশন ২০৪০"-এর প্রতি ভারতের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন, অন্যদিকে, নাইজেরিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট কাশিম শেট্টিমার সাথে মুস্তাফার সাথে বৈঠকের সূত্রে বাণিজ্য,





জ্বালানি, কৃষি এবং ডিজিটাল প্রযুক্তি সহ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ভারত-নাইজেরিয়া কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করার জন্য একটি চুক্তি হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসার সাথে বৈঠকে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে চিতা সফলভাবে স্থানান্তরের বিষয়টি তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং দেশটিকে আন্তর্জাতিক বিগ ক্যাট অ্যালায়েন্সে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানান। আফ্রিকান ইউনিয়নের চেয়ারপারসন এবং বুরুন্ডির প্রেসিডেন্ট এভারিস্তে এনদাইশিমিয়ের সাথে আলোচনার সময় চতুর্থ ভারত-আফ্রিকা ফোরাম শীর্ষ সম্মেলন আয়োজনের বিষয়ে আলোচনা করেন এবং ইবোলা প্রাদুর্ভাব মোকাবিলায় আফ্রিকান ইউনিয়নের নেতৃত্বের প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী।

এই সমস্ত বৈঠকের মধ্যে একটি সাধারণ সূত্র ছিল: গ্লোবাল সাউথের কণ্ঠস্বরকে জোরালোভাবে তুলে ধরার এবং একটি বহুমেরু, অন্তর্ভুক্তিমূলক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার দিকে একসাথে কাজ করার জন্য ভারতের আহ্বান। এই সূত্রটিই শীর্ষ সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক অধিবেশনগুলিকে দ্বিপাক্ষিক কূটনীতির উষ্ণতার সাথে যুক্ত করেছিল।

এই দ্বিপাক্ষিক বৈঠকগুলোর পরে, অনেক নেতা এই অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ভারতের প্রশংসা করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি সিরিল রামাফোসা উষ্ণ আতিথেয়তা এবং শীর্ষ সম্মেলনের সফল আয়োজনের জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। নয়াদিল্লি ঘোষণাপত্রে সমস্ত সদস্য দেশ সম্মিলিতভাবে ভারতের সভাপতিত্বের প্রশংসা এবং নয়াদিল্লিতে ১৮তম শীর্ষ সম্মেলন সফলভাবে আয়োজনের জন্য ভারত সরকার এবং ভারতের জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

> **গ্লোবাল সাউথ বিশ্ব সঙ্কটের মোকাবিলায় সামনের সারিতে থাকলেও, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় পিছিয়ে রয়েছে। আমাদের 'বিশেষ সুবিধার পিরামিড'কে 'অংশীদারিত্বের মঞ্চে' রূপান্তরিত করতে হবে।**
>
> *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

'নমস্তে'-র প্রতিধ্বনি: সংস্কৃতির মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ ব্রিকস পরিবার

সভাপতিত্বকালে ভারত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের মতোই সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানকেও সমান গুরুত্ব দিয়েছে। ভোপালে অনুষ্ঠিত ১১তম ব্রিকস সংস্কৃতি মন্ত্রীদের বৈঠকে গৃহীত 'ভোপাল ঘোষণাপত্রে' সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, জাদুঘর ও আর্কাইভের মধ্যে সহযোগিতা এবং শিল্পীদের জন্য একটি যৌথ রেজিস্ট্রির মতো উদ্যোগের বিষয়ে ঐকমত্য হয়।

এছাড়াও ব্রিকস সাংস্কৃতিক উৎসব, থিয়েটার উৎসব এবং চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন সদস্য দেশগুলোর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য প্রদর্শনের জন্য একটি মঞ্চ প্রদান করেছিল। ব্রিকস সহযোগিতার বিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে যুব উদ্যোক্তা নামে দুটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করা হয়।



‘ব্রিকস: দুই দশকের সহযোগিতা, ২০০৬-২০২৬’ — শিরোনামের দু’টি ডাকটিকিট ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এ নয়াদিল্লিতে প্রকাশ করা হয়। প্রথম ডাকটিকিটটি পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সংহতির মঞ্চ হিসেবে ব্রিকসের উত্থানকে তুলে ধরেছে, আর দ্বিতীয়টি তুলে ধরেছে ভারতের সভাপতিত্বের লোগো এবং ‘মানবতা প্রথম’ ও ‘জন-কেন্দ্রিক’ দৃষ্টিভঙ্গিকে।

এই বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলনে ভারত বিদেশী অতিথিদের স্থানীয় সংস্কৃতি ও শিল্পকে প্রতিফলিত করে এমন স্মারক উপহার দেয়। এর মধ্যে ছিল ‘এক জেলা এক পণ্য’ (ওডিওপি) উদ্যোগের অধীনে তৈরি পশমিনা শাল, বারাণসীর সিল্ক ব্রোকেড, কনৌজের সুগন্ধী, রাজস্থানের মীনাকারি এবং খাদি পণ্য।

যুব উৎসাহ এবং নারী নেতৃত্ব: ব্রিকসের মানবিক মুখ

ভারতের সভাপতিত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল, ব্রিকস সহযোগিতাকে সীমার বাইরে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ, সরকারি

“

বিশ্ব বাণিজ্য তখনই এগোতে পারে, যখন সমুদ্রপথ নিরাপদ থাকবে, সরবরাহ পথ খোলা থাকবে এবং নাবিকরা নিরাপদ থাকবে। ভারত নৌ চলাচলের স্বাধীনতা এবং নাবিকদের নিরাপত্তার একজন দৃঢ় সমর্থক।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

মহল থেকে বের করে এটিকে সাধারণ নাগরিকদের — বিশেষ করে যুবক এবং মহিলাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া।

যুব অংশগ্রহণ: ২২ আগস্ট, ২০২৬-এ বিশাখাপত্তনমে অনুষ্ঠিত ব্রিকস যুব মন্ত্রীদের বৈঠকে শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থান এবং যুব উদ্যোগের ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির ব্যাপারে সহমত হয়েছিল।



যুব নেতৃত্বকে উৎসাহিত করা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যুবদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উপরও জোর দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে, প্রতিনিধিরা 'এক পেড় মা কে নাম' প্রচারাভিযানের অধীনে একটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন — এই প্রতীকী সৌজন্য পরিবেশ চেতনাকে আবেগের সাথে যুক্ত করেছে। নয়াদিল্লি ঘোষণাপত্রে ব্রিকস যুব কাউন্সিল এবং ব্রিকস যুব শীর্ষ সম্মেলনের ভূমিকাকেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়, যেখানে শিক্ষা, দক্ষতা, উদ্যোক্তা, স্বাস্থ্য এবং পরিবেশের মতো ক্ষেত্রে যুবদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর আহ্বান জানানো হয়েছে। এছাড়াও, ব্রিকস যুব সহযোগিতা কাঠামোয় যে অগ্রগতি হয়েছে, তাকে স্বাগত জানানো হয়েছে।

নারী নেতৃত্ব: কোচিতে অনুষ্ঠিত ব্রিকস নারী মন্ত্রীদের বৈঠক নারী-নেতৃত্বাধীন উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গির উপর নজর দেওয়া হয় এবং নারীদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং সামাজিক রূপান্তরের চালিকা শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বৈঠকে নারীদের ডিজিটাল সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ব্রিকস নির্দেশিকা তৈরিকে স্বাগত জানানো হয়। এছাড়াও, ভারতের প্রায় ২০০ জন নারী ব্যবসায়ী নেত্রী ব্রিকস উইমেন বিজনেস অ্যালায়েন্স-এর ২০২৬ সালের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন, যা নারী-নেতৃত্বাধীন উদ্যোগগুলির জন্য অর্থ, বাজার, প্রযুক্তি এবং দক্ষতা উন্নয়নে প্রবেশাধিকার উন্নত করার লক্ষ্যে একটি উদ্যোগ।

> **মহামারী, জলবায়ু বিপর্যয় এবং সরবরাহ শৃঙ্খলে বিঘ্ন প্রমাণ করেছে যে, আজকের আন্তঃসংযুক্ত বিশ্বে, কোনও সঙ্কটই একটি অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। তাই আমরা ব্রিকস গোষ্ঠীর মধ্যে সঙ্কটের বিরুদ্ধে সুস্থিতিশীলতা বাড়ানোর উপর বিশেষ জোর দিয়েছি।**
>
> *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

তারুণ্যের উৎসাহ এবং নারী নেতৃত্বের এই প্রদর্শন থেকে বোঝা যায় যে, ভারতের সভাপতিত্বে ব্রিকস কূটনীতি ও অর্থনীতির একটি মঞ্চের বাইরেও বিকশিত হয়েছে; এটি সেই লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছেছে, যারা এই গোষ্ঠীর প্রকৃত ভবিষ্যৎ-কে প্রতিনিধিত্ব করবে।

কুড়ি বছর আগে ভারত সহ চারটি দেশ যখন প্রথম ব্রিক-এর কল্পনা করেছিল, তখন খুব কম লোকই ভাবতে পেরেছিলেন যে, এই গোষ্ঠীটি একদিন বিশ্বের অর্ধেক জনসংখ্যা এবং এর অর্থনীতির ৪০ শতাংশের প্রতিনিধিত্বকারী একটি মঞ্চে পরিণত হবে।

২০১৪ সালের পর এই আন্তর্জাতিক ফোরামগুলির সভাপতিত্ব গ্রহণ ভারতের

- ২০১৬: ব্রিকস-এ ভারতের সভাপতিত্ব।
- ২০১৮: ১ জানুয়ারি, ২০১৮ থেকে শুরু করে দুই বছরের জন্য আন্তর্জাতিক থার্মোনিউক্লিয়ার এক্সপেরিমেন্টাল রিঅ্যাক্টর (আইটিইআর) কাউন্সিলের সভাপতিত্ব গ্রহণ ভারতের।
- ২০১৮-২০২০: আইএসএ অ্যাসেম্বলির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন ভারতের; সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে ফ্রান্স।
- ২০১৯: কিম্বার্লি প্রসেসের সভাপতিত্ব গ্রহণ ভারতের।
- ২০১৯-২০২০ (জিএফডিআরআর): গ্লোবাল ফ্যাসিলিটি ফর ডিজাস্টার রিডাকশন অ্যান্ড রিকভারি (জিএফডিআরআর)-এর কনসালটেটিভ গ্রুপের সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে ভারত।
- ২০২০-২০২১: হু এক্সিকিউটিভ বোর্ডের সভাপতিত্ব ভারতের; চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ডঃ হর্ষ বর্ধন।
- ২০২০-২০২১: ভারত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-র গভর্নিং বডির সভাপতিত্ব গ্রহণ করে।
- ২০২০-২০২২: ভারত এবং ফ্রান্স আইএসএ অ্যাসেম্বলির সভাপতি এবং সহ-সভাপতি হিসেবে পুনরায় নির্বাচিত হয়।
- ২০২১: জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ব্রিকস-এর সভাপতিত্ব ভারতের।
- ২০২১: ভারত ২০২১ সালের আগস্টে ইউএনএসসি-এর সভাপতিত্ব করে।
- ২০২২: ২০২২ সালের ডিসেম্বরে ইউএনএসসি-র সভাপতিত্ব ভারতের।
- ২০২২-২০২৩: ভারত ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২২ থেকে ৪ জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা (এসসিও)-র সভাপতিত্ব করে।
- ২০২২-২০২৪: ভারত আন্তর্জাতিক সৌর জোট (আইএসএ) অ্যাসেম্বলির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে।
- ২০২২-২০২৩: ১ ডিসেম্বর, ২০২২ থেকে ৩০ নভেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত জি২০-র সভাপতিত্ব ভারতের।
- ২০২৩: ভারত ২০২৩ সালে ওয়াসেনার অ্যারেঞ্জমেন্টের প্লেনারি চেয়ারম্যানশিপ গ্রহণ করে। ২০১৭ সালে এই গোষ্ঠীর সদস্য হয়েছিল ভারত।
- ২০২৪-২০২৬: ২০২৪-২৬ মেয়াদের জন্য আইএসএ অ্যাসেম্বলির সভাপতিত্ব করে ভারত।
- ২০২৪-২০২৬: ভারত ২৯ মে, ২০২৪ তারিখে প্রথমবারের মতো ২০২৪-২৬ মেয়াদের জন্য কলম্বো প্রসেসের চেয়ারম্যানশিপ গ্রহণ করে।
- ২০২৪-২০২৫: ভারত ২০২৪ সালের জুলাই মাসে এশিয়ান ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস সেন্টারের চেয়ারম্যানশিপ গ্রহণ করে।
- ২০২৬: ২০২৬ সালের জন্য কাউন্সিল অফ মেম্বার স্টেটস অফ দ্য ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ইলেক্টোরাল অ্যাসিস্ট্যান্স-এর সভাপতিত্ব গ্রহণ করে ভারত।
- ২০২৬: ১ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে ভারত চতুর্থবারের মতো ব্রিকস-এর সভাপতিত্ব গ্রহণ করে।

এই যাত্রায় ২০২৬ সালে ভারতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১৮তম শীর্ষ সম্মেলন একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে — এটি একটি মুহূর্ত, যাকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই গোষ্ঠীর "পরিণত হয়ে ওঠা" হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ভারতের সভাপতিত্বকালে দায়িত্বগুলিকে আকাঙ্ক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়েছিল এবং সম্মিলিত শক্তিকে বাস্তব, ব্যবহারিক ফলাফলে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। বছরব্যাপী ৪০০টিরও বেশি বৈঠক, কয়েক ডজন ঘোষণা এবং অসংখ্য উদ্যোগের মাধ্যমে ভারত প্রমাণ করেছে যে, ব্রিকস সহযোগিতা সরকারের বাইরেও বিস্তৃত হয়ে কৃষক, নারী, যুবক, উদ্যোক্তা এবং গবেষকদের কাছে পৌঁছেছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একটি স্পষ্ট ও দৃঢ় অবস্থান, বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কারের জন্য জোরালো দাবি, গাজা, সুদান এবং সিরিয়ার মতো সংবেদনশীল বিষয়ে ভারসাম্যপূর্ণ কূটনীতি, তার সাথে ভবিষ্যৎ-মুখী ক্ষেত্র, যেমন নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং জলবায়ু সহযোগিতায় সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ — এই সমস্ত উপাদান একত্রিত হয়ে 'নয়াদিল্লি ঘোষণা'কে একটি ঐতিহাসিক দলিলে পরিণত করেছে। ভারতের সভাপতিত্বে ব্রিকস ২০২৬ কেবল একটি সফল শীর্ষ সম্মেলন হিসেবেই নয়, বরং মানবতার জন্য সমন্বয়, সম্প্রীতি এবং সম্মিলিত দায়িত্বের একটি অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। ২০২৭ সালে নেতৃত্বের দায়িত্ব চীনের হাতে সমর্পিত হবে। তবে এই বছর ভারত যে মানদণ্ড এবং আস্থা স্থাপন করেছে, তা আগামী বছরগুলিতে ব্রিকস-এর দিকনির্দেশ এবং গতিপথকে রূপ দিতে থাকবে।



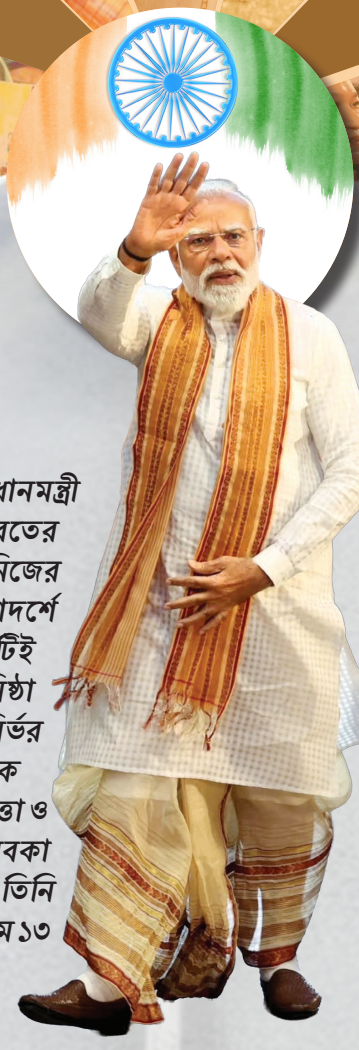
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঃ 25 বছরের সুশাসন

২৫ বছরের এক যাত্রা

দৃঢ় সিদ্ধান্ত এবং প্রতিকূলতার মাঝে রূপান্তরে নিবেদিত







স্বাধীন ভারতে এক সাধারণ পরিবারে জন্ম নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী "সেবাই সংকল্প" কে এক নতুন ভারতের পথপ্রদর্শক নীতিতে পরিণত করেছেন। দেশকে নিজের পরিবার মনে করে প্রধানমন্ত্রী মোদী একটিমাত্র আদর্শে পরিচালিত হন – দেশই প্রথম। তাঁর সরকার একটিই পবিত্র গ্রন্থ অনুসরণ করেঃ সংবিধান। এর একটিই নিষ্ঠা – ভারতের প্রতি নিষ্ঠা। এটা একটাই শক্তির ওপর নির্ভর করে – জনগণের শক্তি। এবং এটা একটিই মৌলিক মূল্যবোধ বহন করে -১৪০ কোটি ভারতীয়ের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি। তাঁর সরকারের পথনির্দেশক মন্ত্র হলোঃ "সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস।" তিনি সুশাসনের এই দর্শনকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন – প্রথম ১৩ বছর গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এবং এখন ১২ বছর ধরে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে – দেশকে এক নতুন পথে চালিত করে। তিনি ২০০১ সালের ৭ অক্টোবর গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং এই মাইলফলকটি তাঁর সেবা ও নিষ্ঠার অবিচ্ছিন্ন যাত্রার ২৫ বছর পূর্ণ করলো। এখানে একটি বিশেষ প্রতিবেদন...

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, যার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, একবার বলেছিলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একজন একনিষ্ঠ কর্মীর মতো অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাজ করেন, একজন রাষ্ট্রনায়কের মতো দেশের গৌরব বৃদ্ধি করেন, একজন সত্যিকারের দলনেতার মতো সমগ্র দেশকে নেতৃত্ব দেন, একজন আবেগপ্রবণ নেতার সহানুভূতি নিয়ে সংবেদনশীল সিদ্ধান্ত নেন এবং একজন নির্ভীক সেনাপতির মতো দেশের প্রতিরক্ষায় এক অটল শিলা হয়ে দাঁড়ান। প্রদীপের শিখার মতো, তাঁর চিন্তাভাবনা সর্বদা ঊর্ধ্বমুখী।" এই কথাগুলির পিছনের বার্তা স্পষ্ট – যদিও মোদীর জনজীবন এই মাইলফলকে পৌঁছানোর পথে বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে গেছে, তিনি কখনও থামেননি। যুক্তিটি হলো, এই সহনশীলতা এসেছে রাষ্ট্র পরিচালনার দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনীতি অধ্যায়ন করা এবং এটিকে ব্যক্তিগত শৃঙ্খলায় পরিণত করা থেকে, যার মাধ্যমে তিনি উন্নয়নের একটি নতুন, সর্বজনীন আখ্যান তৈরি করেছেন। কখনও বিরতি না নিয়ে, কখনও ক্লান্ত না হয়ে, কখনও না থেমে – অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এগিয়ে চলেছেন, নতুন লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন এবং উন্নয়নের এক শক্তিশালী কাহিনী লেখার জন্য সেগুলিকে সম্পূর্ণ করেছেন।

এটা প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য; তাঁর নিজের পরিবার সাধারণ জীবনযাপন করে চলেছে, কারণ তাঁর কাছে দেশের ১৪০ কোটিরও বেশি নাগরিকই তাঁর পরিবার।

এই ৭ অক্টোবর নরেন্দ্র মোদীর সরকারের প্রধান হিসেবে ২৫ বছরের কার্যকাল পূর্ণ হলো। এই ২৫ বছরের যাত্রাকে শুধুই একের পর এক রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত হওয়া এবং নির্বাচনী বিজয় অর্জন হিসেবে দেখা যায় না; এটা ক্রমাগত পরিবর্তনশীল প্রতিকূলতার মাঝে নেওয়া সিদ্ধান্ত এবং তা থেকে উদ্ভূত নতুন পথের গল্পও বটে। তাঁর এই যাত্রা শুরু হয়েছিল গুজরাটে, ভূমিকম্প, খরা, জলসংকট এবং সাম্প্রদায়িক হিংসার মতো মারাত্মক প্রতিকূলতার প্রেক্ষাপটে। পরবর্তীকালে, সন্ত্রাসবাদ ও বন্যার মতো দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই করতে করতে রাজ্যটি এক নতুন পথে যাত্রা শুরু করে। জাতীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক সংস্কার, ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র, নকশালবাদ, সীমান্ত সমস্যা, জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি, মহামারী এবং বিশ্বব্যাপী সংঘাতের মতো বিষয়গুলি তাঁর নেতৃত্বকে কঠিন পরীক্ষার মুখে ফেলেছিল। তবুও, এই ২৫ বছর ধরে একটি বিষয় অবিচল ছিলঃ সংকটকে বাধায় নয় বরং পরিবর্তনের সুযোগে রূপান্তরিত করা। প্রকৃতপক্ষে, প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজেকে একজন আদর্শবাদী নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যিনি দেশের উন্নয়নে এবং মর্যাদা বৃদ্ধিতে নিবেদিতপ্রাণ। প্রশাসনে তাঁর ২৫ বছরের যাত্রাপথে তিনি একজন দূরদর্শী নেতা হিসেবে বিকশিত হয়েছেন, যিনি খণ্ড খণ্ডভাবে নয় বরং সামগ্রিকভাবে চিন্তা করেন; তিনি ভবিষ্যতের দিকে তাকান এবং নিজের ভাবনার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করেন।

গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর তিনি স্কুল শিক্ষার ওপর বিশেষ জোর দিয়ে উন্নয়নের একটি স্বতন্ত্র মডেল তৈরি করার জন্য কাজ শুরু করেন। তবে, গুজরাট দাঙ্গা তাঁর বিরোধীদের তাঁর বিরুদ্ধে একটি সম্মিলিত আক্রমণ শুরু করার সুযোগ করে দেয়। তবুও, প্রধানমন্ত্রী মোদী এই তীব্র আক্রমণের মুখেও বিচলিত হননি; বরং তিনি অটল সংকল্প নিয়ে কাজ চালিয়ে গেছেন। ফলে তাঁর বিরোধীরা বারবার পরাজিত হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদীর মধ্যে এমন কী আছে যা তাঁর বিরোধীদের তাঁকে কোণঠাসা করতে বাধা দেয়? এটা বোঝার জন্য, তাঁর কাজের ধরণ এবং চিন্তাভাবনার সূক্ষ্মতা পরীক্ষা করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, প্রধানমন্ত্রী মোদী যখনই কোনো পরিকল্পনা বিবেচনা করেন, তিনি তার ফলাফল কল্পনা করে শুরু করেন – একটি নীতি, বিবৃতি বা প্রকল্প বাস্তবে প্রয়োগ করা হলে তার প্রভাব কি হবে তা মূল্যায়ন করেন। এই অনন্য পদ্ধতি তাঁকে অন্যান্য রাজনীতিবিদদের থেকে আলাদা করে। এই মানসিকতার ফলে, প্রধানমন্ত্রী মোদী তখনই কোন প্রকল্প উন্মোচন করেন যখন তিনি তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত থাকেন।

এই সময়কালটি শুধু ২৫ বছরের একটি যাত্রাই নয় বরং সেবা, সুশাসন এবং দরিদ্রদের কল্যাণে নিবেদিত একটি মিশনকেও প্রতিনিধিত্ব করে। এর মধ্যে রয়েছে জাতীয় উন্নয়নের জন্য অবিস্মরণীয় সব উদ্যোগ – সুবিধাবঞ্চিতদের কল্যাণ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শক্তিশালীকরণ থেকে শুরু করে 'নারী শক্তি'র নেতৃত্বে নারী ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন পর্যন্ত। এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কৃষক-বান্ধব নীতির মাধ্যমে চাষাবাদের প্রতিটি পর্যায়ে কৃষকদের উদ্বেগের সমাধান করা, যুবকদের জন্য শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার ভিত্তিপ্রস্তর হয়ে উঠেছে এই যুগ। প্রতিটি প্রকল্পে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সংগ্রামী জীবনের ছাপ রয়েছে; তিনি সেই কষ্ট স্বচক্ষে অনুভব করেছেন। সংক্ষেপে, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থেকে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত তাঁর যাত্রাকে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা যায়ঃ তিনি উন্নয়নের দর্শনকে মূল ধারায় নিয়ে আসেন, বিভিন্ন সামাজিক ব্যাধি দূর করেন এবং উন্নয়নকে দেশের রাজনীতি, কর্মপরিচালনা কৌশল এবং জাতীয় নীতির কেন্দ্রীয় স্তম্ভ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন।

আসুন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর স্বতন্ত্র কর্মশৈলী, কর্মকাণ্ড এবং ফলাফলের আলোকে তাঁর ২৫ বছরের শাসনকাল অন্বেষণ করা যাক...

২৫টি চ্যালেঞ্জ এক নেতার ২৫ বছরের পথচলা

এই ২৫ বছরের যাত্রা শুধু ২৫টি চ্যালেঞ্জের একটি তালিকা নয়; এটা সংকটকালে নেওয়া সিদ্ধান্ত এবং তার ফলে আসা রূপান্তরের গল্প। এই যাত্রার মূল নীতি হলো, সংকটকে শেষ হিসেবে না দেখে বরং একটি নতুন সংকল্পের সূচনা হিসেবে দেখা। এই নীতিতেই প্রধানমন্ত্রী মোদী বিগত ২৫ বছর ধরে দেশকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন…

১. গুজরাটের প্রতিবন্ধকতাঃ এক নতুন সূচনার সুযোগ

২০০১ সালের অক্টোবরে নরেন্দ্র মোদী গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। রাজ্যটি তখন ভূমিকম্প, খরা এবং সমবায় ব্যাঙ্ক সংকটের সঙ্গে লড়াই করছিল। পুনর্গঠনের কাজ দ্রুত করতে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কচ্ছে পাঠানো হয়। চেক ড্যাম, খাল সম্প্রসারণ এবং জল সংরক্ষণে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। ২০০৩ সালে, দেশের প্রথম রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন প্রণীত হয়।

২. সহিংসতার চক্র থেকে মুক্তি

২০০২ সালের ফেব্রুয়ারিতে গোধরার ঘটনা এবং তার পরবর্তী সহিংসতা এক গুরুতর পরিস্থিতি তৈরি করেছিল। মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আইন-শৃঙ্খলা, বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানের ওপর মনোযোগ দিয়ে সহিংসতার চক্র থামিয়ে দেন; এরপরের ২৪ বছরে এমন সহিংসতার পুনরাবৃত্তি ঘটেনি।



৩. প্রথম নির্বাচনী পরীক্ষাঃ আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠা

২০০২ সালে নরেন্দ্র মোদী বিধানসভা ভেঙে দেন এবং মাত্র ১৪ মাসের কাজের ভিত্তিতে জনগণের রায় চান। ডিসেম্বরের নির্বাচনে বিজেপি ১৮২টি আসনের মধ্যে ১২৭টি আসন লাভ করে এবং ৪৯.৮৫ শতাংশ ভোট পায়।

৪. সন্ত্রাসবাদের হুমকির মাঝে স্থিতিশীলতা

২০০২ সালের সেপ্টেম্বরে অক্ষরধাম হামলা ঘটে, এরপর ২০০৮ সালের জুলাই মাসে আহমেদাবাদে ৭০ মিনিটের ব্যবধানে ২১টি বোমা বিস্ফোরণ হয়। কর্তৃপক্ষ এই ঘটনাগুলিকে সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় রূপ নিতে বাধা দেয়, নিরাপত্তা জোরদার করে এবং রাজ্যের গতিপথ বজায় রাখে।

৫. জলের অভাব থেকে জল সুরক্ষা

১৯৬১ সালের পর নর্মদা বাঁধ প্রকল্পটি কয়েক দশক ধরে আটকে ছিল। ১৮০,০০০-এরও বেশি চেক ড্যাম নির্মাণ করা হয় এবং 'সুজলম সুফলম' ও 'সৌনি' প্রকল্পের মতো উদ্যোগের মাধ্যমে জল সরবরাহ করা হয়। ২০১৭ সালে বাঁধটি তার পূর্ণ উচ্চতায় পৌঁছায়, যা ৯,০০০-এরও বেশি গ্রাম এবং ১৭০টি শহরে পানীয় জল সরবরাহ করে। শুধু জলের জন্য অপেক্ষা না করে, গুজরাট জল ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি উন্নয়নকে এগিয়ে নিতে শুরু করে।

৬. বন্যা-পরবর্তী নতুন ব্যবস্থা

২০০৬ সালে তাপি নদীর বন্যায় সুরাটের প্রায় ৯৫ শতাংশ এলাকা ডুবে যায়, যার ফলে জল নিষ্কাশন ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। আট বছর পর, জম্মু ও কাশ্মীরের বন্যার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শ্রীনগর সফর করেন এবং পরে দেওয়ালি উদযাপনের জন্য ফিরে আসেন। কর্মপন্থা একই ছিলঃ পরিস্থিতি বোঝা, দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া এবং মাঠপর্যায়ের জটিলতাগুলি মোকাবিলা করা।

৭. অভিযোগের মাঝে রূপান্তরের দশক

২০০২ সালের পর নরেন্দ্র মোদী বিভিন্ন অভিযোগের সম্মুখীন হন, তবুও তিনি প্রতিশোধ না নিয়ে তাঁর কাজকেই জবাব হিসেবে বেছে নেন। গুজরাট তাঁকে ২০০৭ এবং ২০১২ উভয় সালেই পুনরায় নির্বাচিত করে।

৮. পাটনা বিস্ফোরণ

২০১৩ সালের ২৭ অক্টোবর পাটনায় একটি জনসভার আশেপাশে সাতটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটে, যার ফলে ছয়জন নিহত এবং ৮৫ জন আহত হন। বিস্ফোরণ সত্ত্বেও, মোদী তাঁর ভাষণ চালিয়ে যান, জনসভা শেষ করেন এবং জনতাকে শান্ত থাকার আবেদন জানান।

৯. ৩০ বছর পর নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সরকার

নরেন্দ্র মোদী নয় মাসের মধ্যে প্রায় ৪০০টি জনসভায় ভাষণ দেন এবং ৩০০,০০০ কিলোমিটার সফর করেন। ২০১৪ সালে, বিজেপি ২৮২টি আসন লাভ করে, যার ফলে ৩০ বছর পর নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সরকার গঠিত হয়।

১০. 'দুর্বল পাঁচটি দেশ' থেকে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতিতে উত্তরণ

২০১৩ সালে, ভারতকে 'দুর্বল পাঁচটি দেশ' –এর মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল, যেখানে মুদ্রাস্ফীতি প্রায় ১০ শতাংশের কাছাকাছি ছিল। মুদ্রাস্ফীতি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, আইবিসি এবং জিএসটির মতো সংস্কারের ফলে বিভিন্ন বৈশ্বিক সংকট সত্ত্বেও অর্থনীতির বৃদ্ধি অব্যাহত ছিল; ২০২৭ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭.৮ শতাংশ।

১১. ব্যবসা করার সহজতা

২০১৪ সালে, ব্যবসা করার সহজতা সূচকে ভারত ১৪২তম স্থানে ছিল। জিএসটি, ডিজিটাল অনুমোদন, ফ্রেইট করিডর এবং আইবিসি-র মতো উদ্যোগগুলি ভারতকে ২০২০ সালের মধ্যে ৬৩তম অবস্থানে উঠতে সাহায্য করে।

১২. ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের শুদ্ধিকরণ

'ফোন ব্যাঙ্কিং' এবং লোন এভারগ্রিনিং –এর মতো পদ্ধতিগুলি ব্যাঙ্কগুলির প্রকৃত অবস্থা আড়াল করে রেখেছিল। একটি অ্যাসেট কোয়ালিটি রিভিউ থেকে জানা যায় যে, খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৫ শতাংশ। '৪আর' সংস্কার কৌশল গৃহীত হয়েছিল, যা আইবিসি দ্বারা আরও শক্তিশালী করা হয়।

১৩. নকশালবাদের অবসান

২০১০ সালের দান্তেওয়ারা হামলায় ৭৬ জন নকশাল সদস্যের প্রাণহানি ঘটে; ২০১৪ সালে ১২৬টি জেলা নকশাল প্রভাবিত ছিল। নিরাপত্তা অভিযানের পাশাপাশি রাস্তা, স্কুল এবং ব্যাঙ্কিং সুবিধার সম্প্রসারণ করা হয়, যার ফলে মূল ধারায় ফিরে আসা ব্যক্তির সংখ্যা বার্ষিক ৪২১ থেকে বেড়ে ৬,৫৫৮-তে দাঁড়ায়। ২০২৬ সালের মার্চের মধ্যে কোন জেলাই নকশাল-প্রভাবিত ছিল না।

১৪. সার্বভৌমত্ব রক্ষা

২০১৭ সালে ডোকলামে ভারতীয় ও চিনা বাহিনীর মধ্যে ৭৩ দিনের অচলাবস্থা তৈরি হয় এবং ভারত পিছু হটেনি। ২০২০ সালের গালওয়ান ঘটনার সময়ও সেনাবাহিনী দৃঢ় ছিল। 'দেশ প্রথম' মূল নীতিতে পরিণত হয়।

১৫. জিএসটিঃ এক দেশ, এক কর ব্যবস্থা

১৭ বছরের দীর্ঘ প্রচেষ্টার ফলে ২০১৭ সালের জুলাই মাসে জিএসটি চালু হয়। পুরনো বকেয়া পরিশোধ এবং রাজস্ব বৃদ্ধি নিশ্চিত করার বিধানের মাধ্যমে ঐক্যমতে পৌঁছানো হয়, যা দেশকে একটি একীভূত বাজারে রূপান্তরিত করেছে।

১৬. উত্তরপূর্ব এবং কাশ্মীরের সঙ্গে সংযোগ

২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে আইজল রেলপথে সংযুক্ত হয়; ২৮ বছরের অপেক্ষার পর ২০২৫ সালের জুনে উধমপুর-শ্রীনগর-বারামুল্লা লাইনটি চালু হয়। চেনাব সেতু কাশ্মীরের সংযোগ ব্যবস্থায় নতুন গতি এনে দেয়।

১৭. উত্তরপূর্বে শান্তি

২০১৯ সাল থেকে ১২টি চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছে, যেগুলিতে স্বায়ত্তশাসন, আর্থিক সহায়তা এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রায় ১১,০০০ বিদ্রোহী অস্ত্র ত্যাগ করেছে; হিংসাত্মক ঘটনা ৭১ শতাংশ কমেছে এবং ২০২২ সালের এপ্রিলে বোডোল্যান্ড থেকে আফস্পা প্রত্যাহার করা হয়েছে।





১৮. সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে নতুন নীতি

২০১৬ সালের সার্জিক্যাল স্ট্রাইক এবং ২০১৯ সালের বালাকোট বিমান হামলার পর, ২০২৫ সালের মে মাসে 'অপারেশন সিঁদুর' চালু করা হয়, যেখানে এক রাতেই নয়টি গোপন আস্তানাকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল। এই নীতিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল যে সন্ত্রাসী হামলার সামরিক জবাব দেওয়া হবে; সন্ত্রাসী এবং তাদের আশ্রয়দাতাদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ করা হবে না।

১৯. ৩৭০ ধারাঃ এক দেশ, এক সংবিধান

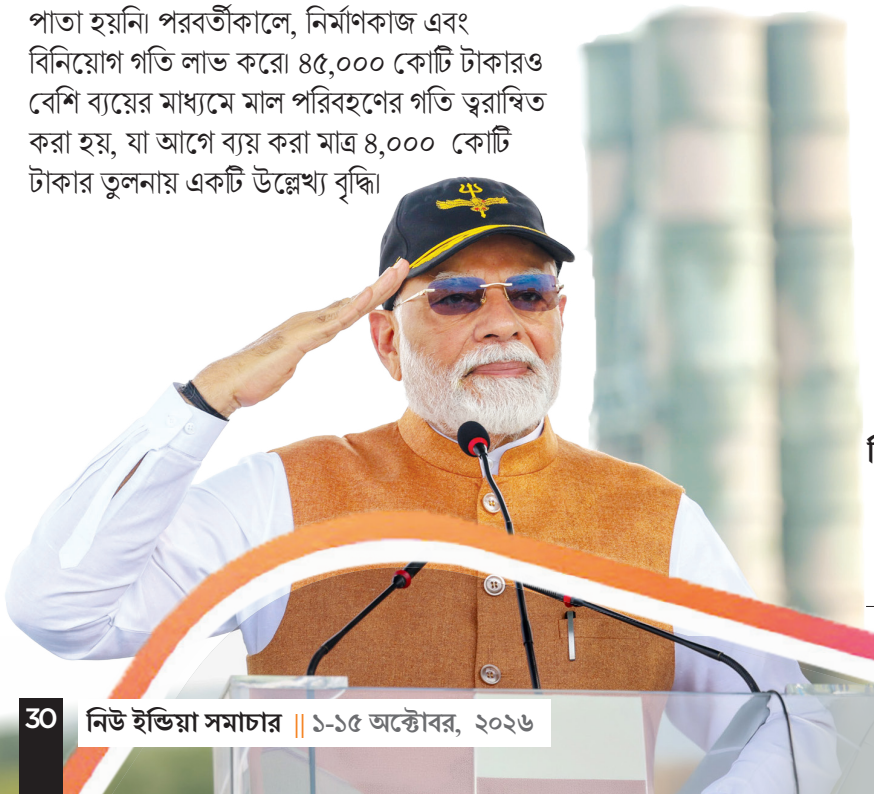
প্রায় ৭০ বছর ধরে কার্যকর থাকা ৩৭০ ধারাটি ২০১৯ সালে বাতিল করা হয়। রাষ্ট্রপতির আদেশ, সংসদীয় প্রস্তাব এবং পুনর্গঠন আইন – সবগুলিই একই দিনে পাস করা হয়েছিল। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে সুপ্রিম কোর্ট এই পদ্ধতিকে বহাল রাখে এবং ২০২৪ সালে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

২০. অযোধ্যার শ্রী রাম মন্দির

পাঁচ শতাব্দীর দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর, ২০১৯ সালের নভেম্বরে সুপ্রিম কোর্ট মন্দির নির্মাণের জন্য বিতর্কিত স্থানটি হস্তান্তর করে। ২০২৪ সালের ২২ জানুয়ারি অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় এবং ২০২৫ সালের নভেম্বরে ধর্মধ্বজা উত্তোলনের মাধ্যমে মূল নির্মাণকাজ শেষ হয়।

২১. রেললাইন ভারতের গতি ত্বরান্বিত করেছে

Aযদিও মালবাহী করিডর প্রকল্পটি ২০০৮ সালে অনুমোদিত হয়েছিল, ২০১৪ সাল পর্যন্ত এক কিলোমিটারও রেললাইন পাতা হয়নি। পরবর্তীকালে, নির্মাণকাজ এবং বিনিয়োগ গতি লাভ করে। ৪৫,০০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ের মাধ্যমে মাল পরিবহণের গতি ত্বরান্বিত করা হয়, যা আগে ব্যয় করা মাত্র ৪,০০০ কোটি টাকার তুলনায় একটি উল্লেখ্য বৃদ্ধি।



২২. দুই বিলিয়ন ডোজ টিকা

ভারত বায়োটেক-আইসিএমআর-এর কোভ্যাক্সিন এবং পুনেতে উৎপাদিত কোভিশিল্ডের উৎপাদনের ফলে, ২০২১ সালের জানুয়ারিতে শুরু হওয়া টিকাদান কর্মসূচি দুই বিলিয়ন ডোজের মাইলফলকে পৌঁছেছে। কোউইন (CoWIN) প্ল্যাটফর্মটি এর সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালনা করে এবং ভারত প্রায় ১০০টি দেশে টিকা সরবরাহ করে।

২৩. নদীর শক্তির ব্যবহার

বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলের ১.১ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের লক্ষ্যে ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে কেন-বেতওয়া প্রকল্প চালু করা হয়েছিল। জলপথে পণ্য পরিবহণ ২০১৩-১৪ সালের ১৮ মিলিয়ন টন থেকে বেড়ে ২০২৪-২৫ সালে ১৪৫ মিলিয়ন টনে পৌঁছেছে। ২০২৫ সালের এপ্রিলে পহেলগাম আক্রমণের পর সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত করা হয়েছিল।

২৪. রাশিয়া - ইউক্রেন যুদ্ধ

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর, 'অপারেশন গঙ্গা'-র অধীনে ৯০টি ফ্লাইটের মাধ্যমে ২২,৫০০ ভারতীয়কে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। রাশিয়ার অপরিশোধিত তেলের অংশ ২ শতাংশ থেকে বেড়ে এক-তৃতীয়াংশ হয়েছিল, তবুও মুদ্রাস্ফীতি দুই অঙ্কের ঘরে পৌঁছায়নি।

২৫. পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত

২০২৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারির পর হরমুজ প্রণালী বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জ্বালানি সরবরাহে চাপ সৃষ্টি হয়, কারণ অপরিশোধিত তেল আমদানির অর্ধেক এই পথেই হতো। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তেহরান এবং ওয়াশিংটন উভয়ের সঙ্গেই আলোচনায় নিযুক্ত ছিলেন; আমদানি শুল্ক হ্রাস এবং সরবরাহ অব্যাহত থাকার ফলে অর্থনীতি ৭.৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

"আজ, যারা সন্ত্রাসবাদ ছড়ায় তারা কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। পাকিস্তান যদি কোন জঘন্য কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়, ভারতীয় বাহিনী তাদের নিজেদের ভূখণ্ডের ভেতরেই আঘাত হানে। জম্মু ও কাশ্মীর থেকে উত্তর-পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে শান্তি বিরাজ করছে। মাওবাদী সন্ত্রাস ও নকশালবাদের মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

২৫টি সংস্কার ভারতে শাসন সংস্কারের এক যুগ

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সুশাসনের ২৫ বছরের যাত্রা ভারতে সংস্কারের এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। এই সময়কালে, গুজরাট থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত শাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন - বিভিন্ন প্রকল্প, প্রক্রিয়া এবং কার্যপদ্ধতিকে রূপান্তরিত করেছে। জল ব্যবস্থাপনা থেকে ব্যাঙ্কিং, কর ব্যবস্থা থেকে শ্রম, শিক্ষা থেকে মহাকাশ, এবং আইনি কাঠামো থেকে সামাজিক সংস্কার পর্যন্ত, এই উদ্যোগগুলি শাসন পদ্ধতির রূপান্তরকে কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করেছে···

গুজরাটে বাস্তবায়িত সংস্কারগুলি

১. জল সংস্কার, ২০০৩

খরাপ্রবণ গুজরাটে চেক ড্যাম, কৃষি পুকুর, রিচার্জ ওয়েল এবং খালগুলিকে একটি সমন্বিত পরিকল্পনার আওতায় আনা হয়েছিল। 'সুজলম সুফলম' এবং 'সৌনি'র মতো উদ্যোগগুলি জলের প্রাপ্যতা এবং সেচ ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছিল। ২০১৯ সাল নাগাদ ১.৮৫ লক্ষেরও বেশি চেক ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে।

২. নির্মল গুজরাট, ২০০৬

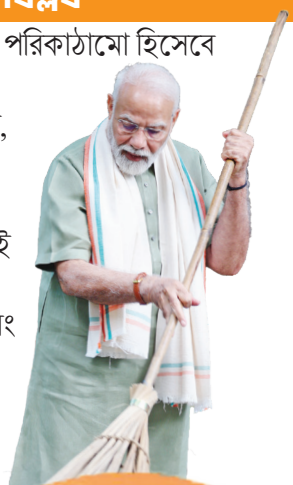
পঞ্চায়েত, স্কুল, মহিলা গোষ্ঠী এবং স্থানীয় সংস্থাগুলির ওপর স্যানিটেশনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। এই পদ্ধতিটি পরবর্তীকালে 'স্বচ্ছ ভারত মিশন'-এর ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছিল।

৩. বিনিয়োগকারীদের জন্য সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেম -২০১৩

অনুমোদনের জন্য সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেম চালু করা হয়েছিল, যা পরবর্তীকালে জাতীয় পর্যায়ে সম্প্রসারিত করা হয়। বর্তমানে, এটা ৩২টি কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের সঙ্গে ৩৩টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে সংযুক্ত করে।

৪. গুজরাটে বন্দর বিপ্লব

উপকূলীয় অঞ্চলকে শিল্প পরিকাঠামো হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল। বন্দরগুলিকে সড়ক, রেল, বিদ্যুৎ এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছিল। এই উন্নয়নের প্রধান উদাহরণ হিসেবে মুন্দ্রা, হাজিরা এবং পিপাভাব উঠে আসে।



অর্থপ্রদান, কৃষি এবং মানব সম্পদ

৫. সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর (ডিবিটি), ২০১৪

জন ধন, আধার এবং মোবাইল (JAM) ত্রয়ীর মাধ্যমে যাচাইকৃত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি সুবিধা পৌঁছানো শুরু হয়। ৩২০টি প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৩ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি অর্থ হস্তান্তর করা হয়, যার ফলে আনুমানিক ৫ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি সাশ্রয় হয়।

৬. নিম-লেপা ইউরিয়া, ২০১৫

ইউরিয়ার ওপর নিমের প্রলেপ দেওয়ার ফলে কালোবাজারি এবং শিল্পক্ষেত্রে এর অপব্যবহার রোধ করা সম্ভব হয়। কৃষকদের জন্য ইউরিয়ার সহজলভ্যতা বৃদ্ধি পায় এবং সরকারি কোষাগারে আনুমানিক ১০,০০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়।

৭. জাতীয় শিক্ষা নীতি, ২০২০

২৯ জুলাই, ২০২০ –তে অনুমোদিত এই নীতিটি ১৯৬৮ সাল থেকে প্রচলিত ১০+২ কাঠামোকে একটি ৫+৩+৩+৪ কাঠামো দ্বারা প্রতিস্থাপন করে। প্রারম্ভিক শৈশবের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে একীভূত করা হয়েছিল এবং কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মধ্যেকার কঠোর সীমারেখা শিথিল করা হয়েছিল।

৮. জাতীয় চিকিৎসা কমিশন আইন, ২০১৯

চিকিৎসা শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ একটি বহু-পরিষদ ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করা হয়েছিল। মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা ২০১৪ সালের ৩৮৭টি থেকে বেড়ে ৮৪৬টি হয়েছে। এমবিবিএস আসন ৫১,৩৪৮টি থেকে বেড়ে ১,৩৯,৮৬৪টি হয়েছে, অন্যদিকে স্নাতকোত্তর আসন ৩০,১৯১টি থেকে বেড়ে প্রায় ৮৬,৩৬০টি হয়েছে।





অর্থনীতি পুনর্গঠন

৯. ব্যাঙ্কিং সংস্কার, ২০১৪

সম্পদের গুণগত মান পর্যালোচনা ব্যাঙ্কগুলির প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করে। মূলধন সরবরাহ, একীভূতকরণ এবং দেউলিয়া প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা হয়েছিল।

১০. উদার এফডিআই নীতি, ২০১৪

বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদেশী বিনিয়োগের সীমা ও পদ্ধতি শিথিল করা হয়েছিল। ২০১৪ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে ভারত ৭৪৮.৭৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ (এফডিআই) আকর্ষণ করে।

১১. ফেমা এবং বৈশ্বিক আর্থিক সুসংহতকরণ

বৈদেশিক মুদ্রা, বৈদেশিক ঋণ, বিদেশী বিনিয়োগ এবং আন্তঃসীমান্ত লেনদেন সংক্রান্ত নিয়মকানুন সরল করা হয়, যা বৈধ ব্যবসার বাধা কমিয়ে দেয়। ভারতীয় সংস্থাগুলির জন্য বিদেশে ব্যবসা পরিচালনা করা সহজ হয়ে ওঠে।

১২. দেউলিয়া ও ঋণ পরিশোধ আইন (IBC), ২০১৬

দুর্দশাগ্রস্ত সংস্থাগুলির জন্য একটি সময়বদ্ধ প্রক্রিয়া চালু করা হয়, যেখানে ঋণদাতাদের সমাধান প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে রাখা হয়। ২০২৬ সালের মার্চের মধ্যে ১,৪১৯টি মামলার নিষ্পত্তি পরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়, যার ফলে প্রায় ৪.৩২ লক্ষ কোটি টাকা আদায় করা সম্ভব হয়।

১৩. জিএসটি, ২০১৭

একাধিক কেন্দ্রীয় ও রাজ্য করের বদলে একটি একীভূত কর ব্যবস্থা চালু হয়। এটা ভারতকে একটি একক বাজারে রূপান্তরিত করে এবং এর ফলে নিবন্ধিত করদাতা ও কর আদায় দুটিই বৃদ্ধি পায়।

১৪. আয়কর সংস্কার, ২০১৪

'ফেসলেস অ্যাসেসমেন্ট' করদাতা এবং কর্মকর্তাদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ কমিয়ে দেয়। নতুন কর ব্যবস্থা এবং ২০২৫ সালের আয়কর আইন করের হার ও পদ্ধতিকে সরল করেছে। ২০২৫ সালের বাজেট অনুযায়ী ১২.৭৫ লাখ টাকা বেতন আয়ের ওপর কোন আয়কর প্রদেয় নয়।

১৫. এমএসএম ই-র সংশোধিত সংজ্ঞা, ২০২০ এবং ২০২৫

বিনিয়োগ এবং টার্নওভারের সম্মিলিত মানদণ্ড ব্যবহার করে ছোট সংস্থাগুলির জন্য বৃদ্ধির বাধা কমানো হয়েছে। সংস্থাগুলি যাতে সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য ২০২৫ সালে এই সীমা আরও বাড়ানো হয়েছিল।

১৬. উৎপাদন সংযুক্ত প্রণোদনা (পিএলআই) প্রকল্প, ২০২০

উৎপাদন ও বিক্রয়ের ওপর ভিত্তি করে একটি প্রণোদনা ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছিল। ২০২৬ সালের মার্চের মধ্যে ২.৪০ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ বাস্তবায়িত হয় এবং উৎপাদন ২০ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যায়। ১৫.২ লক্ষ কোটি টাকার রপ্তানি রেকর্ড করা হয়। একই সময়ে, প্রায় ১৪ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়।

"বিশ্বের বাকি অংশ ভারতের নীতিগত সিদ্ধান্তের গতি পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন করছে। একারণেই তারা ভারতের সঙ্গে তাদের অংশীদারিত্ব আরও জোরদার করছে। গত এক দশকে প্রায় ৪০টি দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী



আইন, বিচার এবং জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য

১৭. বাণিজ্যিক আদালত, ২০১৫

বাণিজ্যিক বিরোধের জন্য একটি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা, নির্দিষ্ট সময়সীমা এবং ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছিল। শহরগুলিতে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় সময় বছর থেকে কমে মাসে নেমে আসে। বিচার বিভাগের মতে, রায় ঘোষণার সময় নেমে আসে দিল্লিতে ৪২৪ দিন এবং মুম্বাইতে ৩০৬ দিনে।

১৮. অপ্রচলিত আইন বাতিল এবং জন বিশ্বাস আইন, ২০২৩

২০১৪ সাল থেকে ১,৫০০-র বেশি কেন্দ্রীয় আইন বাতিল করা হয়েছে। ১৮৩টি বিধানকে অপরাধমুক্ত করার মাধ্যমে, ছোটখাটো প্রযুক্তিগত লঙ্ঘনের জন্য দেওয়ানি জরিমানা আরোপের ক্ষেত্রে একটি পরিবর্তন আনা হয়।

১৯. ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩

ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ১৮৬০ সালের ভারতীয় দণ্ডবিধির স্থলাভিষিক্ত হয় এবং ১ জুলাই, ২০২৪ থেকে কার্যকর হয়। এটা ঔপনিবেশিক মানসিকতা থেকে মুক্তির প্রতীক। নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে সংঘঠিত অপরাধ দমনে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। সংঘঠিত অপরাধ, সন্ত্রাসবাদ এবং গণ-সহিংসতা সংক্রান্ত বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

২০. শ্রম আইন, ২০২৫

২৯টি অপ্রচলিত শ্রম আইন প্রতিস্থাপন করে মজুরি, শিল্প সম্পর্ক, সামাজিক সুরক্ষা এবং কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা বিষয়ক চারটি আইন বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। এটা নিয়মকানুন মেনে চলার প্রক্রিয়াকে সহজতর করেছে এবং গিগ ও প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষার আওতাভুক্ত করেছে।

কৌশলগত সক্ষমতা

২১. মহাকাশ ক্ষেত্রের সংস্কার, ২০২০

মহাকাশ কার্যক্রমে বেসরকারি ক্ষেত্রের অংশগ্রহণের পথ উন্মুক্ত করা হয়েছিল। ইন-স্পেস (IN-SPACe)-এর মাধ্যমে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ২০২৬ সালের মধ্যে, প্রায় ৪৪০টি স্টার্টআপস নিবন্ধিত হয়েছিল এবং বেসরকারি বিনিয়োগ ৬১৮ মিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ২০২৬ সালের ১৮ জুলাই, স্কাইরুট–এর বিক্রম-১ শ্রীহরিকোটা থেকে উৎক্ষেপিত হয় এবং প্রথম প্রচেষ্টাতেই কক্ষপথে পৌঁছায়।

২২. প্রতিরক্ষা সংস্কার, ২০২০

প্রতিরক্ষা উৎপাদনের জন্য 'ডিজাইন অ্যান্ড মেক ইন ইন্ডিয়া'-কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। প্রতিরক্ষা রপ্তানি ২০১৩-১৪ সালের প্রায় ৬৮০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৩৮,৪০০ কোটি টাকারও বেশি হয়েছিল। যে দেশ একসময় অস্ত্রের আমদানিকারক ছিল, তা এখন উৎপাদকে রূপান্তরিত হয়েছে।

২৩. সেমিকন্ডাক্টর মিশন, ২০২১

ভারতের মধ্যেই সম্পূর্ণ ইকোসিস্টেম – চিপ ফেব্রিকেশন, প্যাকেজিং এবং ডিজাইন – গড়ে তোলার জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছিল। প্রায় ১.৬ লক্ষ কোটি টাকার দশটি প্রকল্প অনুমোদন লাভ করে। একাধিক অঞ্চলে এই সক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য এই প্রকল্পগুলি গুজরাট, আসাম এবং অন্যান্য রাজ্য জুড়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

সামাজিক সংস্কার

২৪. তিন তালাক, ২০১৯

তাৎক্ষণিক তিন তালাক বাতিল করা হয় এবং এটাকে একটা দণ্ডনীয় অপরাধে পরিণত করা হয়। ভরণপোষণ এবং নাবালক সন্তানদের হেফাজতের জন্যও বিধান আনা হয়। আইনটি কার্যকর হওয়ার এক বছরের মধ্যে নথিভুক্ত মামলার সংখ্যা ৮২ শতাংশ কমে যায়। যে নারীরা দীর্ঘদিন ধরে আইন ব্যবস্থার দ্বারা উপেক্ষিত ছিলেন, তারাও সাংবিধানিক সুরক্ষা লাভ করেন।

২৫. ওয়াকফ সংস্কার, ২০২৫

ওয়াকফ সম্পত্তি সম্পর্কিত দাবির বিষয়ে তদন্ত ও আপিলের প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করা হয়। একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়, যেখানে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সরকারি জমি সংক্রান্ত দাবিগুলি পরীক্ষা করতে হবে এবং হাইকোর্টে আপিলের জন্য একটি পথ তৈরি করা হয়। এখন থেকে ওয়াকফের দাবি প্রমাণের ভিত্তিতে করা হবে।



‘নতুন ভারত’-এ নির্মাণ ক্ষেত্রে গতি এসেছে

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ২৫ বছরের শাসনকাল এমন সব কাজের জন্য চিহ্নিত হয়ে আছে, যাকে ‘ভারতের স্থাপত্যশৈলীর বিস্ময়’ হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। এই বছরগুলিতে দেশজুড়ে নির্মিত অসংখ্য বিশাল স্থাপত্যকর্ম ভারতের ক্রমবিকাশমান উন্নয়ন পথের এক গৌরবময় চিত্র তুলে ধরে। সেতু ও সুড়ঙ্গ থেকে শুরু করে বিমানবন্দর, বন্দর, নগর পরিবহণ ব্যবস্থা, সংসদ, স্মৃতিস্তম্ভ, মিউজিয়াম, তীর্থস্থান এবং স্মার্ট সিটি পর্যন্ত – এই প্রকল্পগুলি সংযোগ ব্যবস্থা, সুবিধা, ঐতিহ্য এবং ভবিষ্যতকে আমূল বদলে দিয়েছে। এটা ‘নতুন ভারত’-এর বিশাল স্থাপত্য ও উন্নয়নমূলক ব্লুপ্রিন্ট-এ নির্মাণ ক্ষেত্রকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রদান করেছে।

১. **বগিবিল ও ডঃ ভূপেন হাজারিকা সেতু – উত্তর-পূর্বের জন্য কৌশলগত সংযোগঃ –** ব্রহ্মপুত্রের ওপর ৪.৯৪ কিলোমিটার দীর্ঘ বগিবিল সেতুটি ভারতের দীর্ঘতম সংযুক্ত রেল-সড়ক সেতু। ২০১৮ সালের ২৫ ডিসেম্বর উদ্বোধন হওয়া এই সেতুটি ডিব্রুগড় ও ইটানগরের মধ্যে সড়কপথের দূরত্ব ১৫০ কিলোমিটার এবং রেলপথের দূরত্ব প্রায় ২০০ কিলোমিটার কমিয়েছে। অন্যদিকে, ৯.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ডঃ ভূপেন হাজারিকা সেতু আপার আসাম এবং পূর্ব অরুণাচল প্রদেশের মধ্যে একটি স্থায়ী সড়ক সংযোগ স্থাপন করেছে, যা আন্তঃরাজ্য যাতায়াতের দূরত্ব প্রায় ১৬৫ কিলোমিটার কমিয়েছে। দুটি সেতুই সামরিক বাহিনীর চলাচল সহজ করার জন্য নকশা করা হয়েছে।

২. **অটল সেতু ও সুদর্শন সেতু - সামুদ্রিক সংযোগে নতুন মাত্রাঃ** মুম্বাইয়ের ২১.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ, ছয়-লেনের অটল বিহারী বাজপেয়ী সেবরি নভা শেভা অটল সেতুটি ভারতের দীর্ঘতম সেতু এবং দীর্ঘতম সমুদ্র সেতু। এটা সেবরি এবং নভা শেভার মধ্যে যাতায়াতের সময় প্রায় দুই ঘন্টা থেকে কমিয়ে মাত্র ২০ মিনিটে নিয়ে এসেছে। গুজরাটের ২.৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ সুদর্শন সেতু হলো ভারতের দীর্ঘতম কেবল-স্টেড সেতু, যা বেট দ্বারকার সঙ্গে একটি স্থায়ী সড়ক সংযোগ স্থাপন করেছে। এর হাঁটার পথে ভগবদগীতার শ্লোক খোদাই করা আছে এবং সেতুর পাটাতনে প্রায় ১ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সৌর প্যানেল বসানো আছে।



৩. **চেনাব ও আঞ্জি খাদঃ কাশ্মীর রেল নেটওয়ার্কের জীবনরেখাঃ** নদীগর্ভ থেকে ৩৫৯ মিটার উঁচুতে অবস্থিত এবং ১,৩১৫ মিটার দীর্ঘ চেনাব রেল সেতুটি বিশ্বের সর্বোচ্চ রেলওয়ে আর্চ সেতু। ২০২৫ সালের ৬ জুন এর উদ্বোধনের মাধ্যমে কাশ্মীর রেললাইনের একটি চ্যালেঞ্জিং অংশের সংযোগ সম্পূর্ণ হয়। একই দিনে আঞ্জি খাদ সেতুও চালু করা হয় – এটা ভারতের প্রথম কেবল-স্টেড রেলওয়ে সেতু; ৭২৫ মিটার দীর্ঘ এই সেতুটিতে একটি Y-আকৃতির পাইলন রয়েছে যা ১৯৩ মিটার উঁচু।

৪. **নতুন পাম্বান সেতুঃ সমুদ্রের ওপর দিয়ে আধুনিক রেল সংযোগঃ** ভারতের প্রথম ভার্টিক্যাল-লিফট রেলওয়ে সি ব্রিজ রামেশ্বরমে রেল সংযোগ পুনরুদ্ধার করেছে। ৫৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই সেতুটিতে ৭২.৫ মিটারের একটি নেভিগেশনাল স্প্যান রয়েছে যা ১৭ মিটার পর্যন্ত উঠতে সক্ষম। সামুদ্রিক পরিবেশ থেকে দীর্ঘমেয়াদী সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য এতে বিশেষ প্রলেপযুক্ত স্টেইনলেস স্টিলের রিইনফোর্সমেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে।

৫. **অটল টানেল ও সেলা টানেলঃ সীমান্ত এলাকার জন্য বছরব্যাপী সংযোগঃ** ৯.০২ কিলোমিটার দীর্ঘ অটল টানেল লাহুল-স্পিতির সঙ্গে বছরব্যাপী সংযোগ প্রদান করে এবং মানালি ও সারচুর মধ্যকার দূরত্ব ৪৬ কিলোমিটার কমিয়ে দিয়েছে। সেলা টানেল তাওয়াং-এর সঙ্গে সব আবহাওয়ায় সংযোগ নিশ্চিত করে, এমন একটি পথে যা অন্যথায় ভারী তুষারপাতের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ; টানেলটি নিজেই ১,৫৫৫ মিটার দীর্ঘ এবং এর সঙ্গে ৮.৬ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক রয়েছে।

৬. কেম্পেগৌড়া এবং গুয়াহাটি বিমানবন্দর – বিমান চলাচলের সক্ষমতা বৃদ্ধিঃ – বেঙ্গালুরুর টার্মিনাল-২ বিমানবন্দরটির বার্ষিক যাত্রী ধারণ ক্ষমতা প্রায় ২.৫ কোটি থেকে বাড়িয়ে ৫-৬ কোটি করেছে; এর বিশেষ আকর্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে একটি 'গ্রিন ওয়াল', ঝুলন্ত বাগান এবং বহিরাঙ্গনের বাগান। অন্যদিকে, গুয়াহাটির নতুন টার্মিনালের ধারণ ক্ষমতা ৩৪ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ১.৩ কোটিরও বেশি করা হয়েছে, যেখানে রয়েছে একটি 'স্কাই ফরেস্ট', যাতে প্রায় ১৪০ মেট্রিক টন বাঁশ এবং প্রায় এক লক্ষ দেশীয় গাছপালা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৭. জেওয়ার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর – এনসিআর –এর দ্বিতীয় প্রধান বিমান চলাচল কেন্দ্রঃ ১১,২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে এর প্রথম পর্যায়টি ২৮ মার্চ, ২০২৬-এ উদ্বোধন করা হয়েছিল। এর লক্ষ্য হলো ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ওপর ক্রমবর্ধমান চাপ কমানো এবং পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের বিমান সংযোগের চাহিদা পূরণ করা। সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হলে, এটা ভারতের অন্যতম বৃহত্তম বিমানবন্দরে পরিণত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৮. ভিজিনজাম বন্দর – ভারতের সামুদ্রিক ট্রান্সশিপমেন্ট কেন্দ্রঃ ২০২৫ সালের ২ মে উদ্বোধন হওয়া ভিজিনজাম হলো ভারতের প্রথম বিশেষায়িত কন্টেইনার ট্রান্সশিপমেন্ট বন্দর এবং প্রথম আধা-স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সশিপমেন্ট বন্দর। এর প্রায় ২০ মিটার স্বাভাবিক গভীরতা বড় মালবাহী জাহাজগুলিকে এখানে ভিড়তে দেয়। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো ট্রান্সশিপমেন্ট কার্যক্রম - যা বর্তমানে বিদেশী বন্দরে পরিচালিত হয় – ভারতে নিয়ে আসা এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত রাজস্ব দেশের মধ্যেই ধরে রাখা।

৯. কোচি ওয়াটার মেট্রো এবং নমো ভারত – নগর পরিবহনের নতুন মডেলঃ – কোচি ওয়াটার মেট্রো হলো ভারতের প্রথম ওয়াটার মেট্রো ব্যবস্থা। ৭৮টি ব্যাটারি-ইলেকট্রিক হাইব্রিড নৌকার একটি বহর ১৫টি রুটে ৩৮টি টার্মিনালকে সংযুক্ত করে। এই বহরটি বিশ্বের প্রথম এত বড় পরিসরে ব্যাটারি শক্তিতে চালিত ওয়াটার-মেট্রো নেটওয়ার্ক। অন্যদিকে, ৮২.১৫ কিমি দীর্ঘ দিল্লি-গাজিয়াবাদ-মিরাট নমো ভারত আরআরটিএস সর্বোচ্চ ১৮০ কিমি/ঘন্টা গতির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।



১০. নমো ঘাট এবং বারাণসী মাল্টি-মোডাল টার্মিনাল – নদীভিত্তিক সংযোগঃ – ৯৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত নমো ঘাটে রয়েছে ভিউয়িং ডেক, ক্যাফেটেরিয়া, ঐতিহ্যবাহী ম্যুরাল এবং ক্রুজ বার্থ। বারাণসী মাল্টি-মোডাল টার্মিনালটি ন্যাশনাল ওয়াটারওয়ে-১-এর ওপর এই ধরণের প্রথম টার্মিনাল, যা ১,৫০০-২,০০০ টন ধারণক্ষমতার জাহাজ পরিচালনা করতে সক্ষম। এখান থেকেই ভারতের স্বাধীনতার পরবর্তী প্রথম অভ্যন্তরীণ জলপথ কন্টেইনার পরিষেবা চালু করা হয়েছিল।

১১. স্বর্ণিম সংকুল এবং নতুন সংসদ ভবন –সুশাসনের জন্য নতুন কমপ্লেক্সঃ – গান্ধীনগরের স্বর্ণিম সংকুল ছিল বিভিন্ন রাজ্য বিভাগকে একটি পথের অধীনে আনার একটি উদ্যোগ, যা সমন্বিত পরিষেবা এবং প্রশাসনিক কার্যক্রমকে সহজতর করেছিল। নয়াদিল্লির নতুন সংসদ ভবনের ত্রিভুজাকার কমপ্লেক্সটিতে লোকসভার জন্য ৮৮৮টি আসন এবং রাজ্যসভার জন্য ৩৮৪টি আসন রয়েছে। ২০২৩ সালের ২৮ মে উদ্বোধন হওয়া এই ভবনটিতে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের উপাদান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং এখানে 'সেঙ্গোল' রয়েছে।

১২. সেন্ট্রাল ভিস্তাঃ কর্তব্য পথ, কর্তব্য ভবন এবং সেবা তীর্থঃ K১৯ মাস ধরে পুনর্নির্মিত কর্তব্য পথটি ২০২২ সালের ৮ সেপ্টেম্বর উদ্বোধন করা হয়। কর্তব্য ভবন-৩ এবং সেবা তীর্থ চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, আগে বিভিন্ন ভাড়া করা ভবন থেকে পরিচালিত মন্ত্রণালয়গুলিকে একটি যৌথ সচিবালয় কমপ্লেক্সে একীভূত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। কর্তব্য ভবন-৩ প্রচলিত ভবনগুলির তুলনায় ৩০ শতাংশ কম এনার্জি খরচ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

১৩. স্ট্যাচু অফ ইউনিটিঃ জাতীয় চেতনার এক বিশাল প্রতীকঃ ১৮২ মিটার উঁচু এই মূর্তিটি বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু মূর্তি। ২০১৮ সালের ৩১ অক্টোবর উদ্বোধন করা এই মূর্তিটির উচ্চতা গুজরাট বিধানসভার ১৮২টি আসনের সমান। সারা দেশের কৃষকরা পুরনো কৃষি সরঞ্জাম থেকে লোহা পাঠিয়ে এই প্রকল্পে গণ-অংশগ্রহণের মাধ্যমে অবদান রেখেছেন।



১৪. জাতীয় যুদ্ধ স্মৃতিসৌধ ও জাতীয় পুলিশ স্মৃতিসৌধ – আত্মত্যাগের স্মরণেঃ – জাতীয় যুদ্ধ স্মৃতিসৌধ হলো ভারতের প্রথম জাতীয় স্মৃতিসৌধ যা স্বাধীনতার পর দেশের জন্য সর্বোচ্চ আত্মত্যাগকারী সৈন্যদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছে; এতে ২৫,৯৪২ জন সৈন্যের নাম খোদাই করা আছে। জাতীয় পুলিশ স্মৃতিসৌধ হলো কর্তব্যরত অবস্থায় শহীদ পুলিশ কর্মীদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত প্রথম জাতীয় স্মৃতিসৌধ; এর 'ওয়াল অফ ভ্যালর' –এ শহীদ পুলিশ ব্যক্তিত্বদের নাম খোদাই করা রয়েছে।

১৫.স্মৃতিবন ও জালিয়ানওয়ালা বাগ – মর্মান্তিক ইতিহাসের স্মরণঃ – ভুজের ৪৭০ একরেরও বেশি এলাকা জুড়ে গড়ে ওঠা স্মৃতিবনে রয়েছে ১৩,০০০-এরও বেশি বন্দিদের নাম, তিন লক্ষেরও বেশি গাছ নিয়ে গঠিত একটি মিয়াওয়াকি বন এবং 5D সিসমিক সিমুলেটর। পুনর্নির্মিত জালিয়ানওয়ালা বাগ কমপ্লেক্সে, জেনারেল ডায়ারের সৈন্যদের প্রবেশপথটি ভাস্কর্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবং নতুন গ্যালারির পাশাপাশি একটি সাউন্ড-অ্যান্ড-লাইট শো যুক্ত করা হয়েছে।

১৬. নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় – জ্ঞানচর্চার ঐতিহ্যের এক আধুনিক সম্প্রসারণঃ – ৪৫৫ একর জুড়ে বিস্তৃত এই নতুন ক্যাম্পাসটি ১৯ জুন, ২০২৪-এ উদ্বোধন করা হয়। এই সৌরশক্তি-চালিত-নেট-জিরো ক্যাম্পাসে রয়েছে ২,০০০ আসন বিশিষ্ট একটি অ্যাম্ফিথিয়েটার এবং ১০০ একরেরও বেশি এলাকা জুড়ে বিস্তৃত 'কমল সাগর'। বৃষ্টির জল সংরক্ষণের জন্য বিহারের ঐতিহ্যবাহী 'আহার-পাইন' পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

১৭. প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয় এবং দণ্ডী কুটির – আধুনিক উপস্থাপনার মাধ্যমে ইতিহাসঃ – প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয় ২০২২ সালের ১৪ এপ্রিল খোলা হয়। এটি ভারতের প্রত্যেক প্রধানমন্ত্রীর প্রতি উৎসর্গীকৃত প্রথম মিউজিয়াম। এখানে হলোগ্রাম এবং ইন্টারঅ্যাক্টিভ কক্ষের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা-পরবর্তী যাত্রা তুলে ধরা হয়েছে। দণ্ডী কুটিরে, ৪১ মিটার উঁচু একটি শঙ্কু আকৃতির গম্বুজের ভিতরে থ্রিডি ম্যাপিং, হলোগ্রাফি এবং ৩৬০-ডিগ্রি প্রজেকশন ব্যবহার করে মহাত্মা গান্ধীর জীবন উপস্থাপন করা হয়েছে।



১৮. আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী মিউজিয়াম এবং জাতীয় সামুদ্রিক ঐতিহ্য কমপ্লেক্সঃ স্বাধীনতা সংগ্রামে আদিবাসী সম্প্রদায়ের অবদানের প্রতি উৎসর্গীকৃত, জাতীয় মিউজিয়াম কর্মসূচির অধীনে প্রস্তাবিত ১১টি মিউজিয়ামের মধ্যে চারটি ২০২৬ সালের মধ্যে উদ্বোধন করা হবে। প্রথমটি রাঁচির পুরনো কেন্দ্রীয় কারাগারে অবস্থিত। লোথালে বর্তমানে নির্মাণাধীন জাতীয় সামুদ্রিক ঐতিহ্য কমপ্লেক্সটি ভারতের ৪,৫০০ বছরের পুরনো সামুদ্রিক ইতিহাসের প্রতি উৎসর্গীকৃত।

১৯. মহাত্মা মন্দির, ভারত মন্ডপম এবং যশোভূমি – সম্মেলন ক্ষমতা সম্প্রসারণঃ – গান্ধীনগরের মহাত্মা মন্দির প্রায় ৪০একর জুড়ে বিস্তৃত; এর প্রধান অডিটোরিয়ামে ৬,০০০ লোকের বসার ব্যবস্থা রয়েছে। ভারত মন্ডপমে ৭,০০০ লোকের জন্য একটি অডিটোরিয়াম এবং ৩,০০০ লোকের ধারণক্ষমতা সম্পন্ন একটি অ্যাম্ফিথিয়েটার রয়েছে। যশোভূমিতে ১.০৭ লক্ষ বর্গমিটারেরও বেশি প্রদর্শনী এলাকা এবং ১১,০০০-এরও বেশি প্রতিনিধি ধারণক্ষম সম্মেলন কক্ষ রয়েছে।

২০. রুদ্রাক্ষ ও নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম – সংস্কৃতি থেকে খেলাধুলাঃ — বারাণসীর রুদ্রাক্ষ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সম্মেলন কেন্দ্রটি শিবলিঙ্গের আকৃতির এবং ১০৮টি অ্যালুমিনিয়ামের রুদ্রাক্ষ মোটিফ দিয়ে সজ্জিত। প্রায় ১,২০০ দর্শক ধারণক্ষমতা সম্পন্ন এই কেন্দ্রটি ভারত ও জাপানের মধ্যে স্থাপত্য ও প্রযুক্তিগত অংশীদারিত্বের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিকেট স্টেডিয়াম, যার দর্শক ধারণক্ষমতা প্রায় ১৩২,০০০।

২১. সবরমতী রিভারফ্রন্ট ও কঙ্কারিয়া হ্রদ – শহুরে গণপরিসরের পুনরুজ্জীবনঃ – সবরমতী রিভারফ্রন্ট প্রকল্পের প্রায় ২০৫ হেক্টর এলাকা পুনর্গঠন করে ১১.২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি গণনদীতীর তৈরি করা হয়েছে। এখানকার একটি প্রধান আকর্ষণ হলো ৩০০ মিটার দীর্ঘ, ঘুড়ির আদলে নির্মিত অটল পথচারী সেতু। পঞ্চদশ শতাব্দীর কঙ্কারিয়া হ্রদটিকে পুনর্গঠন করে ২.৩ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি হ্রদতীর তৈরি করা হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন বিনোদনমূলক সুবিধা রয়েছে।



২২. কাশী বিশ্বনাথ ধাম এবং মহাকাল লোক – তীর্থযাত্রার অভিজ্ঞতার রূপান্তরঃ – কাশী বিশ্বনাথ ধামে, ২৩টি ভবন এখন ললিতা ঘাটকে মন্দিরের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে, যা গঙ্গা থেকে তীর্থস্থান পর্যন্ত একটি নির্বিঘ্ন যাত্রার সুবিধা করে দিয়েছে। উজ্জয়িনের মহাকাল লোক, যা প্রায় ৯০০ মিটার বিস্তৃত, ১০৮টি বেলে পাথরের স্তম্ভ দ্বারা সজ্জিত, যেগুলিতে ভগবান শিবের আনন্দ তাণ্ডব (পরমানন্দের নৃত্য) ভঙ্গিমা খোদাই করা আছে।

২৩. কেদারনাথ, সোমনাথ এবং আম্বাজি – 'বিরাসাত ভি, বিকাশ ভি' মন্ত্রকে ধারণঃ – ২০১৩ সালের বন্যার পর, কেদারনাথের দুর্যোগ-সহনশীল পুনর্নির্মাণ করা হয়, যার মধ্যে আদি শঙ্করাচার্যের ৩৫-টন ওজনের একটি মূর্তি স্থাপনও অন্তর্ভুক্ত ছিল। সোমনাথের ১.৪৮ কিলোমিটার দীর্ঘ 'সমুদ্র দর্শন পথ', একটি বিশেষ গ্যালারি এবং পুরনো চত্বরের পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। আম্বাজিতে মন্দির, গাব্বার হিল এবং মানস সরোবরকে সংযুক্ত করার জন্য ১,৬৩২ কোটি টাকার শক্তি করিডর প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, যার পাশাপাশি পার্কিং সুবিধা, আন্ডারপাস এবং তীর্থকেন্দ্রের মতো সুযোগসুবিধাও তৈরি করা হচ্ছে।

২৪. ত্রিপুরা সুন্দরী এবং শ্রী রাম জন্মভূমি মন্দির – ঐতিহ্য ও নবজাগরণঃ – মা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের কাছে '৫১ শক্তিপীঠ পার্কে' শক্তিপীঠগুলির প্রতিরূপ স্থাপন করা হয়েছে। অযোধ্যায় শ্রী রাম জন্মভূমি মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা ২০২৪ সালের ২২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মন্দিরের প্রধান ভারবাহী কাঠামোটি লোহামুক্ত এবং এতে চমৎকার পাথরের কাজের পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পের সমন্বয় ঘটানো হয়েছে।

২৫. গিফট সিটি, ধোলেরা এবং চারাঙ্কা – ভবিষ্যতের অর্থনীতি ও শক্তিঃ — গিফট সিটি হলো ভারতের প্রথম কার্যকর আইএফএসসি এবং প্রথম গ্রিনফিল্ড স্মার্ট সিটি, যার মহাপরিকল্পনায় ডিস্ট্রিক্ট কুলিং, স্বয়ংক্রিয় বর্জ্য সংগ্রহ এবং ইউটিলিটি টানেল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ধোলেরায়, প্লট বরাদ্দের আগেই রাস্তা, জল, বিদ্যুৎ এবং ফাইবার সংযোগের মতো পরিকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে এবং ২০২৪ সালে অনুমোদিত একটি সেমিকন্ডাক্টর প্ল্যান সেখানকার প্রথম প্রধান শিল্প স্থাপনা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। চারাঙ্কা সোলার পার্ক যৌথ জমি, রাস্তা এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিকাঠামো ব্যবহারের মাধ্যমে বৃহৎ পরিসরে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য একটি শেয়ার্ড-পার্ক মডেলের পথপ্রদর্শক হয়েছে।





২৫ বছর, ২৫টি উদ্যোগঃ জনসেবা থেকে গণ- অংশগ্রহণ

গুজরাটে শুরু হওয়া উন্নয়ন ও সুশাসনের যাত্রাপথে এমন অসংখ্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যার লক্ষ্য ছিল একেবারে শেষ ব্যক্তির কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া, সুযোগের প্রসার ঘটানো এবং নাগরিকদের জীবনকে সহজতর করা। এই ২৫ বছরের যাত্রার সারমর্ম নিহিত রয়েছে সুশাসন থেকে সেবায়, সেবা থেকে ক্ষমতায়নে এবং ক্ষমতায়ন থেকে একটি উন্নত ভারতের দিকে অগ্রগতির মধ্যে। এই ২৫ বছরের যাত্রা থেকে ২৫টি প্রধান উদ্যোগ নিচে দেওয়া হলোঃ

১. কন্যা কেলাভানি এবং শালা প্রবেশোৎসব

সাধারণ গড় ভর্তির হারে উন্নতি। ঝরে পড়ার হার হ্রাস

- ২০০৩ সালে চালু হওয়া এই উদ্যোগগুলি স্কুলে ভর্তিকে নিছক একটি প্রশাসনিক লক্ষ্য থেকে এক সামাজিক উৎসবে রূপান্তরিত করেছিল। মন্ত্রী, কর্মকর্তা, শিক্ষক এবং স্থানীয় সম্প্রদায় শিশুদের – বিশেষ করে মেয়েদের – স্কুলে ভর্তিতে উৎসাহিত করার জন্য গ্রামে গ্রামে গিয়েছিলেন।

২. স্বাগত

লক্ষ লক্ষ অভিযোগ । ৯৯% নিষ্পত্তির হার

- ২০০৩ সালে চালু হওয়া 'স্বাগত' প্ল্যাটফর্মটি নাগরিকদের অভিযোগ সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার এবং সেগুলির নিষ্পত্তির স্বচ্ছ পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল। লক্ষ লক্ষ অভিযোগের ৯৯% নিষ্পত্তি হারের সঙ্গে, নাগরিক এবং প্রশাসনের মধ্যে প্রযুক্তি একটি কার্যকর সেতুবন্ধন হয়ে ওঠে।

৩. জ্যোতিগ্রাম যোজনা

১৮,০০০ –এর বেশি গ্রাম। ফিডার পৃথকীকরণের মাধ্যমে ২৪x৭ বিদ্যুৎ সরবরাহ

- ২০০৬ সালে ফিডার পৃথকীকরণের মাধ্যমে কৃষি এবং গার্হস্থ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ আলাদা করা হয়েছিল। নির্ভরযোগ্য, থ্রি-ফেজ, ২৪-ঘন্টার বিদ্যুৎ ১৮,০০০-এর বেশি গ্রামে পৌঁছেছিল, এবং একই সাথে কৃষি বিদ্যুতের ভর্তুকি প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছিল।

৪. গরিব কল্যাণ মেলা

আজ পর্যন্ত ৩৬,৮০০ কোটি টাকার বেশি। ১.৬৬ কোটি সুবিধাভোগী। ১,৬০০ মেলা

- ২০০৯ সালে চালু হওয়া এই উদ্যোগটি জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিকে আমলাতান্ত্রিক নথি এবং দালালদের গণ্ডি পেরিয়ে সরাসরি উদ্দিষ্ট প্রাপকদের কাছে সুবিধা পৌঁছে দিয়েছে। আজ পর্যন্ত, ১,৬০০-র বেশি মেলার মাধ্যমে ১.৬৬ কোটি সুবিধাভোগীর কাছে ৩৬,৮০০ কোটি টাকারও বেশি সুবিধা পৌঁছেছে।

৫. বনবন্ধু কল্যাণ যোজনা

১০-দফা উন্নয়ন মিশন

- ২০০৭ সালে চালু হওয়া এই ১০-দফা উদ্যোগটি 'মিশন মোডে' আদিবাসী উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়েছিল। এটি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন, জীবিকা, দক্ষতা উন্নয়ন, সেচ, পরিকাঠামো এবং বিদ্যুতায়নের মতো বিষয়গুলিতে মনোযোগ দিয়ে আদিবাসী সম্প্রদায়কে উন্নয়নের মূলধারায় একীভূত করার ওপর জোর দিয়েছিল।



আমি এমন ব্যক্তি নই যে ছোট বা সহজ লক্ষ্যে সন্তুষ্ট থাকি। আমি দেশের জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য নির্ধারণ করি এবং সেগুলি অর্জনের জন্য আমার সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করি

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী



৬. সাগরখেদু সর্বাঙ্গীণ বিকাশ যোজনা

৬ মিলিয়ন মানুষ । ৩,০০০ উপকূলীয় গ্রাম

- ২০০৭ সালে চালু হওয়া এই প্রকল্পটি ৩,০০০ উপকূলীয় গ্রাম এবং ৬ মিলিয়নেরও বেশি মানুষের জন্য পরিকাঠামো, জীবিকা, সেচ লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণ, মৎস্য চাষ এবং উপকূল সুরক্ষাকে সমন্বিত করেছিল। জেলেরা জিপিএস, সুরক্ষা সরঞ্জাম, সৌর আলো এবং বিপদ-সতর্কতা ব্যবস্থার মতো সুবিধাও পেয়েছিলেন।

৭. জন ধন এবং ডিবিটি

৫৯ কোটিরও বেশি অ্যাকাউন্ট । ৩.১৭ লক্ষ কোটি টাকার বেশি আমানত

- ২০১৪ সালে, প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটি অভিযান শুরু করে। ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে, ৫৯ কোটিরও বেশি অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছিল, সেখানে আমানতের পরিমাণ ৩.১৭ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যায়। ডিবিটি নিশ্চিত করেছিল যে তহবিল সরাসরি সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছায়; ৫৩.২৪ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি স্থানান্তর করা হয়েছে, যার ফলে আনুমানিক ৫ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি সাশ্রয় হয়েছে।

৮. মেক ইন ইন্ডিয়া

২০ লক্ষ কোটিরও বেশি মূল্যের উৎপাদন। পিএলআই-এর মাধ্যমে ১৪ লক্ষেরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি

- পিএলআই সেমিকন্ডাক্টর এবং কম্পোনেন্ট কর্মসূচিসহ বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে ইলেকট্রনিক্স উৎপাদন ২০১৪-১৫ সালের ১.৯ লক্ষ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০২৫-২৬ সালে ১৩.১১ লক্ষ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। পিএলআই-এর আওতাভুক্ত ১৪টি ক্ষেত্র ১৪ লক্ষেরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে।



৯. স্বচ্ছ ভারত মিশন

১২ কোটিরও বেশি শৌচালয়

- ২০১৪ সালে শুরু হওয়া এই মিশনটি পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমকে এক গণ আন্দোলনে রূপ দিয়েছে। এর আওতায় ১২ কোটিরও বেশি গৃহস্থালি শৌচালয় নির্মাণ করা হয়েছে এবং ২০১৯ সালের মধ্যে গ্রামগুলিকে 'উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ-মুক্ত' (ODF) এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। 'স্বচ্ছতা সর্বেক্ষণ' (পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক সমীক্ষা) শহর ও নগরগুলির মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা এবং নাগরিকদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী ২০১৪ সালের ২ অক্টোবর নিজের হাতে ঝাড়ু তুলে এই উদ্যোগের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

১০. সামাজিক সুরক্ষা

৯৪ কোটি মানুষ । সামাজিক সুরক্ষার আওতাঃ ৬৪.৩%

- পিএম জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা, পিএম সুরক্ষা বিমা যোজনা, অটল পেনশন যোজনা এবং ই-শ্রম –এর মতো উদ্যোগগুলি আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান ক্ষেত্রের বাইরের মানুষদেরও সামাজিক সুরক্ষার আওতায় নিয়ে এসেছে। ২০২৫ সালের মধ্যে ৯৪.৩ কোটি ভারতীয়কে সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনা হয়েছে, যার ফলে এই আওতা ২০১৫ সালের ১৯% থেকে বেড়ে ৬৪.৩% -এ উন্নীত হয়েছে।
- ২০২৩ সালের নভেম্বরে চালু হওয়া প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহা অভিযান (PM-JANMAN) হলো একটি বিশেষ লক্ষ্যভিত্তিক কর্মসূচি, যার উদ্দেশ্য হলো ভারতের ৭৫টি 'বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ উপজাতি গোষ্ঠী' (PVTGs) –কে উন্নয়নের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন না রাখা। এর জন্য ২৪,০০০ কোটি টাকারও বেশি অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

১১. সাগরমালা কর্মসূচি

৮৪৫টিরও বেশি প্রকল্প। ৬ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ

- ২০১৫ সালে চালু হওয়া সাগরমালা কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল বন্দরগুলিকে সড়ক, রেলপথ, শিল্প এবং উপকূলীয় জনবসতির সঙ্গে সংযুক্ত করা। ৬.০৬ লক্ষ কোটি টাকা মূল্যের ৮৪৫টিরও বেশি প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং এর মধ্যে ৩১৫টি প্রকল্প ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। প্রধান বন্দরগুলিতে জাহাজের গড় 'টার্নঅ্যারাউন্ড টাইম' (বন্দরে অবস্থান ও কার্যক্রমের সময়কাল) ২০১৪ সালের ৯৬ ঘন্টা থেকে কমে ২০২৫ সালে প্রায় ৪৯ ঘন্টায় নেমে এসেছে। ভারতের প্রধান বন্দরগুলির পণ্য ওঠানামার সক্ষমতা ২০১৪ সালের ৮৭৩ এমটিপিএ থেকে বেড়ে ২০২৬ সালে ১,৭২৮ এমটিপিএ-তে উন্নীত হয়েছে, যা প্রায় দ্বিগুণ।

১২. প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা

৫৭ কোটিরও বেশি ঋণ। ৪০ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি ঋণ বিতরণ

- ২০১৫ সালে চালু হওয়া প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনার আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ৫৭ কোটিরও বেশি ঋণের মাধ্যমে ৪০ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি অর্থ বিতরণ করা হয়েছে। মোট ঋণের ৬৮% পেয়েছেন মহিলা উদ্যোক্তারা এবং ৫১% ঋণ পেয়েছেন এসসি/এসটি ও ওবিসি শ্রেণীর ঋণগ্রহীতারা। ২০২৪ সালের ঋণের সর্বোচ্চ সীমা বাড়িয়ে ২০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে।



১৩. স্টার্টআপ ইন্ডিয়া

২.৫ লক্ষেরও বেশি স্টার্টআপস । ২৩.৩৬ লক্ষেরও বেশি কর্মসংস্থান

- ২০১৬ সালে চালু হওয়া এই উদ্যোগটি উদ্যোক্তা হওয়ার বিষয়টিকে একটি জাতীয় আকাঙ্ক্ষায় পরিণত করেছে। ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর নাগাদ, স্বীকৃত স্টার্টআপের সংখ্যা ২.৫ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে এবং এগুলির মাধ্যমে ২৩ লক্ষেরও বেশি প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এই স্টার্টআপগুলির প্রায় অর্ধেকই এসেছে টিয়র-২ ও টিয়র-৩ শহর থেকে এবং প্রায় ৫০% স্টার্টআপের অন্তত একজন মহিলা পরিচালক বা অংশীদার রয়েছেন।

১৪. প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনাঃ ধোঁয়া থেকে মুক্তি

প্রায় ১১ কোটিরও বেশি সংযোগ

- ২০১৬ সালে চালু হওয়া উজ্জ্বলা যোজনার আওতায় ২০২৬ সালের মে মাস পর্যন্ত ১০.৬ কোটিরও বেশি বিনামূল্যে এলপিজি সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে ধোঁয়া সৃষ্টিকারী জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমেছে এবং মহিলাদের স্বাস্থ্য, সময় ও সুযোগের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

১৫. ডিজিটাল পেমেন্ট বিপ্লব – ইউপিআই

২৪,১৬২ কোটি লেনদেন । ৫৫ কোটিরও বেশি ব্যবহারকারী

- ২০১৬ সালে চালু হওয়া ইউপিআই ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থাকে দৈনন্দিন জীবনের এক সহজ ও সুবিধাজনক বিষয়ে পরিণত করেছে। বার্ষিক লেনদেনের সংখ্যা ২০১৬ সালে ১.৭৮ কোটি থেকে বেড়ে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ২৪,১৬২ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। ২০২৬ সালের জুন মাস নাগাদ এই প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল ৫৫.৫ কোটি এবং জুলাই মাস নাগাদ এতে ৭৪১টি ব্যাঙ্ক যুক্ত হয়েছিল। লেনদেনের মোট মূল্য ০.০৭ লক্ষ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৩১৪ লক্ষ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে ১১টি দেশে ইউপিআই পরিষেবা চালু রয়েছে।

১৬. পণ্য ও পরিষেবা কর – জিএসটি

এক দেশ – এক কর । ২০২৫ অর্থবছরে ২২ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি মোট জিএসটি সংগ্রহ

- ২০১৭ সালে চালু হওয়া জিএসটি ব্যবস্থাটি কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরের একাধিক করকে একটি একক কাঠামোর আওতায় নিয়ে এসে 'এক দেশ, এক কর, এক বাজার'-এর ধারণাকে শক্তিশালী করেছে। করদাতার সংখ্যা ২০১৭ সালের ৬৬.৫ লক্ষ থেকে বেড়ে ২০২৬ সালের মে মাসে ১.৬৫ কোটিতে উন্নীত হয়েছে এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরে মোট জিএসটি সংগ্রহের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২২.২৭ লক্ষ কোটি টাকায়।

১৭. আয়ুষ্মান ভারত ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা

৫ লক্ষ টাকার সুরক্ষা কভারেজ। ১২ কোটিরও বেশি পরিবার এর আওতাভুক্ত

- ২০২৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত, ৩৭,৪১৩টি সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে ১২.৬৯ কোটি রোগী চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন, যার ফলে সাধারণ মানুষের ১.৯২ লক্ষ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে। এছাড়া, ৭০ বছর ও তার বেশি বয়সী নাগরিকদেরও এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

১৮. জল জীবন মিশন

১২ কোটিরও বেশি নতুন ট্যাপ সংযোগ। ৮২% -এর বেশি কভারেজ

- ২০১৯ সালে চালু হওয়া এই মিশনের লক্ষ্য ছিল গ্রামীণ পরিবারগুলিতে ট্যাপের মাধ্যমে জল পৌঁছে দেওয়া। ট্যাপ সংযোগযুক্ত গ্রামীণ পরিবারের সংখ্যা ৩.২৩ কোটি থেকে বেড়ে ২০২৬ সালের জুন নাগাদ প্রায় ১৬ কোটিতে পৌঁছেছে। জলের গুণমান পরীক্ষার বিষয়ে ৫ লক্ষেরও বেশি পানি সমিতি এবং ২৪.৮ লক্ষ নারীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

১৯. পিএম-কিষাণ

৪ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি । ৯.৪৪ কোটি কৃষক

- ২০১৯ সাল থেকে কৃষকরা সরাসরি তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে তিনটি কিস্তিতে বার্ষিক ৬,০০০ টাকা করে পাচ্ছেন। ২০২৬ সালের জুলাই মাস নাগাদ ৪ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি অর্থ বিতরণ করা হয়েছে।

২০. লাখপতি দিদি এবং নমো ড্রোন দিদি

৩ কোটিরও বেশি 'লাখপতি দিদি'; স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে ১০.৫৭ কোটি নারী

- 'লাখপতি দিদি' উদ্যোগটি গ্রামীণ নারীদের কেবল সহায়তার গণ্ডি পেরিয়ে টেঁকসই আয়ের সুযোগ ও উদ্যোক্তা হওয়ার পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ক্ষমতায়িত করেছে। ২০২৬ সালের মে মাসের মধ্যে ৩.০৭ কোটি নারী 'লাখপতি দিদি' হয়ে উঠেছেন এবং ১০.৫৭ কোটিরও বেশি নারী স্বনির্ভর গোষ্ঠীর আওতায় সংগঠিত হয়েছেন। 'নমো ড্রোন দিদি' প্রকল্পের লক্ষ্য হলো ১৫,০০০ ড্রোন মোতায়েন করা।



২১. ভারতের সৌর বিপ্লব

১৬৪ গিগাওয়াট-এর বেশি সৌরশক্তি। ১৪.৮ গিগাওয়াট রুফটপ সোলার প্লান্টস

- গুজরাটের সৌরশক্তি সংক্রান্ত উদ্যোগ থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা দেশজুড়ে এই ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। ২০১৪ সালে ভারতে স্থাপিত সৌরবিদ্যুৎ ক্ষমতা ছিল ২.৮ গিগাওয়াট, যা ২০২৬ সালের জুলাই নাগাদ বেড়ে প্রায় ১৬৫ গিগাওয়াটে উন্নীত হয়। পিএম সূর্য ঘর যোজনা-র আওতায় ৫১ লক্ষ পরিবারকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং ২০২৬ সালের আগস্ট নাগাদ ১৪.৮ গিগাওয়াট ক্ষমতার রুফটপ সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়।

২২. পিএম স্বনিধি

~ ৭৮ লক্ষেরও বেশি রাস্তার বিক্রেতা। ১৮,০০০ কোটি টাকারও বেশি ঋণ

- ২০২০ সালে চালু হওয়া এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাস্তার বিক্রেতাদের জামানত-বিহীন কার্যকরী মূলধনের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। ২০২৬ সালের আগস্ট নাগাদ, ৭৮ লক্ষেরও বেশি বিক্রেতা ১.১৮ কোটিরও বেশি ঋণ গ্রহণ করেছিলেন।

২৩. পিএম গতি শক্তি

১৬টি মন্ত্রণালয়। পরিকাঠামো সংক্রান্ত একটি সমন্বিত মানচিত্র

- ২০২১ সালে চালু হওয়া এই জাতীয় মহাপরিকল্পনাটি ১৬টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের পরিকাঠামো সংক্রান্ত তথ্যকে একত্রিত করেছে। সড়ক, রেল, বন্দর, বিমানবন্দর এবং লজিস্টিকস বা পণ্য পরিবহণ নেটওয়ার্কগুলিকে একত্রে পর্যালোচনা করার ফলে প্রকল্পের সমন্বয় ব্যবস্থা শক্তিশালী হয়েছে এবং লজিস্টিকস খরচ কমানোর পথ প্রশস্ত হয়েছে। এই প্ল্যাটফর্মটি বর্তমানে ১০০ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের পরিকাঠামো প্রকল্পগুলিকে মানচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরে।

২৪. স্বামিত্ব ও প্রাকৃতিক কৃষি

৩.৩০ লক্ষ গ্রামে সমীক্ষা । ৩.২৪ কোটি সম্পত্তি কার্ড

- স্বামিত্ব প্রকল্প ড্রোন ও জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহার করে গ্রামীণ সম্পত্তির সঠিক মানচিত্র তৈরির মাধ্যমে সম্পত্তির অধিকারকে সুদৃঢ় করেছে। ২০২৬ সালের আগস্টের মধ্যে ৩.৩০ লক্ষ গ্রামে সমীক্ষা চালানো হয়েছে এবং ৩.২৪ কোটি সম্পত্তি কার্ড তৈরি করা হয়েছে। ২০ লক্ষেরও বেশি কৃষক এবং ১০ লক্ষ হেক্টরেরও বেশি জমিকে প্রাকৃতিক কৃষির আওতায় আনা হয়েছে।

২৫. ক্রীড়াশীল জাতি, বিজয়ী জাতি

১,০০০-এর বেশি খেলো ইন্ডিয়া কেন্দ্র। ২,৭০০-এর বেশি ক্রীড়াবিদ

- ১,০০০-এরও বেশি খেলো ইন্ডিয়া কেন্দ্র এবং ২,৭০০-এর বেশি ক্রীড়াবিদকে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। টোকিও ২০২০ অলিম্পিকে সাতটি পদক জয়, এশিয়ান গেমসে ১০৭টি পদক এবং ২০২২ সালে ঐতিহাসিক থমাস কাপ জয় – এই সাফল্যগুলি ভারতের ক্রমবর্ধমান ক্রীড়া ক্ষমতারই প্রতিফলন। গত ১৩ বছরে ভারত তিনটি প্রধান ক্রীড়া আসরে তার সর্বকালের সেরা সাফল্য অর্জন করেছেঃ টোকিও ২০২০ অলিম্পিকে ৭টি পদক, হাংঝু ২০২৩ এশিয়ান গেমসে ১০৭টি পদক এবং গোল্ড কোস্ট ২০১৮ কমনওয়েলথ গেমসে ৬৬টি পদক জয়।





২৫টি যুগান্তকারী উদ্যোগ

যা গণ আন্দোলনে পরিণত হয়েছে

শাসনব্যবস্থার নেতৃত্বে অতিবাহিত এই ২৫ বছরের যাত্রাপথ ভারতে এক নতুন ধারার সূচনা করেছে, যা প্রতিটি নাগরিক ও সরকারের মধ্যে সরাসরি সংযোগের সেতুবন্ধন গড়ে তুলেছে। এই যাত্রাপথে এমন সব উদ্যোগের উদ্ভব ঘটেছে যা সুশাসন, উন্নয়ন, জনঅংশগ্রহণ এবং বিশ্বমঞ্চে ভারতের ভূমিকার ক্ষেত্রে নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছে। এটা মূলত বিভিন্ন ধারণাকে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচিতে রূপান্তর এবং সেগুলিকে জনঅংশগ্রহণের সঙ্গে যুক্ত করার এক সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রতিফলন। এই উদ্যোগগুলিই ভারতের উন্নয়ন যাত্রাকে এক স্বতন্ত্র পরিচিতি দিয়েছে এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক দুই ক্ষেত্রেই নতুন মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করেছে।

১. ভাইব্র্যান্ট গুজরাট

২০০৩ সালে শুরু হওয়া এই উদ্যোগটি বিনিয়োগের জন্য বিশ্বকে গান্ধীনগরে আমন্ত্রণ জানানোর পাশাপাশি বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে প্রতিযোগিতার এক নতুন মানসিকতা তৈরি করেছিল। সিঙ্গেল-উইন্ডো অনুমোদন ব্যবস্থা এবং নীতিগত দৃঢ় প্রতিশ্রুতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা বিনিয়োগ আকর্ষণের এই মডেলটি পরবর্তীতে অন্যান্য রাজ্যও অনুসরণ করে।

২. রান উৎসব

২০০৫ সালে শুরু হওয়া কচ্ছের 'রান উৎসব' স্থানীয় সঙ্গীত, শিল্পকলা, হস্তশিল্প এবং রন্ধনশৈলীকে পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত করার এক মাধ্যম হয়ে ওঠে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের এই লবণাক্ত মরুভূমি গ্রামীণ সাংস্কৃতিক পর্যটনের একটি আদর্শ উদাহরণ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে; এটা কারুশিল্পীদের জন্য নতুন বাজারের সুযোগ তৈরি করে এবং বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত একটি মডেলে পরিণত হয়।

৩. কৃষি মহোৎসব

বিজ্ঞানী, সরকারি কর্মকর্তা এবং কৃষকদের সরাসরি সংযুক্ত করার মাধ্যমে কৃষি বিষয়ক পরামর্শ পরিষেবাগুলিকে মাঠপর্যায়ের সুনির্দিষ্ট চাহিদার উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়েছিল। সয়েল হেলথ কার্ড-এর ব্যবহার এবং ধারাবাহিক আলোচনার ফলে কৃষিকাজ কেবল একটি ঋতুভিত্তিক কার্যকলাপের গণ্ডি পেরিয়ে নিরন্তর জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত একটি আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়।

৪. বাঞ্চে গুজরাট

"পুরো রাজ্য জুড়ে এক ঘন্টা পড়ার" এই আহ্বানটি বই পড়ার অভ্যাসকে শুধুই ব্যক্তিগত গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না রেখে একটি যৌথ গণ সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত করেছিল। শিক্ষার্থী ও নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রন্থাগারগুলিরও উন্নয়ন সাধন করা হয়েছিল।

৫. জন অংশগ্রহণ

বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের নিষ্ক্রিয় সুবিধাভোগী থেকে নাগরিকদের শাসনব্যবস্থার অংশীদারে রূপান্তরিত করার যে লক্ষ্য নেওয়া হয়েছিল, তা নিশ্চিত করেছে যে নীতি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে তাদের মতামত ও প্রতিক্রিয়াকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। এটা উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণের মনোভাবকে আরও জোরদার করেছে।

৬. মন কি বাত

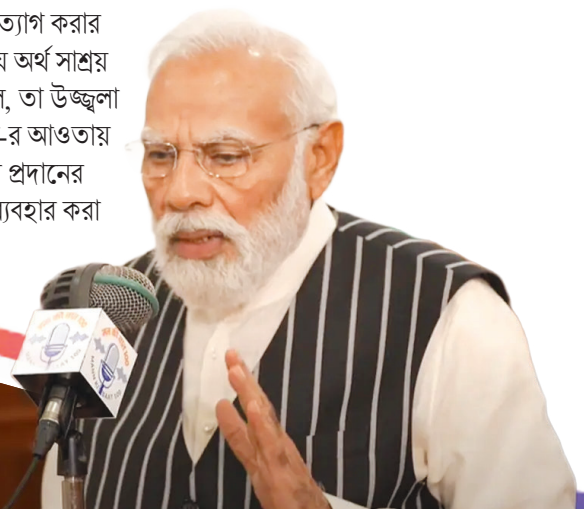
মাসিক রেডিও আলোচনার এই অনুষ্ঠানটি প্রধানমন্ত্রী ও নাগরিকদের মধ্যে যোগাযোগের একটি অনন্য মাধ্যম গড়ে তুলেছে। সরকারি নীতি, প্রশংসনীয় উদ্যোগ এবং সামাজিক প্রচার-অভিযান নিয়ে সহজসরল আলোচনার মাধ্যমে সরকারি যোগাযোগ ব্যবস্থা শুধুই আনুষ্ঠানিক ভাষণের গণ্ডি ছাড়িয়ে আরও অর্থবহ হয়ে উঠেছে।

৭. ঔপনিবেশিক মানসিকতা থেকে মুক্তি

রাস্তাঘাট, শহর, ভবন ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ঔপনিবেশিক নাম ও প্রতীকগুলি পরিবর্তন করে সেগুলির জায়গায় দেশীয় পরিচিতি বা নাম প্রবর্তনের প্রচেষ্টা – জনগণের স্মৃতি ও সাংস্কৃতিক আত্মবিশ্বাস পুনরুদ্ধারের একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে। এখন ২০৩৫ সালের মধ্যে ঔপনিবেশিক মানসিকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্তির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

৮. 'গিভ ইট আপ' প্রচার অভিযান

এলপিজি-র ভর্তুকি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করার যে আহ্বান জানানো হয়েছিল, তা যৌথ দায়িত্ববোধের চেতনাকে জাগ্রত করেছে। ১ কোটি ১৩ লক্ষেরও বেশি পরিবার ভর্তুকি ত্যাগ করার ফলে যে অর্থ সাশ্রয় হয়েছিল, তা উজ্জ্বলা যোজনা-র আওতায় সংযোগ প্রদানের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।



৯. আন্তর্জাতিক যোগ দিবস

যোগব্যায়ামকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরার প্রচেষ্টার ফলে ২১ জুন তারিখটি 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ফলে, ভারতের এই ঐতিহ্যটি জনস্বাস্থ্যের লক্ষ্যে একটি বৈশ্বিক উদ্যোগে পরিণত হয়েছে এবং বর্তমানে ১৯০টিরও বেশি দেশে এটি উদযাপিত হয়। এ বছর ভারতের বাইরে ১,৩০০-এরও বেশি জায়গায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, যার মধ্যে কয়েকটি স্থান গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডও গড়েছে।

১০. বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও

আগে প্রতি ১,০০০ জন ছেলের বিপরীতে মেয়েদের সংখ্যা ছিল ৯১৮ জন। ২০১৫ সালে চালু হওয়া 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' (কন্যা বাঁচান, কন্যাকে শিক্ষিত করুন) প্রকল্পটি স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও আইন প্রয়োগকারী পদক্ষেপের সমন্বয়ে কন্যা শিশুর জীবন, শিক্ষা ও অধিকারকে একটি একক অভিযানের আওতায় নিয়ে আসে। কন্যাশিশুদের জীবন ও শিক্ষার সুরক্ষা নিশ্চিত করা একটি জাতীয় লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে।

১১. জনগণের পদ্ম পুরস্কার

পদ্ম পুরস্কারের নির্বাচন প্রক্রিয়াকে আরও বিস্তৃত করার মাধ্যমে গ্রামীণ, প্রত্যন্ত এবং তৃণমূল পর্যায়ের অবদানকারীদের জাতীয় স্বীকৃতির কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসা হয়েছে। জাতীয় স্বীকৃতির মূল মনোযোগ অভিজাত শ্রেণীর গণ্ডি পেরিয়ে সাধারণ মানুষের অসাধারণ কৃতিত্বের দিকে সরে এসেছে। এর ফলে নেপথ্যের নায়কদের খুঁজে বের করে তাদের সম্মানিত করার এক নতুন ধারার সূচনা হয়েছে।

১২. এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত

বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস ও উৎসবের আদানপ্রদানের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্যকে শুধুই একটা সাংবিধানিক নীতি থেকে এক প্রাণবন্ত অভিজ্ঞতায় রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।

১৩. ইউপিআইঃ একটি বৈপ্লবিক ও গণতান্ত্রিক উদ্যোগ

ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থাকে শুধুই কোন পণ্যের ব্র্যান্ড হিসেবে নয় বরং একটি গণ পরিকাঠামো হিসেবে গড়ে তোলার যে দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হয়েছিল, তা পেমেন্ট প্রক্রিয়াকে তাৎক্ষণিক, বিনামূল্যে এবং সর্বব্যাপী করে তুলেছে। ইউপিআই ভারতের ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এনেছে।

১৪. 'খেল মহাকুম্ভ' থেকে 'খেলো ইন্ডিয়া'

গ্রাম ও স্কুল পর্যায় পর্যন্ত প্রতিযোগিতার আয়োজন সম্প্রসারিত করার ফলে বড় শহর এবং নির্দিষ্ট কিছু অ্যাকাডেমির গণ্ডি পেরিয়ে প্রতিভাবান খেলোয়াড় খুঁজে বের করার প্রক্রিয়াটি আরও ব্যাপক হয়েছে। যুবসমাজের বিকাশের একটি সামগ্রিক মাধ্যম হিসেবে খেলাধুলাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

১৫. এক জেলা, এক পণ্য (ODOP)

ব্র্যান্ডিং, জিআই ট্যাগিং, ই-কমার্স এবং রপ্তানি সহায়তার সঙ্গে প্রতিটি জেলার অনন্য পণ্যকে যুক্ত করার মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতি এক নতুন পরিচিতি লাভ করেছে। এর ফলে কারিগর এবং কৃষকদের জন্য বাজারের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে।

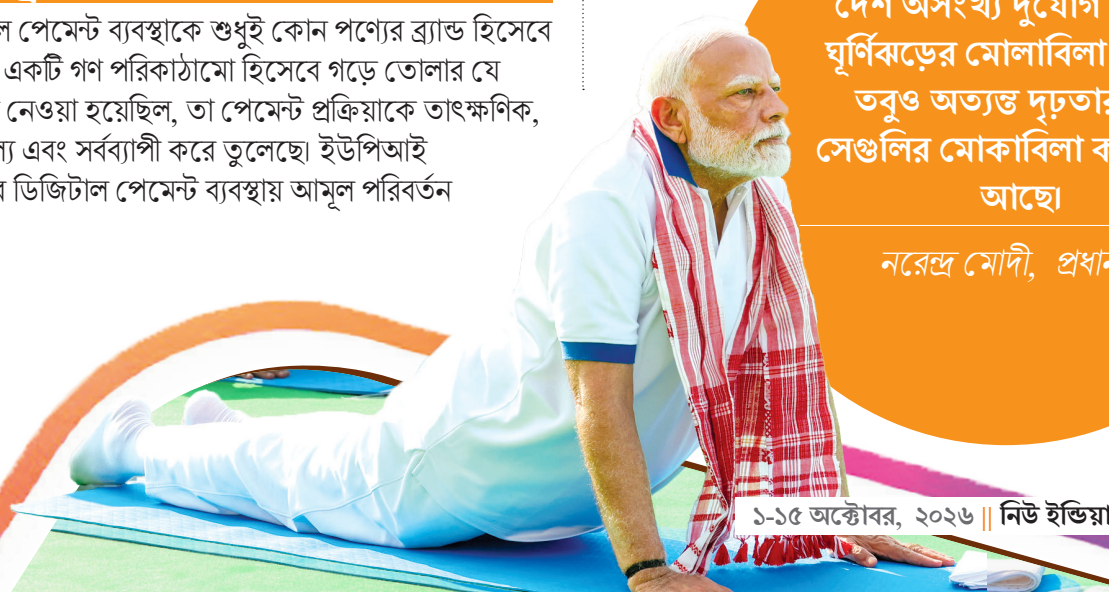
১৬. উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা ও ভাইব্রান্ট গ্রামগুলি

রিয়েল-টাইম ডেটা, র‍্যাঙ্কিং এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে অনগ্রসর অঞ্চলগুলিতে প্রতিযোগিতামূলক উন্নয়নের সংস্কৃতি গড়ে তোলা হয়েছে। এমনকি সবচেয়ে দুর্গম ও চ্যালেঞ্জিং এলাকাগুলিকেও উন্নয়নের মূলধারায় নিয়ে আসা হয়েছে।

১৭. পরীক্ষা পে চর্চা

সংলাপের এক নতুন ঐতিহ্য গড়ে তোলা হয়েছে। পরীক্ষার চাপকে জন-আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে তুলে ধরার মাধ্যমে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই উদ্যোগটি পরীক্ষার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিয়েছে – অর্থাৎ পরীক্ষাকে মানসিক চাপের কারণ হিসেবে না দেখে বরং একটা সুযোগ হিসেবে দেখার মানসিকতা তৈরি করেছে – এবং সামগ্রিক বিকাশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

> "দেশ অসংখ্য দুর্যোগ ও প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের মোলাবিলা করেছে, তবুও অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে সেগুলির মোকাবিলা করে টিকে আছে।
>
> *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*





১৮. স্ট্যাচু অফ ইউনিটি

পর্যটন, বিনোদন এবং সম্মেলনের সুবিধাগুলিকে একত্র করার মাধ্যমে বিশ্বের সর্বোচ্চ এই ভাস্কর্যটিকে (১৮২ মিটার) অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি কেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছে। এই স্মৃতিস্তম্ভটি স্থানীয় পর্যায়ের দীর্ঘস্থায়ী কর্মসংস্থান ও পর্যটন বিকাশের ভিত্তি স্থাপন করেছে; এর ফলে মাত্র সাত বছরের মধ্যেই এখানে দর্শনার্থীর সংখ্যা ২.৭৫ কোটি ছাড়িয়ে গেছে।

১৯. বন্দে ভারত ট্রেন

দেশীয় নকশা ও উৎপাদন সক্ষমতার মাধ্যমে আধুনিক রেলযাত্রার ধারণাকে নতুন রূপ দেওয়া হয়েছে। ভারতের বিশাল ও জটিল রেল ব্যবস্থায় আত্মনির্ভরশীলতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে এই ট্রেনগুলি; এগুলি এখন দেশীয় উদ্ভাবন, আরামদায়ক ও সুবিধাজনক ভ্রমণের প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

২০. আত্মনির্ভর ভারত

প্রতিরক্ষা, ওষুধ শিল্প, সেমিকন্ডাক্টর, সৌরশক্তি এবং ইলেকট্রনিক্সের মতো ক্ষেত্রগুলিতে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 'প্রোডাকশন-লিঙ্কড ইনসেন্টিভ' (PLI) বা উৎপাদন-ভিত্তিক প্রণোদনা ব্যবস্থার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীলতা ও প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতার সফল সমন্বয় ঘটানো হয়েছে এবং আত্মনির্ভরশীলতার এই আহ্বান শেষ পর্যন্ত একটি গণ আন্দোলনে রূপ নিয়েছে।

২১. স্থানীয় পণ্যের প্রসার

'ভোকাল ফর লোকাল' উদ্যোগটি ভোক্তাদের স্থানীয় পণ্যকে অগ্রাধিকার দিতে উৎসাহিত করেছে। এর ফলে কারিগর, তাঁতশিল্প এবং ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগগুলিকে (এমএসএমই) বাজারের চাহিদার সঙ্গে সংযুক্ত করার একটি প্রক্রিয়া গড়ে উঠেছে।

২২. মিশন লাইফঃ পরিবেশ-বান্ধব জীবনধারা

জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলার বিষয়টি কেবল সরকার ও শিল্পের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না রেখে ব্যক্তিগত জীবনধারার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সচেতন ও পরিমিত ভোগকে একটি যৌথ দায়িত্ব হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

২৩. শ্রী অন্ন (মিলেট)

বাজরা (পার্ল মিলেট), জোয়ার (সোরঘাম) এবং রাগি (ফিঙ্গার মিলেট)-এর মতো ঐতিহ্যবাহী শস্যের উৎপাদন সহায়তা, গনবন্টন ব্যবস্থা, স্কুল মধ্যাহ্নভোজন কর্মসূচি এবং রপ্তানি প্রণোদনার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে পুষ্টি ও জলবায়ু-সহনশীল কৃষির প্রসার ঘটানো হয়েছে। ভারতের আহ্বানে সাড়া দিয়ে জাতিসংঘ ২০২৩ সালকে 'আন্তর্জাতিক মিলেট বর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করেছে, যা বৃষ্টি-নির্ভর কৃষির সঙ্গে যুক্ত কৃষকদের জন্য লাভজনক ফসল উৎপাদনের সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে।

২৪. নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম

লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের বিধানটি তাঁদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। এটা পঞ্চায়েত স্তর থেকে শুরু করে সংসদ পর্যন্ত নারী-নেতৃত্বাধীন উন্নয়নের গতিকে আরও জোরদার করেছে।

২৫. SHANTI-র মাধ্যমে ভারতের পারমাণবিক ক্ষেত্রের নতুন উদ্যোগ

আধুনিক জবাবদিহিতা ও নিয়মনীতির কাঠামোর আওতায় অসামরিক পারমাণবিক শক্তি ক্ষেত্রকে বেসরকারি ও বিদেশি অংশগ্রহণের জন্য উন্মুক্ত করার লক্ষ্যে একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এই প্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিল জ্বালানি নিরাপত্তা, পরিচ্ছন্ন বেস-লোড পাওয়ার এবং দীর্ঘমেয়াদী সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নতুন মানদণ্ড স্থাপন করা।





২৫টি উদ্যোগ যা কর্মপদ্ধতি ও কার্যক্রমে আমূল পরিবর্তন এনেছে

সুশাসনের পথে ২৫ বছরের যাত্রায় প্রধানমন্ত্রী মোদী রাজ্য থেকে জাতীয় – সর্বস্তরে এমন সব ধারণা ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ প্রবর্তন করেছেন, যা শুধুই সাধারণ কিছু প্রকল্পের গণ্ডি ছাড়িয়ে শাসনব্যবস্থার কার্যপদ্ধতিকেই নতুন রূপ দিয়েছে। এই উদ্যোগগুলির লক্ষ্য ছিল কেবল ব্যবস্থাকে সচল রাখা নয় বরং সেটাকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আমূল পরিবর্তন করা। এই পরিবর্তনের ফলে সরকারের দায়িত্বভার সমাজের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে, নীতিনির্ধারণের প্রক্রিয়ায় নাগরিকরা সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হয়ে উঠেছেন, প্রযুক্তি জনসেবার মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে এবং জাতীয় উদ্যোগগুলি বিশ্বমঞ্চে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

১. **ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন ম্যানেজমেন্ট অর্গানাইজেশন (WASMO), গুজরাট (২০০৩):** গ্রামীণ জল সরবরাহ প্রকল্পের দায়িত্ব সরকারি পর্যায় থেকে গ্রামের হাতে ন্যস্ত করা হয়। পরিকল্পনা, নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব 'পানি সমিতি'গুলির (জল কমিটি) ওপর অর্পণ করা হয়। নারীদের অংশগ্রহণের ফলে এই উদ্যোগটি একটি সম্প্রদায়-চালিত মডেলে রূপান্তরিত হয়, যা পরবর্তীতে জল জীবন মিশন-এ গ্রহণ করা হয়।

২. **এসডিএমএ (২০০৩):** ভুজ ভূমিকম্পের পর, গুজরাট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে কেবল ত্রাণ কার্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে প্রস্তুতি, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ঝুঁকি হ্রাসের ওপর গুরুত্ব দিয়ে একটি আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হিসেবে গড়ে তোলে। ২০০৫ সালে জাতীয় পর্যায়েও অনুরূপ একটি ব্যবস্থা চালু করা হয়।

৩. **বিশেষায়িত ক্ষেত্রের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ঃ** ফরেনসিক সায়েন্স, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, জ্বালানি, ক্রীড়া, শিক্ষা, সংস্কৃত এবং যোগব্যায়ামের মতো ক্ষেত্রগুলির জন্য বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এর ফলে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের প্রয়োজন অনুযায়ী দক্ষতা ও জ্ঞানবিকাশের জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি তৈরি হয়।

৪. **GIFT সিটি (২০০৭):** ভারতে আন্তর্জাতিক আর্থিক

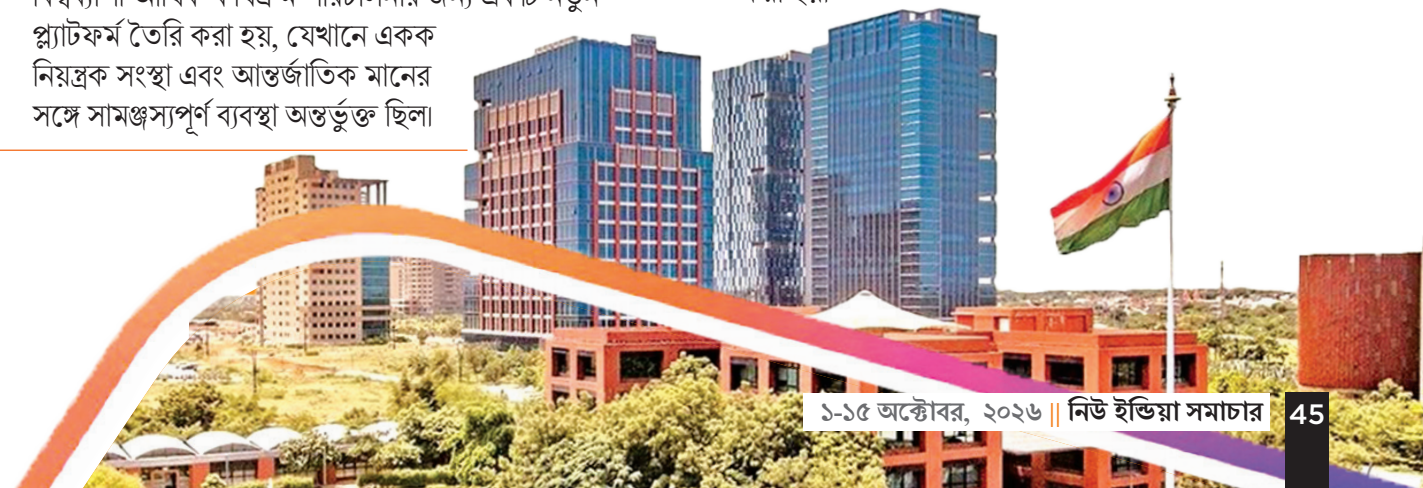
পরিষেবার জন্য একটি গ্রিনফিল্ড হাব গড়ে তোলা হয়। বিশ্বব্যাপী আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি নতুন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়, যেখানে একক নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৫. **পৃথক জলবায়ু পরিবর্তন বিভাগ (২০০৯):** জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা সরকারের একটি স্থায়ী দায়িত্বে পরিণত হয়। সরকার নবায়নযোগ্য শক্তি, জল সংরক্ষণ, নির্গমন হ্রাস এবং জলবায়ু-বান্ধব পরিকল্পনার জন্য সুনির্দিষ্ট বাজেট ও প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলে।

৬. **মাইগভ (২০১৪):** এই প্ল্যাটফর্মটি নাগরিকদের সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে অর্থবহভাবে যুক্ত হওয়ার একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এর ফলে জনগণের ভূমিকা শুধুই দর্শকের পর্যায় থেকে সরে এসে সক্রিয় অংশগ্রহণকারীর পর্যায়ে উন্নীত হয়।

৭. **নীতি আয়োগ (২০১৫):** পরিকল্পনা কমিশনের স্থলাভিষিক্ত হয় নীতি আয়োগ। বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা, স্টেট সাপোর্ট মিশন এবং অ্যাসপিরেশনাল ডিস্ট্রিক্টস প্রোগ্রাম –এর মাধ্যমে নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়াকে বাস্তব ফলাফল এবং সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

৮. **প্রগতি (২০১৫):** A থমকে থাকা প্রকল্পগুলির পর্যালোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি ব্যবস্থা চালু করা হয়, যার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য – দুই স্তরের কর্মকর্তাদের যৌথভাবে জবাবদিহিতার আওতায় আনা হয়। একটি সমন্বিত প্ল্যাটফর্মে প্রকল্পের অগ্রগতি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি দৃশ্যমান করার ব্যবস্থা করা হয়।





৯. **ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স (২০১৫):** ভারত ও ফ্রান্সের উদ্যোগে সৌরশক্তির জন্য একটি চুক্তিভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠিত হয়। যৌথ ক্রয়, মান নির্ধারণ, প্রকল্প প্রস্তুতি এবং অর্থায়নের মত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৌরশক্তি বিশ্বব্যাপী সহযোগিতার একটি ভিত্তি হয়ে ওঠে।

১০. **ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (২০১৬):** আধার, ইউপিআই এবং অ্যাকাউন্ট এগ্রিগেটর –এর মতো উন্মুক্ত ডিজিটাল কাঠামো তৈরি করা হয়, যা ব্যাঙ্ক, স্টার্টআপস এবং সরকারকে এগুলির ওপর ভিত্তি করে নতুন পরিষেবা গড়ে তোলার সুযোগ করে দেয়। ডিজিটাল অ্যাকাউন্টের সরকারি সুবিধাগুলি একটা যৌথ ভিত্তির রূপ নেয়।

১১. **জিইএম (২০১৬):** সরকারি কেনাকাটা বা সংগ্রহ প্রক্রিয়াকে একটি একক অনলাইন প্ল্যাটফর্মে একত্রিত করা হয়, যার ফলে মূল্য, পণ্য এবং বিক্রেতা সংক্রান্ত বিষয়ে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায়। কেনাকাটার ব্যবস্থাটি মধ্যস্বত্বভোগী ও সীমিত প্রতিযোগিতার গণ্ডি পেরিয়ে একটি উন্মুক্ত ডিজিটাল বাজারের দিকে ধাবিত হয়।

১২. **ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাং ক্রাপ্টসি কোড (২০১৬):** আর্থিক সংকট বা বিপর্যয় সমাধানের জন্য এটা একটা সমন্বিত, ঋণদাতা-চালিত এবং সময়সীমা-নির্ধারিত ব্যবস্থা চালু করে। এটা ঋণ সংক্রান্ত শৃঙ্খলার জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি প্রদান করে।

১৩. **অটল ইনোভেশন মিশন (২০১৬):** স্কুল পর্যায়ে উদ্ভাবনী কার্যক্রম ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে অটল টিঙ্কারিং ল্যাব এবং স্টার্টআপগুলির সহায়তার জন্য অটল ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন করা হয়। এর ফলে ব্যাপক পরিসরে উদ্ভাবনী মানসিকতা উল্লেখ্যভাবে গতি পায়। এ পর্যন্ত ১০,০০০টি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে; যার মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশ সরকারি স্কুলে এবং অর্ধেকেরও বেশি গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত।

১৪. **রেরা (২০১৬):** আবাসন বা রিয়েল এস্টেট ক্ষেত্রে ক্রেতাদের অধিকার আইনি সুরক্ষা লাভ করে। প্রকল্পের নিবন্ধন, ক্রেতাদের অর্থ পৃথক অ্যাকাউন্টে সংরক্ষণ এবং বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায়।

১৫. **জিএসটি কাউন্সিল অনগ্রসর শ্রেণি বিষয়ক জাতীয় কমিশনঃ** একটি সাংবিধানিক সংস্থার মাধ্যমে কেন্দ্র ও রাজ্যকে কর সংক্রান্ত বিষয়ে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করা হয়। জিএসটি ব্যবস্থা বিভিন্ন পরোক্ষ করের স্থলাভিষিক্ত হয় এবং একটি অভিন্ন জাতীয় বাজার গড়ে তোলার পথে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে।

১৬. **অনগ্রসর শ্রেণি বিষয়ক জাতীয় কমিশনঃ** সাংবিধানিক মর্যাদা প্রদানের মাধ্যমে অনগ্রসর শ্রেণি বিষয়ক জাতীয় কমিশন-এর প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থান সুদৃঢ় করা হয়। এর ফলে জনসংখ্যার একটি উল্লেখ্য অংশের জন্য একটি স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক কণ্ঠস্বর নিশ্চিত হয়।

১৭. **চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ (২০১৯):** তিন বাহিনীর মধ্যে উন্নত সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস) পদ এবং সামরিক বিষয়ক বিভাগ গঠন করা হয়। দীর্ঘদিনের প্রস্তাবিত যৌথ সামরিক কাঠামোর বিষয়টি একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে।

১৮. **সিডিআরআই (২০১৯):** ভারতের উদ্যোগে দুর্যোগ-সহনশীল পরিকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি আন্তর্জাতিক জোট গঠিত হয়। গবেষণা, কারিগরি সহযোগিতা এবং নির্মাণকাজের সুদৃঢ় মানদণ্ড নির্ধারণের মাধ্যমে 'সহনশীলতা' একটি যৌথ বৈশ্বিক অগ্রাধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯. **মিশন কর্মযোগী- iGOT (২০২০): (2020):** সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে পদমর্যাদা ও জ্যেষ্ঠতার ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত প্রথাগত ব্যবস্থার পরিবর্তে নিরবচ্ছিন্ন ও দক্ষতা-ভিত্তিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কর্মকর্তাদের নিজ নিজ কাজের ধরণ বা ভূমিকার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ডিজিটাল প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

২০. **IN-SPACE – মহাকাশ ক্ষেত্রে বেসরকারি কোম্পানিগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধি (২০২০):** মহাকাশ ক্ষেত্রের বেসরকারি কোম্পানিগুলির জন্য একটি সিঙ্গেল-উইন্ডো বা একক-কেন্দ্রিক সহায়তা ব্যবস্থা চালু করা হয়। এর ফলে রকেট উৎক্ষেপণ, স্যাটেলাইট, পরীক্ষণ সুবিধা এবং মহাকাশ-ভিত্তিক পরিষেবার মতো ক্ষেত্রগুলিতে বেসরকারি ক্ষেত্রের অগ্রগতির জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক পথ সুগম হয়।





২১. সমবায় মন্ত্রণালয় (২০২১): সমবায় ক্ষেত্রের জন্য একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটা জাতীয় সমবায় ডেটাবেস, বহু-রাজ্য সমবায় কাঠামো এবং পিএসিএস (প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতি)-এর কমপিউটারাইজেশনের মতো উদ্যোগগুলির জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি প্রদান করে।

২২. গ্লোবাল বায়োফুয়েলস অ্যালায়েন্স (২০২৩): ভারত, ব্রাজিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে জৈব-জ্বালানি বিষয়ক একটি যৌথ আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম গঠন করা হয়। অভিন্ন মানদণ্ড, প্রযুক্তি এবং বাণিজ্যের মাধ্যমে বৈশ্বিক জ্বালানি রূপান্তর প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়।



২৩. অগ্নিপথ প্রকল্প (২০২২):

'অগ্নিবীর' ব্যবস্থার মাধ্যমে সৈন্যদের নিয়োগ ও পরিষেবা কাঠামোতে পরিবর্তন আনা হয়। চার বছরের চাকরির মেয়াদ, নির্বাচিত কর্মীদের স্থায়ীভাবে রেখে দেওয়ার বিধান এবং পরবর্তী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদে সশস্ত্র বাহিনীকে আরও তরুণ ও কর্মক্ষম করে তোলার পথ সুগম করা হয়।

২৪. মেরা যুব ভারত (২০২৩):

তরুণদের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন, স্বেচ্ছাসেবা, নেতৃত্ব এবং স্থানীয় উন্নয়নের বিভিন্ন দিককে একত্রিত করার লক্ষ্যে একটি সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছিল। নিবন্ধন ও একটি যৌথ ডেটাবেসের মাধ্যমে তরুণদের অংশগ্রহণের বিষয়টি একটি সুসংহত কাঠামো লাভ করে।

২৫. ইন্টারন্যাশনাল বিগ ক্যাট অ্যালায়েন্স (২০২৩):

বিগ ক্যাট-এর সাতটি প্রজাতির সংরক্ষণের জন্য একটি আন্তর্জাতিক সহযোগিতামূলক প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। গবেষণা, পর্যবেক্ষণ, চোরাশিকার-বিরোধী পদক্ষেপ এবং সর্বোত্তম কর্মপদ্ধতি বিনিময়ের মাধ্যমে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা লাভ করে।

"নীতি ও শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে আমার ২৫ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। যারা এই দীর্ঘ সময়ে আমাকে দেখেছেন, তারা জানেন যে কোন মাইলফলক স্পর্শ করার পর শুধু উদযাপনের মাধ্যমেই সন্তুষ্ট থাকার মতো মানুষ মোদী নন। কোন লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার পরপরই আমি আরও বড় কোন লক্ষ্যের প্রস্তুতির কাজে নেমে পড়ি।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী



মুম্বাইয়ে ‘আন্তর্জাতিক ফিনটেক উৎসব ২০২৬’-এর উদ্বোধন

ইউপিআই...
এক সভ্যতার ইতিকথা

প্রযুক্তিক্ষেত্রে ভারতের অভাবনীয় উত্থানের প্রতিফলন ইউনিফায়েড পেমেন্টস ইন্টারফেস (ইউপিআই)। পরিবর্তনের এক অবিসংবাদিত সাফল্যের উদাহরণ এটি। ইউপিআই শুধুমাত্র কোনও প্রযুক্তিগত উদাহরণই নয়, একে এক সভ্যতার ইতিকথা বলা চলে। মুম্বাইয়ে ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক ফিনটেক উৎসবের উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে লেনদেনের ক্ষেত্রে বড় এক অংশীদার ফিনটেক বাজার। এখন সময় এসেছে এর পরবর্তী ধাপে এগিয়ে যাওয়ার।



অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি অত্যন্ত কার্যকর একটি মাধ্যম। ইউপিআই তারই উদাহরণ। ফিনটেক-এর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হল, যেখানে চিরায়ত পদ্ধতি কাজ করে না – ব্যাঙ্ক এবং ব্যাঙ্কের শাখা যে অঞ্চলে পৌঁছতে পারে না, সেখানে ফিনটেক প্রয়োজনীয় পরিষেবা পৌঁছে দেয়। ইউপিআই সফলভাবে ব্যাঙ্কিং পরিষেবাকে সেইসব মানুষ এবং অঞ্চলে পৌঁছে দিয়েছে যেগুলি এর আগে এই পরিষেবার থেকে বঞ্চিত ছিল। ‘আন্তর্জাতিক ফিনটেক উৎসব ২০২৬’-এর উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, ফিনটেক বাজারকে ঋণ সংক্রান্ত লেনদেন, বিমা, সঞ্চয়, বিনিয়োগ এবং পেনশনের মতো ক্ষেত্রগুলিতে পৌঁছাতে হবে।

২৬ আগস্ট ইউপিআই-এর ১০ম বার্ষিকী উদযাপিত হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১০ বছর আগে যখন তিনি বলেছিলেন, সকলের হাতের মুঠোয় ব্যাঙ্ক থাকবে, তখন অনেকের কাছেই বিষয়টি অবাস্তব বলে মনে হয়েছিল। প্রজন্মের পর প্রজন্ম লক্ষ লক্ষ মানুষ ব্যাঙ্কিং পরিষেবার বাইরে ছিলেন। এক দশক পর তাঁরাই ভারতের ফিনটেক ব্যবস্থার উন্নয়নে মূল চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছেন।

সারা বিশ্বের কাছে ভারতের উন্নয়ন নতুন এক আস্থা অর্জন করেছে

সমগ্র বিশ্বজুড়ে এখন সংঘাত ও অনিশ্চয়তার আবহ। জ্বালানী ও পণ্যসামগ্রীর সরবরাহ শৃঙ্খলে টানাপোড়েন, ব্যবসা সংক্রান্ত ক্ষেত্রেও নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিচ্ছে। গত কয়েক মাস ধরে এই পরিস্থিতি চলছে। এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিক ছিল অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। এই পরিস্থিতিতেও সংশ্লিষ্ট সময়কালে ভারতের উন্নয়ন হার ৭.৮ শতাংশ। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে এটি নতুন এক আস্থা অর্জন করেছে। ভারতের সভারেন রেটিং উন্নয়নের প্রতি আস্থার আরেকটি উদাহরণ। সম্প্রতি জাপানের একটি ক্রেডিট রেটিং সংস্থা ভারতের সভারেন রেটিং-কে ‘এ’তে উন্নীত করেছে। তিন দশক পর এই মাইলফলক অর্জন করা সম্ভব হল। গত কয়েক বছর ধরে ভারতের উন্নয়নযাত্রা, ম্যাক্রো-অর্থনীতির স্থিতাবস্থা এবং কাঠামোগত সংস্কারের প্রতি বিশ্বের আস্থা এর মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে।

শুধুমাত্র আগস্ট মাসেই ইউপিআই-এর মাধ্যমে ২,৪০০ কোটি আর্থিক লেনদেন হয়েছে। বিশ্বের ১১টি দেশে ভারতের ইউপিআই ব্যবস্থা এই মুহূর্তে কার্যকর।



‘ডিজিটাল ইন্ডিয়া’র সাফল্যের কাহিনী এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। ফিনটেক-এ আমাদের সাফল্য নতুন এক উচ্চতায় উন্নীত হয়েছে যা নিরাপদ এবং জনগণের আস্থা অর্জন করেছে। পাশাপাশি, প্রযুক্তি সকলেই ব্যবহার করতে পারছেন।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

ফিনটেক সংস্থাগুলির জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব ...

একবিংশ শতাব্দীর ২৫ বছরের দ্বিতীয় সময়কাল আমাদের জন্য নতুন নতুন সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে। এজেন্টিক এআই, টোকেনাইজেশন এবং কোয়ান্টাম কম্পিউটিং-এর মতো প্রযুক্তি আর্থিক ক্ষেত্রে নতুন নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে। এই সম্ভাবনাগুলিকে ইতিবাচক প্রভাবে পরিণত করাই এখন আমাদের চ্যালেঞ্জ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ফিনটেক সংস্থাগুলিকে পরামর্শ দিয়েছেন তারা যৌথভাবে নির্দিষ্ট একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করুক। তাঁর কয়েকটি প্রস্তাব হল – এই ক্ষেত্রটি যদি ঐ বেঞ্চমার্কগুলিকে অর্জন করে তাহলে ভারতের ফিনটেক শিল্পের সামনে সীমাহীন সম্ভাবনা উন্মুক্ত হবে :

১. ভারতের সাইবার নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।

২. এই শিল্পকে নৈতিক তথ্য সুরক্ষার জন্য নিজস্ব মানদণ্ড রচনা করতে হবে।

৩. ফিনটেক শিল্পে একটি নিয়ন্ত্রক ও উদ্ভাবনী ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।

৪. ফিনটেক ক্ষেত্রে গ্রাহকদের সুরক্ষা সংক্রান্ত একটি সূচক তৈরি করতে হবে যার ফলে প্রতিটি সংস্থার জন্য একটি স্বচ্ছ রেটিং ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পুরো অনুষ্ঠানটি দেখতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

প্রধানমন্ত্রী আবারও জানিয়েছেন ভারতের “রিফর্ম এক্সপ্রেস” আরও দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

বিষয়টি শুধু কথার মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী সীমাবদ্ধ রাখেননি, অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, প্রশাসক হিসেবে তাঁর ২৫ বছর পূর্তি হচ্ছে। যাঁরা তাঁকে গত কয়েক বছর ধরে দেখে আসছেন, তাঁরা জানেন, যখনই শ্রী মোদী কোনও অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছান, তখনই তিনি পরবর্তীতে আরও বড় কোনও লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের ইউপিআই এখন অনেক দেশে কার্যকর। এটি প্রথম ধাপ। এর পরের লক্ষ্য হল, সংশ্লিষ্ট দেশগুলির আর্থিক লেনদেনের ব্যবস্থার সঙ্গে ইউপিআই-কে একীভূত করা। সিঙ্গাপুরে ইতোমধ্যেই সেই কাজটি সম্পন্ন হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ফিনটেক উৎসব মুম্বাইয়ে ৮ থেকে ১১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়

সপ্তম আন্তর্জাতিক ফিনটেক উৎসব ২০২৬ মুম্বাইয়ে ৮ থেকে ১১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। ২০২০ সাল থেকে এই উৎসব আন্তর্জাতিক স্তরে নীতি-নির্ধারক, নিয়ন্ত্রক, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ফিনটেক সংস্থা, প্রযুক্তি সংস্থা, বিনিয়োগকারী, শিক্ষাবিদ এবং অন্যান্য অংশীদারদের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনার এক গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এর ফলে, আর্থিক ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের মঞ্চ হয়ে উঠেছে এটি।



পণ্য করিডর

পুনঃউদীয়মান ভারতের জীবনরেখা

কেন্দ্রীয় সরকার ২০৪৭ নাগাদ 'বিকশিত ভারত-এর স্বপ্ন পূরণে উদ্যোগী। এক্ষেত্রে সব ধরনের পরিকাঠামো একটি বড় ভূমিকা নিতে চলেছে। সেজন্যই বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার দেশের প্রতিটি অঞ্চলের উন্নয়নে উদ্যোগী। তারই অঙ্গ হিসেবে ৮ সেপ্টেম্বর গুজরাটের ভদোদরায় মোট ৩৫০০০ কোটি টাকার প্রকল্পের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এর মধ্যে রয়েছে পণ্য করিডর, বন্দর, রেল লাইন, সড়ক, বিদ্যুৎকেন্দ্র, আবাসন এবং জল সরবরাহ সংক্রান্ত কর্মসূচি...

উন্নত ভারতের দরকার আধুনিক সময়ের চাহিদা অনুযায়ী সুদৃঢ় যোগাযোগ ব্যবস্থা। সেইজন্যই ২৮০০ কিলোমিটারেও বেশি দীর্ঘ পণ্য করিডরের কাজ শেষ হয়েছে। এর কথা ভাবা হয়েছিল ২০০৪-এ এবং এই কাজ করার জন্য ২০০৬এই একটি সংস্থা তৈরি হয়। কিন্তু লাল ফিতের বাঁধনে ২০১৪-র আগে কাজ শুরু হতেই পারেনি। নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর প্রকল্প রূপায়ণের কাজ শুরু হয় জরুরি ভিত্তিতে। আজ পূর্ব ও পশ্চিম পণ্য করিডর দেশের বাণিজ্য ক্ষেত্রের মেরুদণ্ড বলা যেতে পারে। এইসব পণ্য করিডর

২০১৪-র পর থেকে ভারতে ৫০,০০০ আধুনিক রেল কামরা এবং প্রায় ২.৫ লক্ষ রেল ওয়াগন তৈরি হয়েছে।

পুনঃউদীয়মান ভারতের জীবনরেখা। বর্তমানে পূর্ব এবং পশ্চিম করিডর দিয়ে দিনে ৪৩০টিরও বেশি পণ্যবাহী ট্রেন যাতায়াত করে। আগে ১০০ কিলোমিটার অতিক্রম করতে একটি পণ্যবাহী ট্রেন সাড়ে ৬ ঘন্টার মতো সময় নিত। এখন নিচ্ছে তার অর্ধেক সময়। পণ্যবাহী ট্রাক প্রায় ৩০ ঘন্টা সময় নেয়





দেখবেন রাস্তা-ঘাটে সর্বত্র মিথ্যা বলে আপনাকে বিভ্রান্ত করার লোকের অভাব নেই। কিন্তু ভারতের যুবারা সত্যের আহ্বানে এগিয়ে চলেছেন। তাঁরা দেখেছেন সরকার কতটা একাগ্রচিত্ত- সৌর. বায়ু,জল এবং পারমাণিবক শক্তির প্রসার সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে।

উদ্বোধন ও শিলান্যাস...

- ভদোদরা এবং টান্ডা রোডের মধ্যে নতুন ট্রেন পরিষেবার সূচনা।
- জোবাট-টান্ডা রোড নতুন রেললাইনের উদ্বোধন। এটি তৈরি হয়েছে ছোটা উদেপুর-ধার প্রকল্পের আওতায়।
- ৪৮ নম্বর জাতীয় সড়কের ভদোদরা-সুরাট অংশে কান্দারি চোকরি এবং লুভারা পাতিয়ায় ৬ লেনের উড়ালপুলের উদ্বোধন।
- মোট ১,৭৮০ কোটি টাকার ৩টি মহাসড়ক প্রকল্পের শিলান্যাস।
- ৯৭০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের ৩টি রেল প্রকল্পের শিলান্যাস, যেগুলি রূপায়িত হবে মোট ৩২৯ কিলোমিটার জুড়ে।
- গুজরাট সরকারের প্রায় ২,৬০০ কোটি টাকার একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন।

প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানটি দেখতে এই কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

স্বাভাবিকভাবে যে দূরত্ব অতিক্রম করতে তা পণ্য করিডর বরাবর করে ফেলে ১০-১২ ঘন্টায়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'সপ্তধারা'র একটি বড় স্তম্ভ হল উৎপাদন ক্ষেত্র। এই পরিসরে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করছে ভারত। চিপ থেকে 'শিপ'- যন্ত্রাংশ এবং সমগ্র বিষয়টিই গড়ে উঠছে ভারতে।

দেশে পিভি মডিউলের উৎপাদন শুরু হয়েছে। বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে আরও ২২০ গিগাওয়াট উৎপন্ন করতে সমর্থ হয়েছে ভারত। দেশের ৫৫ লক্ষ পরিবার বাড়ির ছাদে সৌর প্যানেল বসিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, এআই-এর ক্ষেত্রে সুপার পাওয়ার হয়ে উঠতে গেলে দেশে উপযুক্ত পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে হবে। ঠিক সেই কাজটাই হচ্ছে। সেজন্যই বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ইউরেনিয়াম এবং রেয়ার আর্থ সরবরাহ চুক্তি হচ্ছে। এর ফলে দেশের তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যৎ হবে সুরক্ষিত। দুনিয়া পাল্টাচ্ছে, তাই আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রেরও বিবর্তন জরুরি। সেজন্যই শিক্ষানীতি এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি পরিমার্জিত হয়েছে।

পণ্য করিডর সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়

মুম্বাইয়ের জওহরলাল নেহরু বন্দর থেকে ভাদোদরা পর্যন্ত চালু হল ডবল ডেকার পণ্যবাহী ট্রেন। এর ফলে যে পরিমাণ পণ্য পরিবহণ সম্ভব হল, সড়ক পথে তা করতে হলে লাগবে ২৫০টিরও বেশি ট্রাক। ৩২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ করিডরের ৩টি অংশ তৈরি করতে খরচ হয়েছে ২০,৭০০ কোটি টাকা।

জাতীয় শিক্ষক সম্মান বিজেতাদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর বার্তা

প্রকৃত শক্তি...

জ্ঞানের মাধ্যমে সচেতনতা, এবং সচেতনতার মাধ্যমে পরিবর্তন

শিক্ষকরা শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যাদান করেন না; জীবনকে বোঝার এবং এগিয়ে যাওয়ার শিক্ষা দেন তাঁরা। শিক্ষক দিবস (সেপ্টেম্বর ৫) উপলক্ষ্যে তিনি জাতীয় শিক্ষক সম্মান বিজেতাদের সঙ্গে লোককল্যাণ মার্গের বাসভবনে আলাপচারিতায় সামিল হন। তাঁদের অভিজ্ঞতা এবং নতুন চিন্তাভাবনার কথা শোনার পাশাপাশি শিশুদের ভবিষ্যৎ নিয়েও মতবিনিময় করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, শিশুদের জীবনে শিক্ষকদের ভূমিকা ক্রমে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে...

শিক্ষার্থীর পরীক্ষার ফলের বাইরেও আরও নানা বিষয়ে শিক্ষকদের নজর দিতে হবে এবং তাঁদের দৈনন্দিন আচরণ ও জীবনে দিশা দেখাতে হবে বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেজন্যই জাতীয় শিক্ষক সম্মান বিজেতাদের সঙ্গে আলাপচারিতায় প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, শিশুদের সারল্য অটুট রাখা একটা বড় দায়িত্ব- যা পালন করতে হবে শিক্ষকদের। শিশুদের মধ্যে জানার আগ্রহ থাকে এবং তাকে আরও উস্কে দিয়ে তাদের সঠিক পথে পরিচালনা করতে হবে। তবেই শিশুদের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবেন শিক্ষকরা।

শিক্ষকরা সময় মতো প্রয়োজনীয় দিশা দেখাতে পারেন

বইয়ের পড়াটুকু পড়িয়ে দেওয়াতেই শিক্ষকের কাজ শেষ হয় না। শৈশবকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে। শিক্ষক দিবসে প্রধানমন্ত্রী শ্রেণী কক্ষের বাইরেও শিশুদের জীবন ও আচরণকে উপলব্ধি করার ওপর জোর দিয়েছেন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে 'স্ক্রিন'-এ অতিরিক্ত আটকে থাকা এবং মাদক ব্যবহারের প্রবণতার প্রেক্ষিতে এই বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি মনে করেন। খেলাধুলা, সৃজনশীল কর্মকাণ্ড এবং ইতিবাচক নানা কাজকর্ম শিশুদের মধ্যে স্বাস্থ্যকর প্রবণতা গড়ে তুলতে পারে বলে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন। যত্নশীল শিক্ষক শিশুদের আচরণগত পরিবর্তনের দিকে খেয়াল রেখে তাদের পথ দেখাতে পারেন বলে প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য।





জাতীয় শিক্ষক সম্মান প্রদান করলেন রাষ্ট্রপতি

শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে নতুন দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে জাতীয় শিক্ষক সম্মান প্রদান করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। ভাষণে রাষ্ট্রপতি বলেন, শিক্ষা 'সুযোগের সমতা' নিশ্চিত করায় সবচেয়ে বড় শর্ত- যে বিষয়টি সংবিধানে বলা রয়েছে। প্রাথমিক স্তরে স্কুল ছুটের হার কমানোয় সাফল্য সম্ভব হয়েছে শিক্ষকদের প্রচেষ্টাতেই। এজন্য তিনি শিক্ষক সমাজকে ধন্যবাদ জানান। রাষ্ট্রপতি বলেন, শিক্ষার মানোন্নয়ন, দক্ষতায়ন এবং ঔদ্যোগিকতার বিকাশ দেশের উন্নতির ক্ষেত্রে অপরিহার্য শর্ত। ভারত বিশ্বের অন্যতম দক্ষতা কেন্দ্র এবং এই বিষয়টিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া জাতীয় অগ্রাধিকারের মধ্যে পড়ে।

শ্রমের মর্যাদার মতো মূল্যবোধকে শিশুদের মধ্যে গেঁথে দিতে হবে

জাতীয় শিক্ষা নীতি নিয়ে আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী শিশুদের ক্লাসরুমের বাইরে বাস্তব জগতের দক্ষতা এবং বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে পরিচয় করানোর কথা বলেছেন। শুধুমাত্র পাঠক্রমের মধ্যেই আবদ্ধ না রেখে শিশুদের মধ্যে শ্রমের মর্যাদার মতো মূল্যবোধকে জাগ্রত করতে হবে বলে তাঁর মন্তব্য।

পরিবর্তনের সূচনা

আলাপচারিতার কয়েকটি অংশ নিছক কথার কথা নয়; কার্যত পরিবর্তনের সূচনা। একজন শিক্ষক পাঠক্রমের বাইরে গিয়ে শিশুদের পরিচ্ছন্নতা এবং ব্রেস্ট ক্যান্সারের মতো বিষয়ে সচেতন তোলার ক্ষেত্রে তাঁদের উদ্যোগের কথা বলেন। কাশীতে ব্রেস্ট ক্যানসার সম্পর্কে সচেতনতা প্রসার অভিযানের প্রসঙ্গে তুলে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এর ফলে আরও বেশি সংখ্যায় মহিলা এগিয়ে এসে নিজের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উদ্যোগী হয়েছেন। প্রকৃত শিক্ষকের শক্তি এটাই: জ্ঞান থেকে সচেতনতা এবং সচেতনতা থেকে পরিবর্তনের সূচনা।

সাধারণের প্রতি বার্তা দেওয়ার মন্ত্র: আত্মপ্রত্যয় +অনুশীলন

একজন শিক্ষক বলেন ভারত বক্তা হয়ে উঠতে হলে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে অনুশীলন জরুরি। এখানে প্রধানমন্ত্রী একটি প্রশ্ন করেন: 'আত্মপ্রত্যয় আসে কোথা থেকে?' এরপর শুরু হয় এক অসাধারণ আলাপচারিতা এবং সবটাই হয় হাসি-খুশির আবহে।

শিক্ষক সম্মানে ভূষিত ৮২ জন শিক্ষক এবং শিক্ষাবিদ

এ বছর জাতীয় শিক্ষক সম্মান পেয়েছেন বিভিন্ন বিষয়ের ৮২ শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ। এদের মধ্যে ৪৮ জন শিক্ষক বিদ্যালয় শিক্ষা ও সাক্ষরতা প্রসার দপ্তরে কর্মরত। ২১ জন শিক্ষক বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং পলিটেকনিকে কর্মরত। দক্ষতা বিকাশ ও ঔদ্যোগিকতা মন্ত্রকের দপ্তরে কর্মরত ১৩ জন। সম্মান প্রাপকরা তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। ক্লাসরুমের শিক্ষাকে আরও আকর্ষণীয় ও কার্যকর করা নিয়ে নিজেদের মতামত জানান তাঁরা।



মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত সাংবাদিক সম্মেলন দেখতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত

রেল যোগাযোগের সম্প্রসারণের জন্য

অতিরিক্ত রেললাইন বসানোর আটটি প্রকল্পে অনুমোদন

দেশের উন্নয়ন এবং রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটাতে কেন্দ্রীয় সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য নিরন্তর উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার ৯ সেপ্টেম্বরের এক বৈঠকে ৯টি রাজ্যে অতিরিক্ত রেললাইন বসানোর আটটি প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের পরে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে, পণ্য পরিবহণে দক্ষতা বাড়বে, পাশাপাশি ২০ কোটি লিটার তেল আমদানি কম হবে। এর ফলে ১০৪ কোটি কিলোগ্রাম কার্বন ডাই-অক্সাইড কম নিঃসরণ হবে। সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলি নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে এবং পর্যটনেরও প্রসার ঘটবে ...

সিদ্ধান্ত : তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক এবং তেলেঙ্গানার ১৭টি জেলাজুড়ে অতিরিক্ত রেললাইন বসানোর পাঁচটি প্রকল্পে অনুমোদন।

প্রভাব : ভারতীয় রেলের বর্তমান নেটওয়ার্কের প্রায় ৫৪০ কিলোমিটার সম্প্রসারণ হবে। এই প্রকল্পগুলির জন্য ব্যয় হবে ১০,০২১ কোটি টাকা। ২০২৯-৩০ সময়কালের মধ্যে প্রকল্পগুলি শেষ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

- এর ফলে ট্রেন চলাচলের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে। ফলস্বরূপ, পরিচালনগত ক্ষেত্রে দক্ষতা বাড়বে এবং ভারতীয় রেলের পরিষেবা সম্পর্কে আস্থাও বৃদ্ধি পাবে।
- অতিরিক্ত রেললাইন বসানোর এই প্রকল্পগুলি ট্রেন চলাচলের সময় লাইনে ট্রেনের ভিড় কমাবে।

এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে :

- আরাক্কোনাম-রেনিগুন্টার মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন – ৭৭ কিলোমিটার
- হোয়াইটফিল্ড-বাঙ্গারাপেট-এর মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন - ৪৭ কিলোমিটার
- হোসুর-ওমালুর-এর মধ্যে দ্বিতীয় লাইন – ১৪৭ কিলোমিটার
- সালেম-কারুর-ডিন্ডিগুল-এর মধ্যে দ্বিতীয় লাইন – ১৫৯ কিলোমিটার
- সেকেন্দ্রাবাদ (ঘাটকেসর) থেকে কাজিপেট-এর মধ্যে ১১০ কিলোমিটার দীর্ঘ অতিরিক্ত লাইন

“ পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ রেল প্রকল্পের জন্য ব্যয় হবে ১০,০০০ কোটি টাকা। এর ফলে দক্ষিণ ভারতে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্ত যাত্রীবাহী ট্রেনের গতি বাড়াবে, যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটাবে এবং পণ্য পরিবহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।

-নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী



সিদ্ধান্ত : পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে ১৪টি জেলাজুড়ে একাধিক রেললাইন বসানোর তিনটি প্রকল্পে অনুমোদন।

প্রভাব : এর ফলে ভারতীয় রেল নেটওয়ার্কের প্রায় ৬৫৬ কিলোমিটার সম্প্রসারণ ঘটবে। প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নে ব্যয় হবে প্রায় ১০,৭৮৩ কোটি টাকা। ২০২৯-৩০ সালের মধ্যে প্রকল্পগুলি শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।

- এর ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে, রেললাইন দিয়ে আরও বেশি ট্রেন চলাচল করবে। ফলে, পরিচালনগত দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং ভারতীয় রেলের পরিষেবার প্রতি আস্থা বাড়বে।
- একাধিক রেললাইন বসানোর এই প্রকল্পগুলি রেলের পরিচালনগত ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে এবং রেললাইনে ট্রেনের ভিড় কমাবে।
- একাধিক লাইন বসানোর প্রস্তাবিত এই প্রকল্পগুলি ৪,৭৯০টির মতো গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করবে। এর ফলে ৫৬ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন।
- প্রস্তাবিত এই প্রকল্পগুলি রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাবে এবং দেশের গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে সহজেই পৌঁছানো যাবে।

এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে :

১. খড়্গপুর-ঝারসুগুড়া (বাগডছি) চতুর্থ লাইন

২. কাটনি-পেনড্রা রোড, চতুর্থ লাইন

৩. বিলাসপুর (উসলাপুর)-পেনড্রা রোড তৃতীয় লাইন

৫১ লক্ষেরও বেশি কর্মী উপকৃত হবেন

সিদ্ধান্ত : কর্মচারী ভবিষ্যনিধি তহবিলে মাসিক বেতনের ঊর্ধ্বসীমা ১৫,০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৫,০০০ টাকা করার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তে অনুমোদন।

প্রভাব : এই সিদ্ধান্ত সংগঠিত অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে। এর ফলে সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত ভারতের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সুবিধা হবে। এই প্রস্তাবের ফলে একটি সর্বাঙ্গীণ, প্রাণবন্ত সামাজিক সুরক্ষার কাঠামো তৈরি হবে যা ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে আর্থিক উন্নয়ন, বেতন বৃদ্ধি এবং সংগঠিত কর্মসংস্থানের প্রসার ঘটানোর সঙ্গে সামাজিক সুরক্ষাকে নিশ্চিত করবে। ২০৪৭ সালে বিকশিত ভারত গড়ার ক্ষেত্রে এটি সহায়ক হবে।

- ১৭ সেপ্টেম্বর এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে। দিনটি বিশ্বকর্মা দিবস ও সেবা দিবস হিসেবেও উদযাপিত হয়।
- ভবিষ্যনিধি তহবিলের সঞ্চয়, অবসরভাতা এবং বিমা সংক্রান্ত সুরক্ষা থেকে কর্মচারীরা এর ফলে উপকৃত হবেন।
- শ্রমবিধি অনুসারে প্রতিটি কর্মীকে সামাজিক সুরক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে এটি এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।
- সংগঠিত কর্মসংস্থানের পাশাপাশি সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করাও এই সিদ্ধান্তের অন্যতম লক্ষ্য।
- ৫১ লক্ষেরও বেশি কর্মী এর ফলে বাধ্যতামূলক কর্মচারী ভবিষ্যনিধি সংগঠনের আওতাভুক্ত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
- এর ফলে সরকারের প্রতি বছর ১১,৩৩৮ কোটি টাকা ব্যয় হবে। বর্তমানে বাজেটে প্রতি বছর ১০,২৫০ কোটি টাকা ব্যয়ের সংস্থান রাখা হয়েছে।
- এর ফলে পাঁচ বছর প্রায় ৫৬,৬৯৬ কোটি টাকা ব্যয় হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।
- এই প্রস্তাব অনুমোদনের ফলে কর্মচারী পেনশন প্রকল্পের আওতায় আরও বেশি সংখ্যক কর্মী ভবিষ্যনিধি তহবিলের সঞ্চয় এবং বিমা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনায় যুক্ত হবেন।
- এর ফলে বিধিবদ্ধ অনুদান এবং পেনশনযুক্ত বেতন কাঠামো স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হবে।
- ২০০৪-১৪ সাল সময়কালে কর্মচারী ভবিষ্যনিধি তহবিলের বেতনের ঊর্ধ্বসীমা অপরিবর্তিত ছিল। ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে যা বৃদ্ধি করে ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত করা হয়। ●

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের জন্য আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলন দেখতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন





আন্তর্জাতিক মহাকাশ শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ

মহাকাশ অভিযানের মন্ত্র

বিবাদ নয় সহযোগিতা

যুগ যুগ ধরে মহাকাশ মানুষের কল্পনাশক্তিকে অনুপ্রাণিত করেছে। বর্তমানে এই পৃথিবীর দৈনন্দিন জীবনে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। জলবায়ু, কৃষিকাজ, মহাসাগর কিংবা বিভিন্ন জনজাতিকে মহাকাশ নানাভাবে প্রভাবিত করছে। প্রথম আন্তর্জাতিক মহাকাশ শীর্ষ সম্মেলন প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয়। এখানে মহাকাশের বিভিন্ন সম্ভাবনার কথা আলোচিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১০ সেপ্টেম্বর এই সম্মেলনে বলেন মহাকাশের সম্ভাবনা অসীম। কিন্তু, এই সম্ভাবনার দায়ভার আমাদের সকলের ওপর ন্যস্ত।

বসুধৈব কুটুম্বকম – "এক বিশ্ব, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ" - এই ভাবনায় ভারত এগিয়ে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একটি সুরক্ষিত কার্যক্ষেত্র গড়ে তোলার জন্য আমাদের গ্রহের বাইরে একযোগে অভিযান চালানোর ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, আমরা একটি নিরাপদ, সুরক্ষিত, শান্তিপূর্ণ এবং সুস্থায়ী উন্নয়নের জন্য মহাকাশ অভিযান চালাব। আন্তর্জাতিক আইন, আলোচনা এবং বহুপাক্ষিক সহযোগিতার ওপর ভিত্তি করে এই অভিযান চলবে। বৈজ্ঞানিক তথ্য স্বচ্ছতার সঙ্গে জনস্বার্থে ব্যবহার করতে হবে। তিনি আরও বলেন, কক্ষপথে ভিড় বেড়ে গেছে, উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে মহাকাশ অভিযানে অংশগ্রহণকারী দেশের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের লক্ষ্য অত্যন্ত স্পষ্ট : বিবাদ নয়, সহযোগিতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং স্বল্পমেয়াদি লাভের পরিবর্তে সুস্থায়ী উন্নয়নে নজর দিতে হবে।

প্রধানমন্ত্রীর পুরো অনুষ্ঠান দেখতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

মহাকাশ ক্ষেত্রে ভারত গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন করেছে

- চন্দ্রযান-৩ চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছানোর ফলে ভারত বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে ঐ অঞ্চলে পৌঁছানোর যোগ্যতা অর্জন করেছে।
- আদিত্য-এল১ সূর্যের নানা রহস্য তুলে ধরছে। গত বছর একজন ভারতীয় আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্র সফর করেন।
- ভবিষ্যতে আমাদের লক্ষ্য হল ২০৩৫ সালের মধ্যে মহাকাশে একটি ভারতীয় স্টেশন তৈরি করা এবং ২০৪০-এর মধ্যে চাঁদে কোনো ভারতীয়কে পাঠানো।
- ভারতীয় রকেটকে কাজে লাগিয়ে ৩৪টি দেশের ৪৩০টি কৃত্রিম উপগ্রহকে মহাকাশে পাঠানো হয়েছে।
- ইসরোর প্রযুক্তি এবং অংশীদারিত্বের সুফল শুধু ভারতেই নয়, সমগ্র বিশ্বের কাছে পৌঁছচ্ছে।

> **"আমরা একসঙ্গে সমগ্র মানবজাতি এবং আগামী প্রজন্মের স্বার্থে মহাকাশ অভিযান চালাব; আমরা একসঙ্গে উদ্ভাবন করব এবং মহাকাশকে রক্ষা করব।**
>
> *-নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*





২০২৯ সালের মধ্যে ‘মাদকমুক্ত ভারত’ গড়ার লক্ষ্যে সঙ্কল্প

মাদকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অপরাধগুলি আগামী প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিতে পারে। সবথেকে বড় বিষয় হল, মাদক ব্যবসার লভ্যাংশ সন্ত্রাসবাদের অর্থের যোগান দেয়। বিশ্বজুড়ে বহু দেশে মাদক-সন্ত্রাস মডিউলগুলি সক্রিয় রয়েছে। সারা পৃথিবী এই সমস্যায় জর্জরিত। তাই, কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৯ সালে এই সমস্যার সমাধানে ফলপ্রসূ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ গোয়ার রাজধানী পানাজিতে ৬ সেপ্টেম্বর বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আমরা ২০২৯ সালের মধ্যে ‘মাদকমুক্ত ভারত’ গড়ে তোলার সঙ্কল্প নিয়েছি ...

২০২৬ থেকে ২০২৯ সময়কালে মাদক বিরোধী আন্দোলনকে সক্রিয় করার জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। এর আওতায় দেশের প্রতিটি গ্রাম ও শহরকে মাদকমুক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সব দপ্তর ও রাজ্য সরকারগুলি একযোগে কাজ করবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ পানাজিতে মাদক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত এক সম্মেলনে সাংবাদিকদের বলেন, ২০১৪ সালের আগে এই যুদ্ধ ইতস্ততভাবে চালানো হত। সামান্য কিছু মাদক সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা বা এর পাচারচক্রের সঙ্গে যুক্ত অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের মধ্য দিয়ে সেই সময় প্রশাসন সন্তুষ্ট থাকত। কিন্তু, ২০১৯ সালের পর এই বিষয়টিকে জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া শুরু হয়।

মাদকের বিরুদ্ধে এই লড়াই আর কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ নেই। বিভিন্ন সংস্থার আলাদা আলাদা সক্রিয়তার পরিবর্তে দেশজুড়ে একটি সমন্বিত ও সুস্থায়ী ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হচ্ছে। দেশ থেকে যেমন নকশালবাদ নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার এখন মাদকের সমস্যাকেও একইভাবে নির্মূল করতে উদ্যোগী হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, মাদকের ছোট্ট একটি প্যাকেট উদ্ধার করা হলেও কর্তৃপক্ষ সেটি কোন দেশ থেকে পাচার করা হয়েছে সে সম্পর্কে এখন খোঁজখবর নেয়।

চারটি স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা : ‘মাদকমুক্ত ভারত’ গড়ার পরিকল্পনা চারটি স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। এগুলি হল – গোয়েন্দা তথ্যের আদানপ্রদান ও প্রয়োজনীয় অভিযান পরিচালনা করা, মাদক পাচার এবং উৎপাদিত মাদকের নিয়ন্ত্রণ, মাদকের চাহিদা এবং এর ফলে উদ্ভূত বিপদের সম্ভাবনা হ্রাস করা ও দক্ষতা বিকাশ ও সমন্বয়।

তিন বছরের পরিকল্পনা : ২০২৬-এর জুলাই থেকে ২০২৯-এর জুলাই পর্যন্ত ‘মাদকমুক্ত ভারত’ গড়ার লক্ষ্যে একটি পরিকল্পনা করা হয়েছে।

মাদক বাজেয়াপ্ত করা : ২০০৪ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে ২৬ লক্ষ কিলোগ্রাম মাদক বাজেয়াপ্ত হয়েছে, যার বাজারদর ৪০,০০০ কোটি টাকা। তবে, ২০১৪-২০২৬ সালের মধ্যে ১ কোটি ১৯ লক্ষ কিলোগ্রাম মাদক বাজেয়াপ্ত হয় যার বাজারদর ছিল ১ লক্ষ ৮৯ হাজার কোটি টাকা।

সঙ্কল্প পাঠ : ‘মাদকমুক্ত ভারত’ (নেশামুক্ত ভারত) অভিযানে ২৫ কোটি নাগরিকের কাছে পৌঁছনো গেছে এবং তাঁদের সঙ্কল্প পাঠ করানো হয়েছে। এর ফলে ৫ লক্ষ ৭০ হাজার নাগরিক নেশার কবল থেকে মুক্ত হয়েছেন।

নেশামুক্তি কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি : সামাজিক ন্যায় দপ্তর, স্বাস্থ্য বিভাগ ও কারা কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে নেশামুক্তি কেন্দ্র পরিচালনা করে। এই কেন্দ্রের সংখ্যা তিনগুণ হয়ে ১,৭৫১-এ পৌঁছেছে।

প্রচারাভিযান : যারা বিভিন্ন আর্থিক জালিয়াতি, সন্ত্রাসবাদ, মাদক পাচার এবং গোষ্ঠী সংঘর্ষের সঙ্গে যুক্ত, যারা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের পর বিদেশে পালিয়ে গেছে, তাদের দেশে ফিরিয়ে এনে ভারতীয় আদালতগুলিতে বিচার প্রক্রিয়ায় সামিল করা হচ্ছে।

সিদ্ধান্ত : শিক্ষা মন্ত্রক, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষাঙ্গনকে মাদকমুক্ত করার জন্য শপথ নিয়েছে।

‘নেশামুক্ত মিত্র’ : এনসিসি, এনএসএস এবং ‘My Bharat’ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ ‘নেশামুক্ত মিত্র’কে কাজে লাগানো হবে।

নতুন ধারণা : কেন্দ্রীয় সরকারের ‘নিচ থেকে ওপর’ এবং ‘ওপর থেকে নিচ’ প্রক্রিয়াকে যুক্ত করার জন্য তদন্তের নতুন একটি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আর্থিক তদন্ত এবং পিআইটি-এনডিপিএস ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্যারিসে স্বামীনারায়ণ মন্দিরের উদ্বোধন

ভারতের প্রাচীন যুগের প্রতিভার সঙ্গে ফ্রান্সের আধুনিক প্রযুক্তির মেলবন্ধন

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে ৬ সেপ্টেম্বর একটি সুবৃহৎ স্বামীনারায়ণ মন্দিরের উদ্বোধন করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে ভারত ও ফ্রান্সের সাংস্কৃতিক যোগসূত্র নতুন এক মাইলফলক স্পর্শ করেছে। পূজনীয় সাধু-সন্ত এবং সনাতন ঐতিহ্যের বিশিষ্টজনেদের আশীর্বাদে 'বসুধৈব কুটুম্বকম'-এর ভাবনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, এই মন্দিরটি 'মেড ইন ইন্ডিয়া' এবং 'বিল্ট ইন ফ্রান্স'-এর উদাহরণ ...

বিভিন্ন দেশে যখন মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়, প্রাচীন ভারতের দর্শন ও মূল্যবোধও তার সঙ্গে সফর করে। ভারতীয় ভাবনা "সমানাং মনঃ সহ চাতিতমেষাম্" – অর্থাৎ আমাদের সকলের মন সম্প্রীতির মাধ্যমে এবং সকলের হৃদয় ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে চলুক। প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে সম্পর্ক নতুন এক উচ্চতায় পৌঁছেছে।

স্বামীনারায়ণ মন্দিরগুলি সবসময়েই অধ্যাত্ম সাধনার পাশাপাশি নানা পরিষেবা প্রদান করে। এই মন্দিরটিও একইভাবে সেই কাজই করবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় সংস্কৃতির বার্তা এখান থেকে উদ্ভাসিত হয়ে ইউরোপ জুড়ে প্রতিটি মানুষকে উপকৃত করবে বলে তিনি আশাবাদী। তিনি আরও বলেন, ভবিষ্যতে যখনই তিনি সময় পাবেন, তখন নিশ্চিতভাবে এই মন্দির দর্শন করবেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পুরো অনুষ্ঠানটি দেখতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন



সহযোগিতা এবং সম্ভাবনার প্রতীক হিসেবে এই মন্দিরকে বিবেচনা করা হচ্ছে

বর্তমান সময়কালে ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে যৌথ উদ্যোগের বিভিন্ন সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। স্বামীনারায়ণ মন্দির এই সম্ভাবনার ক্ষেত্রে নতুন এক মাত্রা যোগ করেছে। এই মন্দির 'মেড ইন ইন্ডিয়া' এবং 'বিল্ট ইন ফ্রান্স' এর উদাহরণ। মন্দির নির্মাণে ব্যবহৃত অনেকগুলি পাথর ভারতে খোদাই করা হয়েছে। ভারতের প্রাচীন যুগের শিল্পকলার সঙ্গে ফ্রান্সের আধুনিক যুগের প্রকৌশল যুক্ত হয়ে প্যারিসে এই সুবৃহৎ মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে। তাঁর ভাষণে প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, এই মন্দির ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে সহযোগিতা ও সম্ভাবনার এক প্রতীক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

ভারত ও ফ্রান্স আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কৌশলগত অংশীদারিত্বের এক বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে

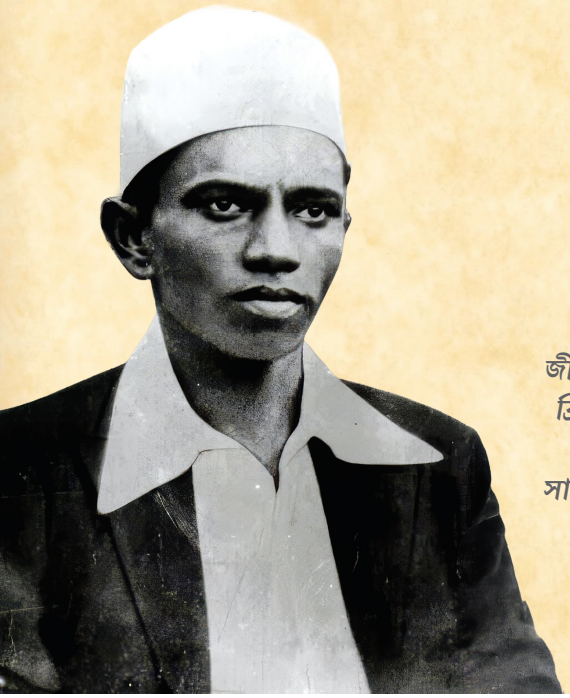
ভারত ও ফ্রান্স আন্তর্জাতিক স্তরে এক বিশেষ কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে তুলেছে। দুটি দেশ প্রযুক্তি, কৃত্রিম মেধা, প্রতিরক্ষা, মহাকাশ অভিযান এবং জলবায়ু সংক্রান্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। উভয় রাষ্ট্রই ২০২৬-কে 'ভারত-ফ্রান্স উদ্ভাবনী বর্ষ' হিসেবে উদযাপন করছে। এই কৌশলগত অংশীদারিত্বের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে যা দীর্ঘদিন ধরে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বন্ধনের ওপর গড়ে উঠেছে। ফ্রান্সে ভারতীয় সৈনিকদের আত্মবলিদান আমাদের হৃদয়ে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। ঐতিহাসিক এই তথ্যের পাশাপাশি যাঁরা ভাষার বিষয়ে আগ্রহী তাঁরা জানেন, ফরাসি বিদ্বজনেরা সংস্কৃতকে জনপ্রিয় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। রোমা রল্যাঁ, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে লিখেছেন। এর ফলে দুটি সমাজ আরও কাছাকাছি এসেছে। পাশাপাশি, পুদুচেরীতে দ্য মাদার-এর অধ্যাত্ম যাত্রা ভারত ও ফ্রান্সের অগণিত ভক্তকে অনুপ্রাণিত করেছে।

দুই দেশের সাংস্কৃতিক যোগসূত্রের এক নতুন অধ্যায়

কয়েক দশক আগে শ্রীল প্রভুপাদ স্বামী ফ্রান্স সফর করেন। ইসকন-এর মধ্য দিয়ে তিনি ভারত ও ফ্রান্সের অধ্যাত্ম যোগসূত্রের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। আজ দুই দেশের মানুষের মধ্যে যোগাযোগের একটি অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠেছে যোগ। 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস'-এ আইফেল টাওয়ার থেকে তোলা ছবির মধ্য দিয়ে ফ্রান্সে যোগাভ্যাসের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। আর এখন সুবৃহৎ এই বিএপিএস মন্দিরটির জন্য দুই দেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্কের এক নতুন অধ্যায় রচিত হয়েছে।

> "এই মন্দিরটি ফ্রান্সের বৈচিত্র্যকে যেমন সমৃদ্ধ করবে, পাশাপাশি ভারত ও ফ্রান্সের সাংস্কৃতিক যোগসূত্রকেও শক্তিশালী করে তুলবে।
>
> *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*





জাতীয় পতাকার মর্যাদা রক্ষাকারী এক শহিদ

একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী, যিনি জাতীয় পতাকাকে মাটিতে পড়তে দেননি। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে জাতীয় পতাকা শক্ত করে ধরে রেখে তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এই সাহসী স্বাধীনতা সংগ্রামীর নাম ছিল তিরুপুর কুমারন। ব্রিটিশ সরকার তখন ভারতীয় জাতীয় পতাকা ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। দেশের জন্য তাঁর এই নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ ছিল দেশবাসীর মধ্যে ঐক্য, সম্মান ও সাহসের চেতনা জাগিয়ে তোলার এক শক্তিশালী আহ্বান। আজও তিরুপুর কুমারনের সাহস সাধারণ মানুষকে অনুপ্রাণিত করে।

জন্ম: ৪ অক্টোবর, ১৯০৪ ■ মৃত্যু: ১১ জানুয়ারি, ১৯৩২

স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিপ্লবী তিরুপুর কুমারন ১৯০৪ সালের ৪ অক্টোবর বর্তমান তামিলনাড়ুর ইরোড জেলার চেন্নিমালাইয়ে জন্মগ্রহণ করেন। দেশজুড়ে স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও এই আন্দোলনে গভীরভাবে প্রভাবিত হন। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ ও নীতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩২ সালে গান্ধীজি বোম্বাইয়ে একটি প্রতিবাদ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁকে গ্রেপ্তার করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সারা দেশে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়। সেই সময় বিক্ষোভকারীরা নিষিদ্ধ ভারতীয় জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন। তিরুপুর কুমারনও তাঁদের মধ্যে ছিলেন। ব্রিটিশ পুলিশ বিক্ষোভকারীদের উপর লাঠিচার্জ শুরু করলে কুমারন পিছিয়ে যাননি। পুলিশ তাঁকে-সহ বিক্ষোভকারীদের নির্মমভাবে মারধর করে। গুরুতর আঘাতে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেও জাতীয় পতাকাটি মাটিতে পড়তে দেননি। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি পতাকাটি শক্ত করে ধরে রেখেছিলেন। ১৯৩২ সালের ১১ জানুয়ারি গুরুতর আঘাতের কারণে তাঁর মৃত্যু হয়।

তিরুপুর কুমারনের এই আত্মত্যাগ তাঁকে ‘কোডি কাথা কুমারন’ নামে পরিচিত করে অর্থাৎ, যিনি পতাকাকে রক্ষা করেছিলেন। মাতৃভূমির প্রতি তাঁর অটুট ভালোবাসা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর দৃঢ় অবস্থান আজও স্মরণীয়। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিরঙ্গা পতাকা শক্ত করে ধরে রাখার তাঁর সাহস আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল অসংখ্য মানুষের অতুলনীয় সাহস ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে। তাঁর জীবন আজও প্রতিটি প্রজন্মকে জাতীয় পতাকার মর্যাদা রক্ষা, অর্জিত স্বাধীনতাকে সম্মান করা এবং দেশের প্রতি দায়িত্বশীল হতে অনুপ্রাণিত করে।

তামিলনাড়ু সফরের সময় উপরাষ্ট্রপতি সি. পি. রাধাকৃষ্ণন তিরুপুর কুমারনের মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। ২০২৫ সালের ৪ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর স্মরণে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি তিরুপুর কুমারনকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক মহান ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্মরণ করে বলেন, তামিলনাড়ুর এই মহান সন্তান দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন এবং জাতীয় চেতনা জাগিয়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। জাতীয় পতাকা হাতে শহিদ হওয়া তিরুপুর কুমারনের আত্মত্যাগ আমাদের সম্মিলিত স্মৃতির অংশ। তাঁর জীবন আমাদের মনে করিয়ে দেয়, অসংখ্য মানুষের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই ভারত ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। তাঁর অবদান আমাদের দেশের উন্নয়ন, ঐক্য ও অগ্রগতির জন্য কাজ করতে অনুপ্রাণিত করুক। ●



PMO India ✓
@PMOIndia

आज विश्व एक बड़े उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है।

दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है।

Food, fuel या supply chains, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है।

इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की economy ने अपनी गति बनाए रखी है।

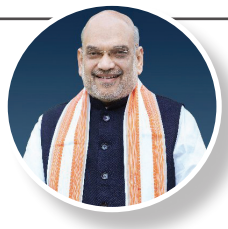
पिछले quarter में हमने 7.8 प्रतिशत की growth दर्ज की है।

आज भारत की growth story दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है: PM @narendramodi



Rajnath Singh ✓
@rajnathsingh

आत्मनिर्भरता केवल हथियार और उपकरण बनाने तक सीमित नहीं है। यह हमारे चरित्र, सोच और आत्मविश्वास का हिस्सा होनी चाहिए। जिस देश के पास अपनी टेक्नोलॉजी होती है, उसके पास अपना भविष्य तय करने की ताकत भी होती है।



Amit Shah ✓
@AmitShah

लोकतंत्र में परफॉर्मेंस और डिलीवरी पर मिला जनादेश ही सबसे बड़ा प्रमाणपत्र होता है, और जनता ने 25 वर्षों तक मोदी जी को यह जनादेश दिया है।
#SevaSankalpAbhiyan



Nitin Gadkari ✓
@nitin_gadkari

A moment to shape the future of the Global South!

🇮🇳India is all set to host the XVIII BRICS Summit —bringing together 11 nations, 49% of the world's population and 40% of global GDP.

#BRICS2026 #BRICSIndia2026



Shivraj Singh Chouhan ✓
@ChouhanShivraj

यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में हमारी सरकार किसान के हित में लगातार काम कर रही है। किसान दिन-रात मेहनत करता है, ऐसे में अगर उसे नकली या घटिया बीज और खाद मिल जाए तो उसकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है।

इसीलिए नकली और अमानक बीज के खिलाफ कड़ा कानून लाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। 10 सितंबर को देशभर के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर प्रस्तावित सीड एक्ट पर उनकी बात सुनेंगे और उनके सुझाव लेंगे।

किसान को अच्छी गुणवत्ता का बीज मिले और नकली बीज बेचकर उसे नुकसान पहुँचाने वालों पर सख्त कार्रवाई हो; हमारा यही संकल्प है।



Kiren Rijiju ✓
@KirenRijiju

Hello India! भारत से जुड़ रही दुनिया... !

उज़्बेकिस्तान से दक्षिण अफ्रीका और बेलारूस से वियतनाम व युगांडा तक, हर आवाज़ में भारत के प्रति अपनापन और सम्मान देखने को मिला। नई दिल्ली में BRICS के मंच पर विभिन्न देशों के साथ 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना की सुंदर झलक दिखाई दी।

Modi presses Putin for Ukraine peace, safety of Indian seafarers in Black Sea

BRICS Summit Delhi wants more Russian defence equipment to be produced locally

UJWAL JALALI & AJAY BANERJEE

NEW DELHI, SEPTEMBER 11

Prime Minister Narendra Modi on Friday told Russian President Vladimir Putin that India was ready to assist in peace efforts, reiterating that dialogue and diplomacy were the way forward to resolve conflicts, as the two leaders discussed the wars in West Asia and the Black Sea region, including concerns over maritime trade and the safety of Indian seafarers.

The message came during Modi's bilateral meeting with Putin on the sidelines of the 18th BRICS Summit in New Delhi, their second meeting this year. The two leaders had last met in Bishkek on August 31 on the margins of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Summit.

Putin also invited Modi to Russia for the 24th India-Rus-



Prime Minister Narendra Modi, Russian President Vladimir Putin, Iranian President Masoud Pezeshkian and South African President Cyril Ramaphosa at the BRICS Business Forum in New Delhi. AN

"Global trade can only progress if sea lanes are secure, supply routes remain open and seafarers are safe. Therefore, India is a staunch supporter of freedom of navigation and the safety of seafarers. Narendra Modi, PRIME MINISTER

PM GIFTS RUSSIAN TRANSLATION OF 'THIRUKKURAL'

PM SETS 3 TARGETS

1. Removal of top 10 trade barriers among BRICS countries
2. Helping 100 BRICS startups enter other member markets
3. Creation of 1,000 business partnerships among nations

DOMINANT GROUPING

21 nations part of BRICS, was founded by five members

50% of global population covered by the grouping members

40% of global GDP (25% of the world trade) part of the bloc

TOP GUNS AT MEET

Presidents Vladimir Putin (Russia), Xi Jinping (China), Masoud Pezeshkian (Iran), Cyril Ramaphosa (South Africa), Abdel Fattah El-Sisi (Egypt), Prabowo Subianto (Indonesia); and PMs Abiy Ahmed Ali (Ethiopia) and Anwar Ibrahim (Malaysia)

Cabinet clears ₹20.8k-cr rail expansion in 9 states

Sanjeev K Jha
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Union Cabinet on Wednesday approved eight multi-tracking railway projects worth ₹20,884 crore across nine states, adding nearly 1,200 km to the Indian railways network and aiming to ease congestion on some of the country's busiest passenger and freight corridors.

The projects, approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) chaired by Prime Minister Narendra Modi, will cover 31 districts in West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana. Together, they will improve rail connectivity to nearly 6,900 villages with a combined population of about 10.8 million.

Union railways and information and broadcasting minister Ashwini Vaishnaw said the expansion comes as the railways seek to increase line capacity on routes carrying large volumes of coal, cement, iron and steel, containers, automobiles, foodgrains, petroleum products and fertilisers. "It is much on line of Golden Quadrilateral Project during the regime of former prime minister Atal Bihari Vajpayee. The government estimates the projects will create additional freight-handling capacity of around 74 million tonnes per annum (MTPA)," he said.

Eight new railway tracks approved

Rail connectivity to get boosted in nearly 6,900 villages in 32 districts

The first set of 3 projects covering 656 km will include lines between Kharagpur and Barsuguda (Bagdehi), Katni and Pendra Road, and Bilaspur (Uslapur) and Pendra Road

The second set comprises five projects covering about 540 km, including lines between Arakkonam and Renigunta; Whitefield and Bangarapet, doubling of the Hosur-Omalur section, doubling of the Salem-Karur-Dindigul section, and multi-tracking of the Secunderabad

between Bilaspur (Uslapur) and Pendra Road. The second set comprises five projects covering about 540 km at an estimated cost of ₹10,021 crore. These include the third and fourth lines between Arakkonam and Renigunta (77 km), the third and fourth lines between Whitefield and Bangarapet (47 km), doubling of the Hosur-Omalur section (147 km), doubling of the Salem-Karur-Dindigul section (159 km), and multi-tracking of the Secunderabad (Ghatkesar)-Kazipet section (110 km).

"All eight projects are scheduled for completion by 2029-30. The additional tracks would improve operational efficiency, reduce bottlenecks and enhance the reliability of train services by

The economic significance of the projects is particularly pronounced in mineral- and industrial-intensive regions. The Kharagpur-Jharsuguda, Katni-Pendra Road and Bilaspur-Pendra Road corridors are important for the movement of coal, cement, iron and steel, while the southern projects will strengthen routes carrying industrial goods, automobiles, containers and agricultural commodities.

"The additional capacity is aimed at lowering logistics costs by shifting more freight to rail, while reducing dependence on road transportation...." Vaishnaw added.

Prime Minister Narendra Modi hailed the Cabinet's decision, say-



Iran prez breaks ice with UAE in shadow of war

JAYANTH JACOB @ New Delhi

IRANIAN President Masoud Pezeshkian and Abu Dhabi Crown Prince Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan met on the sidelines of the BRICS summit in New Delhi on Saturday, opening the highest-level channel of contact between Tehran and the UAE since the war.

The meeting came as the conflict continued to reverberate across the Gulf, with Saudi Arabia halting operations on its key East-West oil pipeline after a drone strike on Friday. The shutdown has fuelled fresh concerns over the security of regional energy infrastructure and the prospect of further shocks to global oil supplies.

The talks, confirmed by the Iranian embassy in New Delhi, come after a sharp deterioration in ties between Tehran and Abu Dhabi. Relations had already been strained since late February, when US-Israeli attacks on Iran triggered retaliatory strikes by Tehran against American allies and interests.

Space station by '35, Indian on moon by '40: PM

RAJESH KUMAR THAKUR @ New Delhi

PM Narendra Modi on Thursday called for cooperation in space, saying, "The promise of space is infinite. Our responsibility is collective."

In his virtual address to the International Space Summit organised in Paris, Modi said India's approach to space was rooted in the ethos of Vasudhaiva Kutumbakam, meaning "One Earth, One Family, One Future". He said India would establish an indigenous space station by 2035 and send an astronaut to the Moon by 2040.

"India's space journey reflects this philosophy," Modi said, highlighting ISRO's reputation for excellence and cost-effective missions. He said its capabilities serve farmers and fishermen, weather forecasting, disaster management and navigation.

More than 430 satellites from 34 countries have travelled into space aboard Indian rockets, Modi said. "ISRO's technologies and partnerships serve not only India, but the world," he added. Modi said India supported "a safe, secure, peaceful and sustainable space domain" based on international law, dialogue and multilateral cooperation. "Scientific data must serve the common good, with openness and integrity," he said. Calling for cooperation over confrontation, sustainability over gain and inclusion over exclusion, Modi said space was becoming more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.

He credited generations of Indian scientists and engineers for ISRO's reputation and said their work had given India "a place of pride among space faring nations".



PM Modi addresses the International Space Summit being held in Paris | PTI

Calls on world to join India in space as co-travellers

Referring to Chandrayaan-3, Modi said India became the first nation to land near the lunar South Pole. He also cited Aditya-L1 and an Indian's visit to the International Space Station. Modi said India's private space industry was expanding and invited the world to be "co-travellers".

'PROTECTIONIST STEPS HURT GLOBAL PROGRESS'

PM Flags Tech, Critical Minerals Weaponisation

Calls for inclusivity in tech adoption, resilience to tackle supply chain issues

Dipanjan Roy Chaudhury

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi said the use of technology and critical minerals to gain an advantage would act as a drag on global advancement, underlining that a rising cooperative tide would lift all boats.

"The weaponisation of technology and critical minerals can hinder our shared progress. Therefore, we have emphasised inclusivity in the adoption of technology," Modi said at the BRICS session on Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability in New Delhi on Sunday.

President Xi Jinping's presence in the room during Modi's address was significant, given that India and several other countries have been at the receiving end of China putting the

Global South countries' confidence in BRICS has grown, because within BRICS, their voices are heard. Solutions are developed not for them, but together with them

issues faced by India due to China's policies with President Xi.

The Prime Minister brought up the disruption of supply chains due to global tensions in his address on Sunday. "Today, the number of conflicts and tensions in the world is continuously increasing, and this is having an increasingly negative and far-reaching impact on the lives of ordinary people," he said. "Pandemics, climate disasters, and supply-chain disruptions

১৫ অক্টোবর ডঃ এপিজে আব্দুল কালামের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানায়

ভবিষ্যতের ভারতের স্বপ্ন

তাঁর কথা ও ভাবনায় ফুটে উঠেছিল

একবিংশ শতাব্দীতে শক্তি ও জলের ক্রমবর্ধমান চাহিদা আমাদের জীবনে প্রভাব ফেলবে এমন অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ।

নদী সংযোগ প্রকল্প দ্রুত এবং অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বাস্তবায়নের সময় এসেছে।



শক্তির ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা দেশের সর্বোচ্চ ও প্রধান অগ্রাধিকার হওয়া উচিত।

আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত এমন একটি দেশ গড়ে তোলা, যা শুধু সমৃদ্ধ ও সুখীই নয়, সম্পূর্ণ নিরাপদও।

দেশকে বহিরাগত যে কোনও আক্রমণের বিরুদ্ধে সবসময় নিরাপদ থাকতে হবে। ভবিষ্যতে মহাকাশ থেকে আসা যে কোনও শত্রুতামূলক কাজকর্মের বিরুদ্ধেও নিজেদের রক্ষা করার সক্ষমতা ভারতের থাকা প্রয়োজন।

আগামী দিনের ভারতের জন্য কীভাবে প্রস্তুত হব? ভারতকে আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। উপরে উল্লেখিত কথাগুলি ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ এ. পি. জে. আবদুল কালামের। তিনি 'India First' বা 'ভারত সর্বাগ্রে' নীতির প্রবল সমর্থক ছিলেন এবং বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। দেশ বর্তমানে এই বিষয়গুলির উপর ব্যাপকভাবে কাজ করছে। তাঁর 'India 2020: A Vision for the New Millennium' বইয়ে ভারতের ভবিষ্যৎ নিয়ে যে দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছিল, সেই ভাবনার পথ অনুসরণ করে ভারত এখন একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে।



ডঃ এ. পি. জে. আবদুল কালামের জন্মবার্ষিকীতে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা। তিনি এমন একজন দূরদর্শী মানুষ হিসেবে স্মরণীয়, যিনি দেশকে বড় স্বপ্ন দেখতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তাঁর জীবন আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে সাফল্যের জন্য বিনয় ও নিরলস পরিশ্রম অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আসুন, তিনি যে ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই ভারত গড়ে তোলার কাজ আমরা অব্যাহত রাখি - একটি শক্তিশালী, আত্মনির্ভর ও মানবিক ভারত।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

নিউ ইন্ডিয়া
সমাচার
পাক্ষিক

RNI NO.: DELENG/2020/78811 OCTOBER 01-15, 2026
RNI Registered No DELENG/2020/78811 (Publishing Date: SEPTEMBER 22, 2026 Pages: 64)

EDITOR IN CHIEF
Dhirendra Ojha
Principal Director General
Press Information Bureau, New Delhi

PUBLISHER:
Kanchan Prasad
Director General, on behalf of
Central Bureau Of Communication

PUBLISHED FROM:
Room No–278, Central Bureau Of Communication, 2nd Floor, Soochna Bhawan, New Delhi -110003